চন্দ্রহংস

নাটক।

"সন্তোষামৃত তৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তচেতসাং।
কুত স্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাং॥"

পাগলিনী প্রণেতা

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

PUBLISHED BY

SITA NATH BHATTACHARJEE.

Calcutta.

PRINTED BY WOOMA CHURN CHUCKRABUTTY,

AT THE

ORIENTAL PRINTING WORKS.

109, College Street.

1889.

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত বাবু চিন্তামণি চক্রবর্ত্তীকে

এই গ্রন্থ

উপহার

প্রদত্ত হইল।

শ্রীযোগীন্

খটকপুর।

পাগলিনী নাটক।

* আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। মনুষ্যের স্বভাব চিত্র উত্তমরূপ হইয়াছে, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কোকনদের রাজা চন্দ্রকান্তের দুহিতা প্রমদার সখী মনোরমার নিস্বার্থ পরোপকার ও আশ্চর্য্য বুদ্ধি-শক্তি অতীব প্রশংসনীয়। বিজয়-নগরাধিপতি বিজয়কৃষ্ণের সেনাপতির উদার চিত্ততা বীরতা ও সরলতা সুন্দর হইয়াছে, মন্ত্রীর ও তদীয় ভৃত্যের নির্ব্বুদ্ধিতা এবং ফণীভূষণের সহিত রাজা চন্দ্রকান্তের দুহিতার বিশুদ্ধ প্রণয়ের সুন্দর চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার পর পর ঘটনাগুলি উত্তমরূপে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। সোমপ্রকাশ,

১২৮৯ সাল।

* * * সচরাচর যেরূপ অপাঠ্য নাটক জন্মিতেছে, ইহা কোন মতেই সে জাতীয় নহে। করুণ ও হাস্যাদিরস, গ্রন্থের অঙ্গিরস, এবং স্থায়ী ভাব প্রণয়। প্রমদা বিমল প্রেমোন্মত্ততায় অনেকাংশে পাগলিনীই বটে, তাঁহার বালবিধবা সখী মনোরমা মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা এবং দয়া। নায়ক ফণীভূষণও একজন বীর ভাবের ভাবুক। আর্য্য দর্শন,

১২৮৮ পৌষ।

* * * ইহার অঙ্গে অনেক অলঙ্কার আছে। ইহার স্থানে স্থানে অনেক সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ আছে, অনেক স্থানে বেশের পারিপাট্য আছে। আমরা গ্রন্থকারের নাটক লিখিবার ক্ষমতা আছে বিশ্বাস করি। মানব মনের বেগ, উদ্বেগ, ঘাত, প্রতিঘাত স্থানে স্থানে উত্তম দেখান আছে। প্রভাতি। ১২৮৯, ১০ই ভাদ্র।

* * * আমরা এখানি পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। এ নাটকে প্রশংসা করিবার অনেক বিষয় আছে, মধ্যে মধ্যে লেখকের গুণপণার পরিচয় আছে। সাহস। ১২৮৯, ১১ই জ্যৈষ্ঠ।

* * * ইহার লেখা নির্দ্দোষ, এবং স্থানে স্থানে যথা-যথ ভাব ব্যঞ্জক হইয়া সুপাঠ্য হইয়াছে। বামাবোধিনী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

ধৃষ্টবুদ্ধি	কৌণ্ডিন্যনগরের রাজা।
লুব্ধক	ধৃষ্টবুদ্ধির সহচর।
চৈতন্য	ধৃষ্টবুদ্ধির পুত্র।
ধর্ম্মরাজ	ধৃষ্টবুদ্ধির জামাতা।
চন্দ্রহংস	জনৈক ক্ষত্রিয় কুমার।
সত্যব্রত	বিজয়পুরের রাজা।
রামদাস	লুব্ধকের ভৃত্য।

যোগী, সেনাপতি, ভৃত্য, প্রহরী, সৈন্য, চণ্ডাল,
বৈদ্য ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সুমতি	ধৃষ্টবুদ্ধির স্ত্রী।
মমতা	সুমতির পরিচারিকা।
বিষয়া	ধৃষ্টবুদ্ধির কন্যা।
মায়া, আশা, রতি	বিষয়ার সখীত্রয়।

প্রতিবাসিনীদ্বয়।

চন্দ্রহংস।

নাটক।

—:—:(০):—:—

প্রথম অঙ্ক।

—(০:০:০)—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৌণ্ডিন্য নগর।

মহেশ্বরের মন্দির।

(চন্দ্রহংস শয়নাবস্থায়)

গীত।

বিফল জনম, বিফল জীবন, জীবনের জীবনে না হেরে।
সুখে ডালে বসি ডাকিছ পাখিরে, ডাকিছ কি সেই পরম পিতারে,
কি বলে ডাকিছ বলেদে আমারে,
ডেকে দেখি যদি পাইরে॥
গুঞ্জরি ভ্রমর করি গুণগুণ, গায়িছ কি সেই গুণাকর গুণ,
শিখাও আমারে আমিরে নিগু´ণ,
কি গানে ভুলালি তাঁহারে ;
কেন ফুল কুল হাসিছ সকলে, পেয়েছ কি সেই পরম দয়ালে,
পায়ে ধরি বল কেমনে পাইলে,
কিধনে তুষিলে পিতারে॥

কৈলাস সুমেরু ওহে বিন্ধ্যাচল, গ্রীবা উচ্চ করি কি হেরিছ বল,
করিছ কি হেরি জনম সফল,
বিশ্বম্ভর বিশ্বেশ্বরে ;
সুনীল গগণ নীল আবরণে, রাখিলে আবরি বুঝি প্রাণ ধনে,
খুল আবরণ বারেক নয়নে,
হেরে মন প্রাণ জুড়াইরে ॥

(শশব্যস্তে মমতার প্রবেশ)

মম। (চন্দ্রহংসের হস্ত ধারণ করিয়া) উঠ উঠ শীঘ্র পলাও।

চন্দ্র। (গাত্রোত্থান করিয়া সচকিতে) কেন? কি হয়েছে! কে তুমি?

মম। বল্‌বার অবসর নাই, আর তিলমাত্র বিলম্ব করনা, নাহলে এখনি প্রাণ হারাবে।

চন্দ্র। কেন, বৃত্তান্ত কি ভেঙ্গে বলনা? তুমি কে?

মম। সে পরে জান্‌বে, এখন যতশীঘ্র পার এখান হতে পলাও আমার মাথা খাও আর বিলম্ব ক'র না, এখনি আস্‌বে, এখনি তোমাকে বিনাশ কর্‌বে।

চন্দ্র। কে আস্‌বে? কে আমাকে বিনাশ ক'র্‌বে? আমি কার কি করেছি? তুমিই বা কে?

মম। আমি যে হই, আপাততঃ আমার কথা রাখ, দেখ্‌ছ কি! পলাও! পলাও! (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) বোধ হয় আস্‌ছে, আমি কার যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছি, এখনও পলালে জীবন রক্ষা করতে পারবে, কেন ইচ্ছা ক'রে আপনার প্রাণ ? তোমার পায়ে পড়ি পলাও!

চন্দ্র। ভাল আমি চল্লেম, কিন্তু এর কিছুই কারণ জান্‌তে পাল্লেম না।

মম। পরে জেন, এখন যত শীঘ্র পার পালাও ; ঐ বুঝি আস্‌ছে।

(এক দিক দিয়া চন্দ্রহংসের প্রস্থান, অপর দিক দিয়া লুব্ধকের প্রবেশ।)

লুব্ধ। কে যায় ?

মম। (ভয়চকিত স্বরে) আঁা—কৈ—কেউনয়—আমি—

লুব্ধ। তুমি কে ?

মম। আমি মমতা।

লুব্ধ। মমতা ! কোন্ মমতা ?

মম। রাজ মহিষীর পরিচারিকা।

লুব্ধ। এত রাত্রে এখানে কেন ?(ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া) এই দেবালয়ে যে ব্যক্তি শয়ন করে ছিল সে কোথায় গেল ?

মম। সে ! কৈ তা আমি জানিনা আমি আর কাকেও দেখি নি।

লুব্ধ। কি ! দুশ্চারিনি ! জানিস্‌নে, সত্য বল্ সে কোন্ দিকে গেল।

মম। আমি সত্যি বল্‌চি, আর কোন লোক্‌কে এখানে দেখিনি।

লুব্ধ। আমার সঙ্গে প্রতারণা ! এখনও বল্‌চি সত্য কথা বল্, নতুবা কিছুতেই তোর নিস্তার নাই, তুই নিশ্চয় জানিস্ লুব্ধক স্ত্রী হত্যার ভয় করে না, রাজমহিষীর পরিচারিকা ব'লে আমি কখনই তোকে ক্ষমা কর্ব্ব না (অসি উত্তোলন করিয়া) বল্ এখনও বল্ !

মম। আমি যখন কিছুই জানি না, তখন আমাকে মারুন্ আর কাটুন্, আমি কি বল্‌ব।

লুব্ধ। (স্বগত) ভয় প্রদর্শনে কিছুই হবে না; দেখি যদি মিষ্ট কথায় কথা বার করিতে পারি। (সহাস্যে) দেখ মমতা, আমি পরিহাস ক'রে তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিলাম, দেখি তুমি ভয় পাও কি না।

মম। তা আমি বুঝ্‌তে পেরিছি।

লুব্ধ। আচ্ছা যথার্থ করে বল দেখি, এখানে যে ব্যক্তি শয়ন করে ছিল সে তোমার কে?

মম। ওমা, সে কি কথা! আমার কে হবে! আমি আর কখন দেখিনি।

লুব্ধ। (সহাস্যে) এইবার'ত তুমি আপনার কথায়, আপনি ধরা পড়েছ! তুমি বল্যে "আর কখন তাকে দেখিনি", তবে যেন এই প্রথম দেখা, তা হলে অবশ্যই এখানে এক ব্যক্তি ছিল, সে কোথায় গেল তোমাকে বলতেই হবে। যদি না বল তা হলে আমি এখনি গিয়ে তোমার এই দুশ্চরিত্রের কথা মহারাজকে বলে দেব। তুমি এই ঘোর অন্ধকার রাত্রে একাকিণী এই নির্জ্জন স্থানে কি জন্য এসেছ, তাকি আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

মম।(কিঞ্চিৎ কুপিত ভাবে) না, আপনি বুঝ্‌তে পারেন নি। কেন মিছে কুৎসিত কথা বল্‌চেন, হাঁ এখানে এক জন লোক ছিলেন, আমি তাঁর একটি মহা বিপদের কথা শুনে তাঁকে সতর্ক করে দেওয়ায় পলায়ন করেছেন।

। (সবিস্ময়ে) কি বিপদ?

মম। রাজার ফুলবাগানের মধ্যে একটী লতাকুঞ্জে বসে, কারা দুজন পরামর্শ কচ্ছিল।

লুব্ধ। (সচকিতে) কি পরামর্শ?

মম। তাদের মধ্যে একজন বল্লে, "সে মহেশ্বরের মন্দিরে শুয়ে আছে, আমি এখনি গিয়ে, তার শিরশ্ছেদন করে আস্‌চি"। আমি আড়াল থেকে, তাদের ঐ সব কথা শুনে, এখানে এসে দেখ্‌লাম যথার্থই একটী পরম সুন্দর যুবা পুরুষ শুয়ে আছেন, তাঁকে দেখে আমার বড় মায়া হ'ল, তাই আমি তাঁকে সতর্ক ক'রে দেওয়ায় তিনি পলায়ন করেছেন।

লুব্ধ। লতাকুঞ্জে যে দুজন পরামর্শ কর্‌ছিল, তাদের তুমি চিন্‌তে পেরেছ?

মম। (স্বগত) চিন্‌তে কি আর বাকি আছে। (প্রকাশ্যে) কৈ না, বোধ হয় তারা দস্যু হবে।

লুব্ধ। (স্বগত) তবে প্রকাশ হয় নাই। (প্রকাশ্যে) ঠিক্ বলেছ তারা দস্যুই হবে, আমারও তাই অনুমান হচ্চে। দেখ মমতা আমি না জেনে তোমার উপর অন্যায় কোপ প্রদর্শন করেছি, তুমি কিছু মনে ক'র না, তুমি যে জন্যে এখানে এসেছ, আমিও সেই উদ্দেশে এখানে এসেছি, আমিও সেই দুরাত্মা দস্যুদের সঙ্কল্পের কথা শুন্‌তে পেয়ে, তাদেরই সন্ধানে, আর সেই যুবা পুরুষটীর জীবন রক্ষা কর্‌বার জন্য এখানে এসেছিলাম; তা তুমি ভালই করেছ, তোমাকে আমি এর উপযুক্ত পুরস্কার দেব, আর দেখ ঐ দস্যুদের কথা, কি রাজবাটীতে, কি অন্য স্থানে কোথাও প্রকাশ ক[illegible]

বেন—

আমি তাদের অনুসন্ধানে থাক্‌লেম; প্রকাশ হলে পাছে তারা সতর্ক হয়ে লতাকুঞ্জে আর না আসে, এইজন্য প্রকাশ কর্‌তে নিষেধ কচ্চি।

মম। আপনি যখন নিষেধ কচ্চেন, তখন আর প্রকাশ কর্‌ব না।

লুব্ধ। আর দেখ, যদি সেই অপরিচিত যুবাপুরুষের সঙ্গে পুনরায় তোমার সাক্ষাৎ হয়, তবে আমাকে সংবাদ দিও কি আমার নিকট লয়ে যেও, আমি তাঁকে ভাল করে, জিজ্ঞাসা কর্‌ব, তাঁর সঙ্গে কারও শত্রুতা আছে কি'না।

মম। (স্বগত) তা হলে সুবিধা কিছু ভাল হয়।

লুব্ধ। তুমি যে দুজনকে লতাকুঞ্জে দেখেছিলে, তারা নিশ্চয়ই রাজবিদ্রোহী,আমাদের অনিষ্ট চেষ্টায় সর্ব্বদা ফির্‌চে, যারে আমাদের পক্ষের লোক মনে করে, গোপনে তারই প্রাণ সংহারের চেষ্টা করে থাকে, বোধ হয় সেই যুবাটী আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ হবেন, বিদ্রোহীরা তাই জান্‌তে পেরে তাঁকে বিনাশ করবার পরামর্শ কচ্ছিল; যাইহোক তুমি প্রাণান্তে একথা কারও কাছে প্রকাশ কর না।

মম। না।

লুব্ধ। তবে তুমি অন্তঃপুরে যাও, আমি একবার সেই লতাকুঞ্জে দেখে আসি। (উভয়ের প্রস্থান।)

প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান মধ্যস্থ লতাকুঞ্জ।

ধৃষ্টবুদ্ধি দণ্ডায়মান।

ধৃষ্ট। (কর্কশস্বরে) কেও—কেও—উত্তর দাও। লুব্ধক কি ফিরে আসচ?—না, সে নয়, কে তুমি? আমি রাজা ধৃষ্টবুদ্ধি তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌চি, উত্তর দাও,—নচেৎ তোমাকে বিদ্রোহকারী শত্রু মনে করে, এখনি এর উপযুক্ত শাস্তি প্রদান কর্‌ব। (ক্ষণেক নিস্তব্ধের পর) কি!—তথাপি উত্তর নাই! (স্বগত) তাইত এ লোকটা তবে কে? চন্দ্রহংসের মত বোধ হচ্চে না! তবেকি লুব্ধকের যত্ন বিফল হয়েছে! ঐ যে আবার এই দিকেই অগ্রসর হচ্চে, তা ভালই হয়েছে, এমন সুযোগ পরিহার করা হবে না, আমি স্বহস্তেই শত্রু নিপাত করি।

(তরবার নিষ্কোষিত করিয়া, কিঞ্চিৎ অগ্রসর ও সভয়ে পশ্চাদ্গমন পূর্ব্বক) না—এত চন্দ্রহংস নয়! সে যুবাপুরুষ, এর যে দেখ্‌চি বৃদ্ধের অবয়ব! শুভ্রকেশ! শুভ্রশ্মশ্রু। (শিহরিয়া) অবিকল সেই মূর্ত্তি!!!

ওঃ—তবে কি দধিমুখেরই প্রেতপুরুষ! মৃত্যুর পরেও কি লোকের শত্রুমিত্রজ্ঞান থাকে? হৃদয়ে প্রতিহিংসা তৃষ্ণা বলবতী থাকে? তবে সত্যই কি দধিমুখ শত্রুতার প্রতিশোধ ল'তে, আমার সম্মুখীন হচ্ছে? (সভয়ে কম্পিত স্বরে) অ্যাঁ তবেই ত এখন কি করি। কোথায় পলাই

ডাকি?—উঃ কি ভয়ানক! কি বিকট মূর্ত্তি! ওকি—ঐ যে তরবার তুলচে (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া ভয়বিহ্বল স্বরে) লুব্ধক—লুব্ধ—ক— (পতন ও মূর্চ্ছা)।

(দ্রুত বেগে লুব্ধকের প্রবেশ।)

লুব্ধ। কিও—কিও—মহারাজ! কি হয়েছে? সহসা এমন করে, ভূতলে পড়ে গেলেন কেন? কোন রকম পীড়া উপস্থিত হ'ল কি?

(হস্ত ধারণ করিয়া ভূতল হইতে ধৃষ্ট বুদ্ধিকে উত্তোলনের চেষ্টা)

একি? একাবারে চৈতন্য হীন যে! তাইত এখন কি করি? (বায়ুসঞ্চালন করিতে করিতে) মহারাজ! মহারাজ!

ধৃষ্ট। (বিকৃত স্বরে) মহারাজ দধিমুখ! আমি আপনার শরণাগত হলেম, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন! যে যেরূপ অপরাধ করুক না কেন, শরণাগত হলে আপনি তদ্দণ্ডেই তার সে অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌তেন।

লুব্ধ। মহারাজ! চুপ করুন—চুপ করুন—কি করেন্ ওসব কি বলচেন, একবার চক্ষুরুন্মীলন করে দেখুন, আমি লুব্ধক।

ধৃষ্ট। কেও লুব্ধক? ভাই আমায় রক্ষা কর।

লুব্ধ। কেন মহারাজ, সহসা আপনার এরূপ অবস্থা হল?

ধৃষ্ট। উঃ, ভয়ে একবারে জ্ঞানশূন্য হয়ে ছিলেম। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ আরত দেখ্‌তে পার্চ্ছিনা।

লুব্ধ। কি দেখ্‌তে পাচ্ছেন্ না? কারে দেখ্‌তে

ধৃষ্ট। ওহে, আশ্চর্য্য ব্যাপার! দধিমুখের প্রেতপুরুষ বিকটমূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে, একখানা তরবার হস্তে উপস্থিত হয়েছিল। বোধ হয়, শক্রনির্য্যাতনের আশায় এসে থাক্‌বে; তুমি না এলে আজ আমার কি অবস্থা যে ঘট্‌ত, তা বল্‌তে পারি না। ভয়ে এখনও আমার বুক যেরূপ দুর্ দুর্ করে কাঁপ্‌চে; শত সহস্র অস্ত্রধারী শক্রমধ্যে একাকী প্রবেশ কর্‌লেও ধৃষ্ট-বুদ্ধির হৃদয়, বোধ হয় এরূপ কম্পিত হয় না।

লুব্ধ। (সহাস্যে) হা—হা—হা—সে কি মহারাজ! এও কি কখন সম্ভব হয়! মৃত্যুর পর মনুষ্যের প্রেতাত্মা পুনরায় কি পৃথিবীতে এসে থাকে! এ নিতান্তই অমূলক প্রবাদমাত্র। আপনি যা দেখে এত ভীত হইয়াছিলেন, সে কেবল আপ-নার মনের ভ্রান্তি বই আর কিছুই নয়; সর্ব্বদা যাহা চিন্তা করা যায়, সময়ে সময়ে, তাহারই অবিকল প্রতিরূপ নয়নপথে উদিত হয়। দধিমুখের প্রেতপুরুষও সেইরূপ মনের ভ্রান্তি;—আপনি নাকি সর্ব্বদাই তার বিষয় চিন্তা করে থাকেন, সুতরাং—

ধৃষ্ট। ওহে, তুমি নাকি সে ভয়ানক মূর্ত্তি স্বচক্ষে দেখ নাই, তাই মনের ভ্রান্তি বলে প্রমাণ ক'চ্ছ,—ভাল এইবার যে দিন দেখ্‌তে পাব, সেই দিন তোমাকে ডেকে দেখাব। আমি আ'জ ব'লে নয়, আরও দু' তিন দিন দেখেছিলাম; তখন তোমার মত আমারও মনের ভ্রান্তি ব'লে বোধ হয়েছিল; কিন্তু, আজ আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ আমি প্রত্যক্ষ তাঁ'র মৃত্যুকালীন সেই বিকট মুখভঙ্গি দেখেছি। ঠিক সেইরূপ অস্পষ্ট মৃদুস্বরে আমাকে বল্‌তে লাগ্‌লেন—

"বিশ্বাসঘাতক! এক দিন না এক দিন প্রতিফল পেতেই হবে।"

লুব্ধ। (সহাস্যে) যদি আমাকে দেখাতে পারেন, তবে বিশ্বাস করব; কিন্তু আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, আপনি তা কখনই পার্‌বেন না। আপনি স্বয়ং যদি দধিমুখ সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করেন, তা'হলে আপনি ও আর তাকে দেখ্‌তে পাবেন না। মহারাজ! আপনার মনের এরূপ লঘুতা দেখে, আমার বড় আশঙ্কা হচ্চে, পাছে লোকে কোনরূপ সন্দেহ করে, তাই বলি একটু সাবধান হ'ন। হৃদয়ে বল করুন; এসমস্ত ভ্রান্তি ব'লে উপেক্ষা করুন; আর প্রকৃতই যদি দধিমুখের প্রেতপুরুষ দেখে থাকেন তাহাতেই বা ভয় কি? পৃথিবীতে মনুষ্যের নানা প্রকার বিপদ্ আছে সত্য, তেমনি নানা প্রকার উদ্ধার হবারও উপায় আছে। ছি মহারাজ! একি সামান্য লজ্জার কথা, আপনি কি না আজ একটা অপছায়া দেখে ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌লেন; কিন্তু,ভেবে দেখুন দেখি! এই ক্ষত্রিয় বীর্য্যে জন্ম গ্রহণ ক'রে, অর্জ্জুন দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেও জয় লাভ করেছেন। কত প্রকার বিপদে পড়েছেন; কিন্তু, কখন কিছুতেই বিচলিত হন নাই। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকুন, লুব্ধক জীবিত থাক্‌তে, আপনার কোন বিপদ্ নাই। আসুক্ না দধিমুখের প্রেতপুরুষ, আরও তার মত সহস্র সহস্র প্রেতাত্মা, তার সাহায্যার্থে উপস্থিত হ'ক্, আমি একাই তাদের সকলকে পরাস্ত কর্‌তে পার্‌ব।

গ। লুব্ধক! তুমিই আমার বল বুদ্ধি ভরসা, তোমারই

বাহুবলে, আর সুমন্ত্রণায়, আমার এই সুখ সমৃদ্ধি রাজ্য সমস্তই; তোমার কথাই আমার শিরোধার্য্য। আজ্‌ হ'তে ও সমস্ত ভ্রান্তি বলেই মনে কর্‌ব। এখন বল দেখি, তুমি যে কার্য্যের জন্য গিয়াছিলে, তার কি ক'রে এলে ?

লুব্ধ। নিতান্ত দৈবই আজ্‌ তাকে রক্ষা করেছে।

ধৃষ্ট। (বিষণ্ণ ভাবে) তবে কি তাকে বিনাশ কর্‌তে পার নাই? মহেশ্বরের মন্দিরে কি তাকে দে'খ্‌তে পাও নাই?

লুব্ধ। না, তা নয়, আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে।

ধৃষ্ট। আঁা—সে কি! প্রকাশ হ'ল কেমন করে?

লুব্ধ। যখন আমরা এই নির্জ্জন লতাকুঞ্জে বসে পরামর্শ কর্‌তেছিলাম, সেই সময় রাজমহিষীর পরিচারিকা মমতা অন্তরাল থেকে সমস্ত কথাই শুনেছে।

ধৃষ্ট। আঁা—বল কি! সব শুনেছে? তাইত কি হবে? মমতা শুনেছে, কেমন ক'রে জান্‌লে?

লুব্ধ। সে নিজেই বলেছে; সে আমাদের ঐ পরামর্শ শুনে, তদ্দণ্ডেই মহেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে তাকে সতর্ক ক'রে দেওয়ায়, সে পলায়ন করেছে। আমি গিয়ে তাকে দেখ্‌তে পেলেম না; কেবল দেখি ঐ সর্ব্বনাশী দাঁড়িয়ে আছে। তার পর, নানারূপ ভয় দেখালাম, কিন্তু কিছুতেই প্রকাশ কর্‌লে না; অবশেষে, মিষ্টকথায় কতপ্রকার কৌশল ক'রে, তবে সমস্ত কথা বার ক'রে লই।

ধৃষ্ট। তার প্রাণরক্ষার জন্য, মমতার এত মাথাব্যথা—

কেন? ওদের পরস্পর কি কোন রকম আসক্তি ঘটেছে?

লুব্ধ। আমার মনে ত তাই বিশ্বাস হচ্চে, আপনি ওর উপর একটু দৃষ্টি রাখ্‌বেন, অথবা ওরূপ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোককে অন্তঃপুরে স্থান দেবেন না। এককালীন দূর ক'রে দেওয়াই সৎপরামর্শ।

ধৃষ্ট। তা' যেন দিলাম; কিন্তু, ও যখন আমাদের গুপ্ত-পরামর্শ জান্‌তে পেরেছে, তখন সকলের নিকট প্রকাশ কর্‌তে ত পারে!

লুব্ধ। তা'তে একটু সুবিধা আছে, রাক্ষসী আমাদের দুজনকে চিন্‌তে পারে নাই, সে বলে 'লতাকুঞ্জে বসে দুজন দস্যুতে পরামর্শ কচ্ছিল।'

ধৃষ্ট। আমার অভীষ্টসিদ্ধ হবার একটা মন্ত্রণাত ব্যর্থ হ'ল, পুনরায় আর কোন সদুপায় স্থির কর, ও পাপিষ্ঠ জীবিত থাক্‌তে, আমার মনের উদ্বেগ কিছুতেই দূর হচ্চে না।

লুব্ধ। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না, অচিরেই আমি আপনাকে নিষ্কণ্টক কর্‌ব।

ধৃষ্ট। দেখ, লুব্ধক! মেঘের কোলে বিজলী দেখ্‌লে, যেমন বজ্রপতনের আশঙ্কা হয়, সেইরূপ সভাস্থলে চন্দ্রহংসকে দেখ্‌লে, ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় আমার হৃদয় কম্পিত হ'তে থাকে। সহস্র সহস্র অনুচর ও প্রহরীবর্গে পরিবেষ্টিত থেকেও আমার জ্ঞান হয়, যেন রাজ্যচ্যুত হয়েছি; সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল বদ্ধ হ'য়ে, যেন কারাগারে বন্দী রয়েছি, সহস্র সহস্র আশী-বিষ যেন এককালীন আমার হৃদয়ে দংশন কর্‌তে থাকে।

[illegible]ঋণ, আর শত্রুর শেষ রাখ্‌লে, ছেদিত কুশার

ন্যায়, কালে প্রবল হ'য়ে অনিষ্ট সাধন করে। প্রজাবর্গ ও সৈন্য, সামন্ত এখনও আমার সম্যক্ বশীভূত হয় নাই। তারা যদি ঘুণাক্ষরে ও জান্‌তে পারে যে, চন্দ্রহংস দধিমুখের পুত্র; তা' হ'লে তদ্দণ্ডেই আমাকে রাজ্যচ্যুত কর্‌বে। তাই বলি এ কথা লোকের কর্ণকুহরে প্রবেশ হ'তে না হ'তেই ওকে বিনাশ কর্‌তে হবে। আবার এ দিকে দেখ্‌ছি, দিন্ দিন্ লোকের নিকট ওর যেরূপ প্রতিপত্তি জন্মাচ্চে, তাতে সহজে ওকে বিনাশ করাও ভার; যার তার মুখে ওর্ প্রশংসা শুন্‌তে পাই; আঁর নিজেও লোকটা অতি বিনয়ী, প্রাণ দিয়েও পরের উপকার কর্‌তে পরাঙ্মুখ নয়। এ অবস্থায় ওর প্রাণসংহার করাও কি সহজ কথা? সেদিন আবার সভাস্থলে একজন দৈবজ্ঞ গণনা ক'রে বল্লে যে, ভবিষ্যতে চন্দ্রহংস এই কৌণ্ডিন্য নগরের রাজা হবে। সভাস্থ পণ্ডিতগণও বলেন ওর অঙ্গে নাকি রাজচিহ্ন আছে।

লুব্ধ। (সহাস্যে) হা—হা—হা মহারাজ! ঐ নির্ব্বোধ—পণ্ডিতগণের সহবাসে, দেখ্‌ছি আপনারও বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটেচে; দৈবজ্ঞের গণনা কোন কালে কি সত্য হয়?—নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক ভিন্ন, ওদের কথায়, কোন পুরুষে বিশ্বাস করে না। আর এটা বুঝ্‌ছেন্ না যে, যদি ভবিষ্যৎ সমস্তই ওরা জান্‌বে, তবে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে কেন? এই রত্নপ্রসূবসুন্ধরার, যেখানে যে সমস্ত মহামূল্য রত্ন আছে, তা' ওরা গণনা দ্বারা স্থির ক'রে, আপনারাইত সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌ত, আপনি এমন সুচতুর বুদ্ধিমান্ হয়েও ওদের্ গণনায় বিশ্বাস করেন্, এই আশ্চর্য্য! যাই হো'ক, আপনি অনর্থ ক'বেন—

ত্যাগ করুন, আমি আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, এক-সপ্তাহ মধ্যে আমি আপনার শত্রু নিপাত কর্‌ব। আমি নিজে ত তা'র সন্ধানে আছি। এবং একটা চণ্ডাল্‌কেও অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে, তাকে বিনাশ করবার জন্য নিযুক্ত ক'রেছি। এক্ষণে রাত্রি অধিক হ'য়েছে, আপনি অন্তঃপুরে যান্। আমি আর একবার, সেই দুরাত্মার সন্ধান ক'রে দেখি।

(লুব্ধকের প্রস্থান)

ধৃষ্ট। (স্বগত) লুব্ধক যতক্ষণ নিকটে থাকে, ততক্ষণ আমার মনে কিছুমাত্র আশঙ্কা থাকে না; লুব্ধকের উত্তেজনায়, পৃথিবীর সকল বিপদ্ তুচ্ছ জ্ঞান্ হয়। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) কিন্তু, সে যতই আশ্বাস, যতই প্রবোধ দিক্ না কেন পণ্ডিতগণের ও দৈবজ্ঞের কথা মনে হ'লে, আমি চারিদিক্ শূন্য দেখি, রাজত্ব ও জীবনে এককালীন হতাশ্ হই।

(প্রস্থান)

প্রথমাঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিষয়ার শয়নগৃহ।

বিষয়া আসীনা।

গীত।

ভুলিতে কি পারি তারে মজেছি আঁখি মিলনে।
কি গুণ করেছে আমায়, নয়ন কি গুণ জানে॥
ফিরাই নয়ন, তন্ময় হেরি ভুবন,

সদা মন করে ধ্যান,
কাঁদে প্রাণ সে বিহনে॥
অনুক্ষণ মনে হয়, সে ধন কে হ'রে লয়,
যে যাতনা কব কায়,
যে জ্বলেছে সেই জানে॥

নেপথ্যে

গীত।

বল সখি! কে নিদয় তোমায় কাঁদালে।

(মায়া, আশা, ও রতির প্রবেশ)

বিবেচনা নাহি কিছু তার মনে ;
সরলার সরল প্রাণে যাতনা দিলে!
সোণার কমল ভাসে বিষাদ সলিলে,
ভাসে না কি সে কঠিন নয়ন জলে,
সুখে রহিল কেমনে ফেলে অকুলে,
না জানি হে বিধি তায় কিসে গঠিলে॥

মায়া। প্রিয় সখি! আজ ভাই তোমার মনে এমন কি গোপনীয় নূতন তুঃখ হয়েছে যে, আমাদের কা'রও কাছে প্রকাশ না ক'রে, একা বসে কাঁদ্‌চ?

বিষ। (সহাস্যে) কৈ ভাই! কে বলে আমি কাঁদ্‌চি।

মায়া। কেন, তোমার বিরস মুখখানি বল্‌চে, তোমার ছল ছল চোক্ তুটি বল্‌চে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথাগুলি বল্‌চে, আর, তোমার বিষণ্ণ মনের শুক্‌নো হাসিটুকুও বল্‌চে!

রতি। ওলো ও কান্না নয় লো, কান্না নয়, প্রিয়সখীর চখে উড়োপোকা পড়েছিল, তাই চোক্ দিয়ে জল [বেরূ—

আশা। ছি ভাই! তুমি কি আমাদের পর ভাব, তাই কি গোপন্ কচ্চ?

রতি। ওলো তা নয় লো—তা নয়—

বিরহিণী ধনী যখন বঁধুর পানে চায়।
পাড়াপড়্সীর কথা কি আর কাণে শুন্‌তে পায়॥

কারে তোরা জিজ্ঞাসা কর্‌চিস্? সখীতে কি আর সখী আছেন?

মনচোরা মন হরেছে বল্‌ব কি আর সই।
শূন্য দেহে পড়ে আছি আমায় আমি নই॥

আশা। তুই চুপ কর্, সকল সময় রঙ্গ ভাল লাগে না প্রিয়সখি! বল্‌বে না ভাই? তবে আর আমরা এখানে থেকে কি কর্‌ব! আয়লো আমরা যাই।

রতি। আহা! কে যেন থাক্‌বার জন্যে ওঁকে মাথার দিব্যি দিচ্চে, তুমি থেকেই বা কি কর্‌বে?

যে জ্বেলেছে সে নিবাবে অন্যে কি করিবে।
জ্বলিলে অনলে মন্ জলে কি তা নিবে॥

চল তবে আমরা যাই। (গমনোদ্যত)

বিষ। (হস্ত ধারণ করিয়া) যেওনা ভাই! যেওনা, তোমাদের কাছে মনের কথা বল্‌ব-নাত আর কার কাছে বল্‌ব! শৈশবকালে সহচরী বই, ভালবাসার সামগ্রী, বিশ্বাসের পাত্রী আর কে আছে?

রতি। তা সত্যি! কিন্তু, তোমার এখন ভাই শৈশবকালের বিকাল্ হয়ে, যৌবনের সকাল্ হয়েছে; এখন কি আর সহচরী, ভালবাসার সামগ্রী, বিশ্বাসের পাত্রী হতে পারে?

মায়া। তা সত্যি বটে, এখন ভালবাসার নূতন—সামগ্রী চাই।

রতি। চাই কি লো! তাকি হয় নি ভেবেছিস্ নাকি! বাতাস না হলে কি কখন তুফান হয়।

মায়া। সে যাইহোক, আমাদের কাছে কোন কথা গোপন করোনা ভাই! ইটী নিশ্চয় জেন, আশা, মায়া, আর রতি, তোমারই।

বিষ। মনের কথা প্রকাশ ক'রলে, তোমরা পরিহাস কর্‌বে।

আশা। আমরা তোমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি কচ্চি আমরা কেউ তোমায় কিছু ব'ল্‌ব না। তুমি স্বচ্ছন্দে বল।

বিষ। এক দিন ভাই সভামধ্যে একটী পুরুষ রত্ন দেখে, সহসা আমি উন্মাদিনীর মত হলেম; কে যেন, সেই সময় আমার কাণে কাণে বল্লে, "বিষয়া! এমন রত্ন তুই আর কোথাও পাবি না" আমিও তখন অগ্র—পশ্চাৎ না ভেবে, তাঁর পায়ে মন-প্রাণ অর্পণ ক'রে, মনে মনে পতিত্বে বরণ কর্‌লেম।

রতি। ওলো শুন্‌লি! কবে মর্‌বো, কেবল তাই ব'ল্‌তে পারি না। আমিও ত তাই বলি!—

খাওয়া পরার দুঃখ নাই তবু কাঁদে ঝি।
কহিছেন বেদব্যাস কহ হেতু কি॥

মায়া। আ-মর! পোড়ারমুখি! তোর জন্যেইত উনি কিছু ব'ল্‌তে চা'ন্ না; তোর পায়ে পড়ি—একটু চুপ কর, কথাটা ভাল ক'রে শুনি।

আশা। ওটা পাগল, প্রিয়সখি! তুমি ভাই—বেন—

কাণ দিও না। আচ্ছা, তুমি তাঁকে প্রথম কোথায় দেখে ছিলে ?

বিষ। সেই যে, পিতা মৃগয়ায় গেলে, মা যখন পুরাণ শুন্‌তেন, আমিও মা'র সঙ্গে রাজসভার সম্মুখস্থ প্রাসাদে বসে পুরাণ শুন্‌তাম, সেই সময় তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা।

মায়া। তিনিও কি শুন্‌তে আস্‌তেন নাকি ?

বিষ। প্রায় প্রত্যহই। তোমাদের কাছে বল্‌তে আর, লজ্জা কি ভাই ? যে দিন হ'তে তিনি আমার নয়নপথে পতিত হন, সেই দিন থেকেই আমার পুরাণ শোনা, কেবল তাঁকে দে'খ্‌বার ছল হ'লো,—আমি তাড়াতাড়ি সকলের আগে গিয়ে বসতেম্, আমার নয়ন—আর, অন্য দিকে যেত না, চুম্বক পাথরের মত, তাঁর সেই নিরুপম—মুখখানি, নিয়তই আমার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট ক'র্‌ত।

রতি। আ—দশা! এতদিন আমাকে এ কথা বল্‌তে নেই! তা হলে সেই পাথর্‌খানি এনে, তোমার কণ্ঠহারের ধুক্‌ধুকী ক'রে দিতেম।

বিষ। তুমি পরিহাস ক'চ্চ ভাই! কিন্তু, আমি যে কি সঙ্কটে পড়েছি—

রতি। এ আর সঙ্কট কি ?

জ্বালা হয় হেরে কালায়।

আর যেও না কদম তলায়॥

আশা। আচ্ছা বেহায়া মেয়ে বটে, এত করে বারণ কচ্চি তবু শুন্‌বে না, ওলো! এমন দিন তোরও এক সময় হবে, তখন দে'খ্‌ব।

রতি। দেখিস্, সে সময় তোদের কাছে পরামর্শ জান্‌তে আস্‌ব না।

দিয়ে জলাঞ্জলি লাজে।
ভজিব সেই রসরাজে॥
মন যদি সই টানে।
কা'র বাধা কি সে মানে?

আশা। আচ্ছা লো! আচ্ছা, দেখ্‌বো তখন্।

মায়া। (বিষয়ার প্রতি) হ্যাঁ ভাই! তিনি কে, কোথায় থাকেন্, নাম কি, এ সব্ কিছু জান্‌তে পেরেছ?

বিষ। তাঁর নাম শুনেছি 'চন্দ্রহংস', তাবৈ আর কিছুই জানি না; তবে, এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, তিনি কখনই সামান্য—লোক নন্! পরিচ্ছদ অতি সামান্য, কিন্তু, আকার প্রকার দেখ্‌লে—বোধ হয়, সে তাঁর ছদ্মবেশ।

রতি। তবেই ত! কথাটা শুনে বড় ভয় হয়, আবার কি সীতা—হরণ হবে নাকি? রাবণও যে ছদ্মবেশে এসেছিল।

আশা। তা হলে আগে ত তোর নাক কাণ্ কাটা প'ড়্‌ত?

রতি। আমার নাক কাণ্ কাটা, লক্ষ্মণের কর্ম্ম নয়—

আকাশেতে উড়ে পাখী, গণে আমার্ আঁখি।
আর্, সাত্ সেয়ানের্ কাণ্ কাটি, এম্‌নি অকুব্ রাখি॥

বিষ। ভাই! আমার এ দরিদ্রের আশা, হৃদয়ে উৎপত্তি, হৃদয়েই লয় হবে, কখনও আর পূর্ণ হবে না!

আশা। কেন পূর্ণ হবে না? যাতে তোমার আশা পূর্ণ হয়, আমরা তা কর্‌বই ক'র্‌ব, তাতে যদি প্রাণ দিতে হয়, তাতেও প্রস্তুত আছি; এইবার, তিনি যে দিন আস্‌বেন—

আমাদের ডেকে দেখিও দেখি? তা হলে তাঁর নাম, ধাম পরিচয় জেনে আস্‌ব।

রতি। আর যদি ফিরে না এস?

আশা। আমার উপর প্রিয়সখীর সে অবিশ্বাস নেই।

মায়। ভাল, সখি! তিনি কি তোমায় দেখেছেন?

বিষ। তা কেমন ক'রে জান্‌ব ভাই, বোধ হয় দেখেন্ নি!

মায়া। তবে ত তোমার মনের ভাব তাঁকে জানান উচিত?

রতি। ওলো! পদ্ম বিকশিত হ'লে তার সৌরভে, ভ্রমর আপনিই এসে জোটে, তাকে আর ডেকে আন্‌তে হয় না।

গীত।

সখীর মানস-কলি, উষাগম দেখি।
দুলিল আশা-সমীরে, প্রেম-শিশির মাখি॥
মধুপ, চুম্বন—সুখ, লভিতে বিকাশে মুখ;
ঘুচা বিরহিণীর দুখ, কে আছিস্ রে দুখের্ দুখী॥

দ্বিতীয়াঙ্ক।

....

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুর।

সুমতির গৃহ

সুমতি উপবিষ্টা।

সুম। লোকে রাজরাণী হবে ব'লে, কত কঠোর তপস্যা করে; কিন্তু, রাজত্বে যে কি সুখ, তা একদিনের তরেও জান্‌তে পার্‌লেম না, আমার ত এই রাজসংসার কারাগার তুল্য, আর ধনাগার বিষাধার তুল্য জ্ঞান হয়। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ভগবান্ এ পাপ সংসার হ'তে কবে মুক্ত কর্‌বেন? কবে আমি আমার প্রাণের—শান্তির কাছে গিয়ে, প্রাণ জুড়াব? (সরোদনে) মাগো! তুই মা যথার্থ পুণ্যবতী? তুই চলে গেলি; কিন্তু, এ পাপিনী আজন্ম কেবল দুঃখ ভোগ কর্‌তে বেঁচে রইল। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধের পর) আহা! বাছা! ধর্ম্মরাজ আমার কোথায় যে নিরুদ্দেশ হলেন; জীবিত আছেন কি না, তাও আর জান্‌তে পার্‌লেম না। এজন্মে আর কি, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে? আর কি, তাঁর সেই মধুমাখা ধর্ম্ম-কাহিনী শুন্‌তে পাব? আহা! সতী সাধ্বী শান্তি আমার, সেই পতি-শোকেই জীবন ত্যাগ কর্‌লেন। (অঞ্চলদ্বারা চক্ষের জল মুছিয়া) এই যে, মহারাজ এই দিকেই আস্‌চেন;

আজ, কাল, আবার শুন্‌চি, লুব্ধকের সঙ্গে দিবা—রাত্র পরামর্শ হচ্চে; হয় ত আবার কার কি সর্ব্বনাশ করবার পরামর্শে লুব্ধক ওঁকে ফেলে।

(ধৃষ্ট বুদ্ধির প্রবেশ)

ধৃষ্ট। মহিষি! তুমি দিন রাত যে, কি চিন্তা কর, কিছুই বুঝতে পারি না। যেন সর্ব্বদাই অসুখী—সর্ব্বদাই বিষণ্ণ; কৌণ্ডিন্যের রাজ-রাজেশ্বরী হ'য়ে, তোমার কিসের দুঃখ, কিসের অভাব?

সুম। মহারাজ! আর কিছুই নয়, কেবল এই ঐশ্বর্য্যই আমার যত অসুখের কারণ হ'য়েছে; আজ, আমি রাজরাণী না হয়ে যদি, কাঙ্গালিনী, পথের-ভিখারিণী হতেম, তাহ'লেও বোধ হয়, এ অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী হতে পারতেম। এখন সে কথা যাক্, বলুন দেখি, আপনি কিছুতেই কি লুব্ধকের সঙ্গ পরিত্যাগ করবেন না?

ধৃষ্ট। কেন? লুব্ধক কি অপরাধ করেছে?

সুম। আপনি বুঝ্‌ছেন্ না, লুব্ধক আপনার পরম শত্রু, যত দিন না, আপনি তা'র সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, ততদিন আপনার কিছুতেই মঙ্গল হবে না।

ধৃষ্ট। লুব্ধক আমার পরম বন্ধু, সে উপকার বৈ, এক দিনের জন্যেও আমার অপকার কামনা করে না; তা হ'তেই আমার এই রাজ্য, ঐশ্বর্য্য! তুমি কি না, তার সঙ্গ পরিত্যাগ ক'র্‌তে পরামর্শ দিচ্চ? আমি তোমার মত একজন সামান্য-স্ত্রীলোকের কথায়, আমার সেই প্রাণের সুহৃদ্‌কে কাপুরুষের মত পরিত্যাগ ক'র্‌ব? তুমি নিশ্চয় জেন, বরং

তোমাকে পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারি ; তথাপি লুব্ধককে পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারিনা। ভাল, লুব্ধকের প্রতি তোমার এত বিদ্বেষ ভাব কেন? সে তোমার কি অপকার ক'রেছে?

সুম। সে না ক'রেছে কি? সেই ত দিবা রাত্র আপনাকে কুপ্রবৃত্তি দিয়ে প্রজা—পীড়নে, পরধন—হরণে রত কচ্চে ; আপনি তারই কুমন্ত্রণায় জগতে যা কিছু পাপকার্য্য আছে তাতেই প্রবৃত্ত হচ্চেন। দেখুন শাস্ত্রে বলে, "ধর্ম্মই পৃথিবীর একমাত্র সুহৃদ্, ধর্ম্ম বৈ আর কেহই পরলোকে সঙ্গে গমন ক'র্‌বেনা" আপনি সামান্য ঐশ্বর্য্য—লোভে যদি, সেই ধর্ম্মকেই পরিত্যাগ ক'র্‌লেন, তবে পরলোকে আপনার কি গতি হবে, একবার স্থিরচিত্তে ভেবে দেখুন দেখি?

ধৃষ্ট। আমি নিজেইত ধর্ম্মাবতার, আমি যা করি, তাই ধর্ম্ম, যা না করি, তাই অধর্ম্ম।

সুম। না, মহারাজ! আপনি তা ভাব্‌বেন না, ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য সকলেরই আছে, আপনি ত একটী সামান্য দেশের রাজা, আপনার অপেক্ষা শতগুণে বৃহৎ-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরেরাও একজন দীন-দরিদ্র পথের কাঙ্গালের মত পাপ পুণ্যের অধীন। কেবল যিনি, এই ত্রিজগতের অধীশ্বর, তিনিই এক মাত্র পুণ্যময়, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, তিনি রাজা, প্রজা সকলেরই সমভাবে পাপ—পুণ্যের বিচার করেন। তাই বলি এখনও সতর্ক হন, এখনও পাপপথ পরিত্যাগ করে ধর্ম্মপথ আশ্রয় করুন।

ধৃষ্ট। মহিষি! আচার্য্যপত্নী ঋষিপত্নীর মত, তোমার এই উপদেশগুলি কি সুমধুর! তুমি, অন্তঃপুরে রুদ্ধ না

থেকে যদি, দেশে বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার ক'রে বেড়াও তাহ'লে, তোমার অনেক শিষ্য যোটে; অনেক পাতকীকে উদ্ধার ক'র্‌তে পার!

সুম! আমি, সামান্য—স্ত্রীলোক হয়ে, আপনাকে উপদেশ দিলে শুন্‌তে মন্দ হয় বটে; কিন্তু, না দিয়েও যে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারিনা। আমি যে আপনার ধর্ম্মপত্নী, পাপ—পুণ্যের সমানাংশভাগিনী, ধর্ম্মপথে থেকে আপনার সঙ্গে, দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা ক'রে পরম সুখে দিন পাত ক'র্‌তে পারি; অনাহারে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কর্‌তেও পারি; কেবল, আপনার অধর্ম্মপথের সঙ্গিনী হ'তে আমার—প্রাণ বড় কাতর হয়।

ধৃষ্ট। যদি এতই কাতর, তবে আমার অধর্ম্মপথের সঙ্গে, আমাকেও পরিত্যাগ কর্‌তে পার।

সুম। না, মহারাজ! তা হবার উপায় নাই। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের গতি নাই, স্বামী সুরূপ হ'ন, কুরূপ হ'ন, সুমতি হ'ন, কুমতি হ'ন, একান্ত মনে তাঁর সেবা ও অনুসরণ করাই সাধ্বীস্ত্রীর একমাত্র কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। তাই বলি, দাসীর কথা রাখুন, অধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে ধর্ম্মপথ অনুসরণ করুন। জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি করুণার সাগর, পতিত জনকে পরিত্রাণ ক'রে, পতিতপাবন নাম ধরেছেন, পাপীর রোদনে অবশ্যই তাঁর মনে করুণার সঞ্চার হবে, অবশ্যই আপনাকে ক্ষমা কর্‌বেন।

ধৃষ্ট। তুমি পুনঃপুনঃ আমাকে পাপী ব'ল্‌চ কেন? আমি পাপী কিসে?

সুম। আপনার পাপের বাকি কি আছে, মহারাজ!

আপনি কি মনে করেছেন, আপনার গুপ্ত পাপকার্য্য কিছুই প্রকাশ হয়নি? সুমতি তার কিছুই জানেনা? তা নয়, মহারাজ! তা নয়, পাপকার্য্য লুকোবার নয়। ধর্ম্ম নিজেই সমুদয় প্রকাশ ক'রে দেন। আপনি সামান্য রাজ্যলোভে, কাল বিষয়বাসনার বশীভূত হয়ে বিষপ্রয়োগে, প্রভুহনন করেছেন; তাকি সুমতির কাছে অপ্রকাশ আছে? কেবল প্রভুহনন নয়, মহারাজ! দধিমুখের অপঘাত মৃত্যুর শোকে রাজমহিষী আত্মঘাতিনী হয়েছেন, সুতরাং আপনা হ'তে স্ত্রীহত্যাও হয়েছে; এর চেয়ে আর গুরুতর পাপ কি আছে মহারাজ?

ধৃষ্ট। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! দধিমুখের মৃত্যুবৃত্তান্ত আমি আর লুব্ধক বৈ, কেউ জানেনা; তবে এ তার সন্ধান পেলে কোথায়। (প্রকাশ্যে) যদি তাই করেই থাকি, তাতে আবার পাপ কি? শত্রু বিনাশ ত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; ক্ষত্রিয়গণ, এরূপ সহস্র সহস্র প্রাণী হত্যা করে থাকে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কি করেছেন, সত্যপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম কি করেছেন?

সুম। মহারাজ! তাঁদের কার্য্য আর আপনার কার্য্য অনেক প্রভেদ, তাঁরা সম্মুখ সমরে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন করেছেন; কিন্তু, বলুন দেখি, মানব দেহ ধারণ ক'রে আপনার মত পৈশাচ প্রবৃত্তি কার হয়েছে? আমি আপনার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে চাই না; তর্কে আপনাকে নিরস্ত করি, সে ক্ষমতাই বা আমার কোথায়! তবে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যেরূপ স্নেহ থাকা উচিত, যদি আমার প্রতি আপনার সেইরূপ স্নেহ থাকে, তবে দাসীর এই অনুরোধটী রক্ষা করুন্। অনর্থকারী

অর্থলালসা পরিত্যাগ ক'রে, পরমেশ্বরের আরাধনায় নিজের পরলোকগমনের পথ পরিষ্কার করুন্।

একবার ভেবে দেখুন দেখি, আপনি যে অর্থের জন্য প্রভু-হনন্ পর্য্যন্ত করেছেন,চরমকালে যখন আপনার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হয়ে পড়্বে,যখন আশা ও লোভের মনোহরমূর্ত্তি আর চিত্তরঞ্জন কর্‌তে সক্ষম হবে না, যখন দণ্ডধরের ভীষণ দণ্ডের ভয়ে,আপনার পাপহৃদয় কম্পিত হ'তে থাক্‌বে,তখনএই পাপ লব্ধ—অর্থ, কি আপনার সেই উৎকণ্ঠা দূরকর্‌তে পার্‌বে?

ধৃষ্ট। দেখ সুমতি! অগ্রে তুমি অত্যন্ত প্রিয়বাদিনী ছিলে, তোমার কথা কর্ণে সুধাবর্ষণ কর্‌ত, কিন্তু এখন যেন বিষ বর্ষণ কর্‌চে।

সুম। আপনি পূর্ব্বের মত স্নেহদৃষ্টিতে আমার মুখ-পানে চেয়ে দেখুন্,মন দিয়ে দাসীর কথাগুলি শুনুন্, তাহ'লে পূর্ব্বের মত সুমতির কথা, আপনার কর্ণে অমৃত বর্ষণ কর্‌বে।

ধৃষ্ট। ভাল, এখন থেকে তাই করা যাবে।

সুম। তারপর আপনার শ্রীচরণে দাসীর আর একটী নিবেদন আছে।

ধৃষ্ট। বলে যাও, সেটা আর বাকী থাকে কেন।

সুম। শুনলেম্ রাজসভায় পণ্ডিতগণ নাকি গণনা ক'রে বলেছেন্ যে, মহারাজ-দধিমুখের পুত্র আজও জীবিত আছেন, তা যদি সত্য হয়——

ধৃষ্ট। দধিমুখের পুত্র, জীবিত আছে কে বল্‌লে? আমার 'একজন শত্রু আছে' বলেছেন। ভাল, দধিমুখের পুত্র জীবিত আছে, তা কি হবে?

সুম। যদি জীবিত থাকেন, তাহ'লে, তাঁর পৈতৃকরাজ্য তাঁকে দিয়ে, আপনি যেমন মন্ত্রী ছিলেন, তেমনি মন্ত্রী হয়ে থাকুন।

ধৃষ্ট। হ্যাঁ, এতক্ষণের পর তোমার বিষাদ ও চিন্তার কারণ বুঝ্‌তে পার্‌লেম; চৈতন্য তোমার সপত্নীপুত্র, সে যে ভবিষ্যতে রাজা হবে এ তোমার প্রাণে সহ্য হবে কেন?

সুম। আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর্‌চি, চৈতন্য আমার দীর্ঘজীবী হ'য়ে সসাগরা-বসুন্ধরার একছত্রী-সম্রাট্ হ'ক; কিন্তু, এও বলি, যদি তার মুষ্টিভিক্ষা ক'রে দিনপাত কর্‌তে হয়, সেও ভাল তবু যেন, এই পাপলব্ধ রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী না হয়।

ধৃষ্ট। কি, রাক্ষসি? চৈতন্য আমার ভিক্ষা ক'রে দিনপাত করবে, মনে মনে তুই এই কামনা ক'রে থাকিস্? সপত্নী-পুত্রের প্রতি স্ত্রীলোকের এইরূপ বিষদৃষ্টি হয় বটে।

সুম। দেখ্‌ছি নিতান্তই আপনার বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটেছে। যখন লোকের দুর্ম্মতি হয়, তখন এইরূপে হিতে বিপরীত ঘটায়, চৈতন্য ভিক্ষা ক'রে খা'ক্, আমি কি এই কথা বল্‌লেম?

ধৃষ্ট। হ্যাঁ, তা' বুঝ্‌তে পেরেছি, যদি তোর নিজের গর্ভ-জাত একটী পুত্র থাকৃত, কি তোর নিজকন্যা-শান্তি বেঁচে থেকে, এই সিংহাসনে বস্‌তে পেতো; তাহ'লে দধিমুখ কি তার পুত্রের জন্য, তোর এরূপ শোক তাপ হ'ত না।

সুম। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) মহারাজ? আর কেন সে প্রজ্বলিত হুতাসনে ঘৃতাহুতি দেন! আমার শান্তির মৃত্যুর কারণও ত আপনি।—

ধৃষ্ট। আমি? তোর শান্তিকে আমি মেরে ফেলেছি?

সুম। তা' কি নয়, মহারাজ! কাল লুব্ধকের পরামর্শে বিনাপরাধে আপনি ধর্ম্মরাজকে নির্ব্বাসিত কর্‌লেন, আপনার হৃদয় কি কঠিন! জামায়ের প্রতিও একটু স্নেহ হ'ল না। আহা! মা আমার পতিব্রতা সাধ্বী, পতিবিচ্ছেদ-শোকে দেহ ত্যাগ কর্‌লেন।

ধৃষ্ট। জামাতাই হ'ক্, আর পুত্রই হ'ক; যে বিদ্রোহী হ'বে তাকেই উপযুক্ত শাস্তি প্রদান কর্‌ব। আজ চৈতন্য যদি বিদ্রোহী হয়, স্বহস্তে তারও মস্তক ছেদন করিতে কুণ্ঠিত হ'ব না।

সুম। (গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া) হে মা ভগবতি! আমার পতির মতি গতি ভাল ক'রে দে মা, এখনও এঁকে জ্ঞানচক্ষুপ্রদান কর। আর যেন ইনি মোহে অভিভূত হ'য়ে, ভ্রমান্ধকারে পড়ে না থাকেন।

ধৃষ্ট। সাক্ষাৎ সুধামাখা বিষলতা! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি তোর হতেই যত গুপ্ত কথা প্রকাশ হ'য়েছে; তুই ই যত অনর্থের মূল! আমি তোর মুখ দেখ্‌তে চাই না; তুই এখনি আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ!

সুম। মা বসুমতি! তুমি দ্বিধা হও,আর এ কষ্ট সয় না মা! (সরোদনে)—মহারাজ! আমি আপনার সম্মুখে থাক্‌লে যদি এতই বিরক্ত হন, তবে আমি এখান হ'তে যাই; এই জ্বালা সহ্য কর্‌তে না পেরে, বোধ হয় আমার সপত্নী দেহত্যাগ করেছেন, আমাকে যে কত কাল সহ্য কর্‌তে হ'বে বল্‌তে পারি না। [প্রস্থান]

ধৃষ্ট। আর অধিক দিন সহ্য কর্‌তে হ'বে না ; আমিও যাই, দেখি লুব্ধক এলো কি' না।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুরস্থ প্রাসাদ।

(মায়া, আশা, রতি, ও বিষয়া দণ্ডায়মানা।)

গীত।

মায়া। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) কি মোহনরূপ অই। (সখিরে)

রতি। কিবা চন্দ্রমা জিনি চারু বদন ;
রমণী-রঞ্জন, হেরে এ রতন,
নয়ন ফেরেনা সই ॥

আশা। পবিত্র প্রেমে, বাঁধি এধনে ; সাধ,
চোকে চোকে রাখি,
হয়ে দাসী চরণে রই ॥

বিষ। প্রাণেশ মম, কাঁদি যাঁহার লাগি,
দেলো দেলো আনি,
সুখে দুখে সঙ্গিনী হই ॥

মায়া। দেখ ভাই! আমাদের প্রিয়সখীর অনুরাগ অপাত্রে পড়েনি; নদী মহাসমুদ্রের দিকেই মুখ বাড়িয়েছে। আহা! কি স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল লাবণ্য, কি টানা টানা চোখ দুটী, কি হাসি মাখা ঠোঁট দু'খানি! আহা! ইচ্ছা হয়—

রতি। একজনের ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্চেনা, তার উপর আবার তোমার ইচ্ছা! তুমি কি প্রিয়সখীর সতীন হ'তে চাও নাকি?

মায়া। মেয়ের রকম দেখেছ? কি কথায় কি কথা আনে।

বিষ। যদি কথা তুল্লে ভাই, তবে যা ব'ল্লে তা বড় মিছে নয়, মায়া হ'ক না হ'ক আর একজন যথার্থই আমার সতীন হয়েছে।

আশা। আবার কে?

রতি। যে বলে সে। এই জন্যে কাল সন্ধ্যাকালে, তুই একরাশ ফুল তুলে নিয়ে, একাটী কোথায় গিয়েছিলি? তার পর সমস্তরাত্রি কাটিয়ে, আজ সকালবেলা এসে উপস্থিত হয়েছিস্। সর্ব্বনাশ! ভিতর ভিতর তোমার এই কার্-খানা?

আশা। (সবিস্ময়ে) বা লো! বা, তুইত আচ্ছা মেয়ে! অঘটন ঘটাতে পারিস্! কা'ল্ রাত্রে আমি মাসীদের বাড়ী শুতে গিয়েছিলাম যে!

রতি। তাহ'লে অত ফুল নিয়ে কেন?

আশা। মাসীদের বউ চেয়েছিল, তাই; তুই বরং মাসীকে জিজ্ঞাসা করিস্।

মায়া। ওলো! তুই যেমন হাবা, তোকে ক্ষেপাচ্চে, বুঝ্‌তে পাচ্চিস্ লো।

নষ্টমেয়ে মিষ্ট কথা কয় গিয়ে গা ঘেঁসে।
কথা দিয়ে কথা লয় প্রাণে মারে শেষে ॥

ও একটী কম্ মেয়ে নয়। দূর হ'ক, মিছে মিছে ঝগড়া ক'রে, আসল কথাটা শুন্‌তে দিলেনা (বিষয়ার প্রতি) হ্যাঁ সখি! কে তোমার সতীন্ হ'য়েছে?

বিষ। আর ব'ল্‌তে হবেনা, হয়ত এখনি তাকে দেখ্‌তে পাবে, বোধ হয়, উনিও তারি জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, ঐ দেখ নাম কর্‌তে কর্‌তে এসে উপস্থিত্।

মায়া। কে, মমতা! ওমা! ওরই এই কায! বল কি ভাই? আর এদিকে যে সকলের কাছে সতীত্ব ফলিয়ে বেড়ায়!

বিষ। আজ্ কদিন ওর হাব্ ভাব্ দেখে আমার ভারি সন্দেহ হয়েছে; ঐ দেখ না! হাত মুখ নেড়ে কত কি বল্‌চে।

আশা। তাত দেখ্‌তে পাচ্চি।

রতি। দাঁড়াও আমি চুপে চুপে গিয়ে ওদের কি কথা হচ্চে, শুনে আসি।

(প্রস্থান)

বিষ। দেখ ভাই! মমতার কি আচরণ! আমার অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে আমারি অনিষ্ট চেষ্টা! আমার গৃহে বাস ক'রে আমারই হৃদয়চোরকে চুরি ক'র্‌তে চায়। ব্যভিচারিণীর সকলের সঙ্গেই ভাল বাসা, মায়াবিনী ডাকিনী কি অদ্ভুত মায়ামন্ত্র জানে; মায়াজাল বিস্তার ক'রে সকলের মন

ভুলায়। মা যে ওকে কি সোণার চক্ষে দেখেছেন্ তা ব'ল্‌তে পারিনা; বলেন্ "মমতার মত নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র প্রায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।" ওর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র আমি বেশ্ জান্‌তে পেরিছি; সর্ব্বনাশী আমার আশার ধনে বঞ্চিত ক'র্‌তে চায়।

(রতির পুনঃ প্রবেশ।)

রতি। ওভাই! প্রিয়সখীর অনুমান মিছে নয়, আমি আড়াল্ থেকে ওদের এই কথাটা শুন্‌তে পেলাম, মমতা ব'ল্লে "আমি বার্ বার্ তোমাকে নিষেধ্ কচ্চি তুমি এখানে আর এসনা, কিন্তু তুমিত আমার কথা শুন্‌বে না।" তাতে তিনি উত্তর কল্লেন "আমি আমার উপকারিণী জীবনদায়িনীকে ভালবাসি ব'লে দেখ্‌তে আসি।" তাই শুনে মমতা বল্‌লে, "ভালবাসা মনে মনে রাখাই ভাল, আর আমিত তোমায় ভালবাসি না, তবে তুমি কি জন্য ভালবাসা জানাতে এস।" মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে।

মায়া। তবে আর সন্দেহ নাই। তার পর কি বল্‌লে?

রতি। তারপর রাক্ষসী, বোধ করি আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে থাক্‌বে, অম্‌নি বল্‌তে লাগ্‌ল, "এখানে কেন! এখানে কেন!" শীঘ্র এখান্ থেকে চলে যাও, তিনি অম্‌নি চলে গেলেন, আমি দেখে শুনে অবাক্।

মায়া। হক্ কথা ব'ল্‌তে কি! তোমরা ভাই কেবল মমতারই দোষ দেখেছ, কিন্তু তোমার নটবর্'ও'তো নটের গুরু মন্দ নয়। প্রিয়সখি! তুমি তাঁর স্বভাব চরিত্র ভালক'রে জেনে শুনে তবে তাঁর প্রতি অনুরাগিণী হ'ও! এখনও সময় আছে,

এখনও তাঁর উপর তোমার প্রণয় বদ্ধমূল হয় নি। চাই কি এখন অনায়াসে তাঁকে ভুলে যেতে পার, সুধু রূপ দেখে কি হবে! এদিকে গুণ'ত এই, তায় আবার দরিদ্রের বেশ।

রতি। তা বল্‌লে কি হয়, মন ত কারও হাত ধরা নয়।

মনে করি কালায় যাইব ভুলে।
যাব না কখন যমুনা কূলে॥
শুনিলে শ্যামের মুরলীধ্বনি।
পাগলিনী সই হই অমনি॥

আশা। আয় ভাই! আমরা সকলে মমতার কাছে গিয়ে ছুত নতা ক'রে তাঁর পরিচয় জেনে আসি। বোধ হয়, সে সর্ব্বনাশী সব জান্‌তে পারে।

বিষ। তোমাদের ইচ্ছা হয় যাও, আমি তার সঙ্গে কথা ক'ব না, তার মুখও দেখ্‌ব না।

রতি। তবে তুমি ততক্ষণ এইখানে থাক, আমরাই যাই; আয়লো আয়—!

(বিষয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

বিষ। (স্বগত) মায়া, বলে "তাঁকে ভুলে যাও" আমি সময় সময় আপনাকে ভুলে যাই, জগৎসংসার ভুলে যাই, কিন্তু দর্শনাবধি মুহূর্ত্তের জন্য তাঁর সেই মনোহর মূর্ত্তিখানি আমার হৃদয় থেকে অন্তর হয় না। এ জন্মে আর কি আমি তাঁকে ভুল্‌তে পার্‌ব! যদি আমার অদৃষ্টে তাঁর সঙ্গে মিলন নাই ঘটে, যদি তিনি আমার প্রণয়ে উপেক্ষা ক'রে মমতার কি অন্য কোন রমণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন; তথাপিও আমি

তাঁকে ভুল্‌তে পার্‌ব না, না হয় চিরকাল কুমারী অবস্থায় থেকে হৃদয় মন্দিরে, তাঁরই রূপ ধ্যান কর্‌ব।

(মমতার প্রবেশ।)

মম। কেন গা দিদি! একাটী এখানে দাঁড়িয়ে? তোমার সখীরা সব কোথায়?

বিষ। (স্বগত) যার নামে উপবাস, তার সঙ্গে সহবাস।

মম। হ্যাঁগা দিদি! আজ ক'দিন দেখ্‌ছি, আমি তোমার কাছে এলেই, তুমি যেন অসন্তুষ্ট হও, মুখখানি অমনি ভার্‌ হয়, কেন ভাই! আমি কি তোমার কাছে কোন অপরাধ ক'রেছি?

বিষ। ভাল জ্বালা বটে, কোথাও গিয়ে দু দণ্ড যে সুস্থ হ'ব তা'র যো নেই।

মম। ছি ভাই! আমি হ'লেম্‌ তোমার দাসী, আমার উপর কি তোমার রাগ করা উচিত?

বিষ। রাগ আবার কি? আর আমার রাগেই বা তোমার ক্ষতি কি?

মম। ক্ষতি আবার নেই ভাই! যাকে 'থাক' বল্লে থাক্‌বে; 'দূরহ' বল্লে দূর্‌ হবে; তার উপর আবার রাগ অভিমান কি ভাই? তুমি আমায় কত ভাল বাস্‌তে, কাছে এলে ছাড়তে চাইতে না; কিন্তু, হঠাৎ কেন যে সে ভাবের পরিবর্ত্তন হ'ল বুঝ্‌তে পাচ্চি না। আমি ত তোমার কাছে কোন অপরাধ করিনে, তবে সকল সময় লোকে নাকি আপনার দোষ আপনি দেখ্‌তে পায় না, তাতেই যদি তোমার কোন অসন্তোষের কায হয়ে থাকে, তা সেটী আমায় না বল্‌লে

আমি কেমন ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌ব! তা ভাই! আমার মাথা খাও যদি তুমি না বল; কেন তুমি আমার উপর রাগ করেছ?

বিষ। (স্বগত) "যার খাই যার পরি
তারই দিই গলায় ছুরী"।

আবার মৌখিক ভালবাসা জানাতে এসেছেন্। (প্রকাশ্যে) আমার অত্যন্ত মাথাব্যথা কর্‌ছে, আমি অত বক্‌তে পারি না।

মম। আচ্ছা ভাল হ'লে বল্‌বে?

বিষ। তামা, তুলসী, গঙ্গাজল নিয়ে সত্যি কর্ত্তে হবে নাকি?

মম। আচ্ছা মাথধ'রে থাকে, এই পড়ন্তরৌদ্রে কেন? ঘরে গিয়ে শোবে চল, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই গে!

বিষ। হঁ্যা, তা বুঝেছি; আমি এখানে থাকায়্ তোমার অনিষ্ট হচ্চে, তাই বল্‌লেই হয়, আমি এখান থেকে চ'লে যাই?

মম। (স্বগত) এর্ ভাব্‌ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না? না ভাই তোমার গিঁয়ে কায নাই, আমি এখানে থাক্‌লে যদি অসুখী হও, আমিই চলে যাচ্চি।

(প্রস্থান)

বিষ। ডাকিনী আবার মায়া জানাতে এসেছেন, ভেবেছেন্ এরা কিছুই জান্‌তে পারেনি। সত্যই কি, তিনি ওরই হবেন? (ক্ষণকাল এক দৃষ্টে চাহিয়া) বোধ হয়, তিনি আজ আর এদিকে আস্‌চেন না, তবে আর বৃথা দাঁড়িয়ে—কি হবে? যাই। (প্রস্থান)

দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুরনিকটস্থ পথ।

(সশস্ত্র লুব্ধকের প্রবেশ।)

লুব্ধ। (ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে) কি আশ্চর্য্য! এরই মধ্যে কোথায় পলায়ন করলে! দেখ্‌চি দৈব নিতান্তই তার প্রতি অনুকূল; তা না হ'লে আমাদের এত চেষ্টা, এমন গূঢ় ষড়যন্ত্র সমুদয় বিফল ক'রে অনায়াসে সে আসন্ন মৃত্যু-কবল হ'তে পুনঃপুন উদ্ধার হচ্চে! প্রহরী বল্‌লে, "একজন লোক আমার গৃহে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা স্ত্রীলোক এসে তাকে কি ব'ল্‌লে; সে তাই শুনে আর প্রবেশ না ক'রে, সেই স্ত্রীলোকটার সঙ্গে ফিরে চ'লে এলো।" সে স্ত্রীলোক আর কেউ নয়, সেই সর্ব্বনাশী মমতা; রাক্ষসী বারবার আমাকে বাধা দিচ্চে। আচ্ছা, সে তার প্রাণেশ্বর চন্দ্রহংসের প্রাণ বারবার রক্ষা ক'চ্চে, আজ তার নিজের প্রাণ কিরূপে রক্ষা করে দেখ্‌ব। একবার মহেশ্বরের মন্দিরে দেখে আসি, যদি সেই স্থানে গিয়ে থাকে!

[প্রস্থান]

(অন্যদিক্ দিয়া মমতা ও চন্দ্রহংসের প্রবেশ।)

মম। ছি ছি ছি! এমন কাযও করে! আমি তোমাকে

বারবার নিষেধ কচ্চি, তবুও তুমি আমার কথা শুন্‌বে না, দেখ্‌চি নিতান্তই তোমার প্রাণ হারাণ সঙ্কল্প।

চন্দ্র। দেখ মমতা! আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হচ্চে, কিছু বুঝ্‌তেও পাচ্চি না। আমার জীবনের প্রতি তাঁর এরূপ হিংসা হ'বার কারণ কি? আমার প্রাণ নষ্ট ক'রে তাঁর কি লাভ হ'বে?

মম। তা কেমন ক'রে জান্‌ব! অবশ্যই কোন রকম্‌ ইষ্ট আছে।

চন্দ্র। তুমি যে বল্‌লে লতাকুঞ্জে দু'জনে পরামর্শ কচ্ছিল। আর একজন কে?

মম। আর একজনকে চিন্‌তে পারিনেই, গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। যাই হো'ক নিমন্ত্রণ স্বীকার করাই তোমার উচিত হয়নি।

চন্দ্র। অগ্রে তাঁর অভিপ্রায় কিরূপে বুঝ্‌ব!

মম। এইটী ভাব না, সুধু সুধু সে কি জন্য তোমায় নিমন্ত্রণ করে!

চন্দ্র। আচ্ছা, আমার আহারীয় দ্রব্যে বিষ মিশ্রিত ক'রে রেখেছিল; তুমি, সন্ধান পেলে কিরূপে?

মম। আমি শুনলেম্‌ ঐ দুরাত্মার ভৃত্য রামদাসের মুখে, সে লোকটী বড় ধার্ম্মিক। কেবল পেটের দায়ে অমন পাপ-সংসারে কর্ম্ম কচ্চে, ভাগ্যে সে জান্‌তে পেরেছিল, তাইতে রক্ষে, তা না হ'লে এতক্ষণ কি সর্ব্বনাশ হ'ত বল দেখি?

চন্দ্র। আমি ত মনে জ্ঞানে কারও কখন অনিষ্ট কামনা

করি নাই, তথাপি যদি আমার প্রাণ বিনাশ ক'র্‌তে কেউ চেষ্টা করে, ধর্ম্ম তার বিচার কর্‌বেন।

মম। কেবল একমাত্র সেই ধর্ম্মের বলেইত, ক'বার আসন্ন বিপদ্ হতে উদ্ধার হচ্চ। সে দিন রাত্রে মহেশ্বরের মন্দিরে—সেও'ত ঐ রাক্ষস! ভাগ্যে আমি—ওদের গুপ্ত মন্ত্রণা শুন্‌তে পেয়েছিলাম, তাইতে রক্ষা। তাই বলি—বারবার যখন ওরা তোমার প্রাণ বিনাশের চেষ্টায় রইল, দৈবের কথা কে বল্‌তে পারে, শেষে কি প্রাণ হারাবে? যদি বাঁচ্‌বার আশা থাকে, তবে আমার পরামর্শ শোন; আর তিলমাত্র এখানে থেকো না, এই রাত্রেই এ পাপ রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে, অন্য দেশে পলায়ন কর?

চন্দ্র। তা হলে'ত আমার উপকারিণী জীবনদায়িনীকে, আর দেখ্‌তে পাব না!

মম। তা বলে কি প্রাণ হারাবে? যদি বিধাতার মনে থাকে, দেখা হবারই বা আশ্চর্য্য কি! জীবিত থাক্‌লে, কোন না কোন সময়ে পুনর্ব্বার দেখা হ'তে পার্‌বে।

চন্দ্র। দেখ মমতা! তোমার ঋণ জন্মজন্মান্তরেও পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব না, সামান্য যে একটু কৃতজ্ঞতা জানাব তারও পথ বন্ধ হ'ল।

মম। মমতা মানবীয় কর্ত্তব্য কায করেছে, তারজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আবশ্যক নাই। তোমায় না দেখে, আমিও কি সুখে থাক্‌ব! তা ব'লে কি কর্‌ব! যাইহো'ক সে কথায় এখন আর প্রয়োজন নেই, তুমি আর বিলম্ব কর না, কে বুঝি আস্‌ছে—পালাও পালাও শীঘ্র পালাও।

(চন্দ্রহংসের প্রস্থান।)

মম। জগদীশ্বরের কৃপায় উনি এখন নির্ব্বিঘ্নে এই পাপরাজ্য ছাড়িয়ে যেতে পারেন, তবেই মঙ্গল। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ওকে? চন্দ্রহংস কি আবার ফিরে আস্‌চেন? যে অন্ধকার মানুষ চেনা যায় না। (কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে) চন্দ্রহংস! কে গা চন্দ্র?—

(দ্রুতপদে লুব্ধকের প্রবেশ।)

লুব্ধ। হাঁ, এই যে তোমার চন্দ্র—তোমার হৃদয়গগণের পূর্ণচন্দ্র-এসে উপস্থিত হয়েছে। (মমতার কেশাকর্ষণ করিয়া) ব্যভিচারিণি! তবে যেন সে তোর্ কেউ নয়?

মম। (সরোদনে) উহু-হু—গেলাম গেলাম—উহু-হু যাই যাই-প্রাণ যায়! ছেড়ে দাও—ওগো তোমার পায় পড়ি ছেড়ে দাও।

লুব্ধ। তোরে ছেড়ে দেব? তুই আজ যমের হাতে পড়েছিস্! আজ তোর কিছুতেই নিস্তার নেই! বারবার আমার চক্ষে ধুলো দিবি মনে করেছিস্?

মম। ওগো আমার ঘা'ট্ হয়েছে, আমায় ছেড়ে দাও!

লুব্ধ। আচ্ছা তোকে ছেড়ে দিচ্ছি, তুই সত্যি কথা বল্‌বি?

মম। ওগো বল্‌ব গো বল্‌ব, আমার প্রাণ যায়, চুল ছেড়ে দাও!

লুব্ধ। তুই আগে বল্, সে লোক্‌টা কোথায় গেল?

মম। কোন্ লোক্‌টা?

লুব্ধ। আবার ন্যাকাম! বুঝতে পাচ্চনা? ভেঙ্গে বল্‌তে-হবে? যার সঙ্গে অভিসারে বেরিয়েছ।

মম। সে আবার কি কথা, ওসব্ আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

লুব্ধ। তা বুঝবে কেন! ভাল তোমার হৃদয়-গগণের সেই পূর্ণ শশধর, কোন্ মেঘের অন্তরালে লুকিয়েছে?

মম। আমি অত বাঁকা চোরা কথা বুঝিনে।

লুব্ধ। তুই যার্ সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিস্, তোর সেই উপপতি কোথা?

মম। ছিঃ! অমন্ কথা আমায় বল্‌বেন না।

লুব্ধ। আমার স্বচক্ষে দেখা, তথাপি সতীত্ব প্রকাশ, আচ্ছা চল্, মহারাজের কাছে গিয়ে তোর সতীত্বের গুণ প্রকাশ করিগে।

মম। দোহাই আপনার, মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে আমাকে মিছে লজ্জা দেবেন্ না; যদি বিনাপরাধে শাস্তি দিয়ে আপনি সুখী হ'ন্, তবে নিজেই, যে সাজা ইচ্ছা, সেই সাজা দিন! আমি আপনাকেই রাজা বলে মান্য কচ্ছি।

লুব্ধ। দেখ্ পাপীয়সি! লুব্ধক কুলটাকামিনীর কটাক্ষে মোহিত হয় না; মধুমাখা কথায় ভোলে না। চল্ মহারাজের কাছে চল্—

মম। (চীৎকার করিয়া) ওগো! গেলাম গো—মেরে ফেল্লে গো—

(শশব্যস্তে ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ)

ধৃষ্ট। কিহে লুব্ধক! কি হ'য়েছে?

লুব্ধ। মহারাজ! আপনাকে পুনঃপুনঃ বলে আস্‌চি, মমতার চরিত্র বড় ভাল নয়; আপনি ওর উপর একটু দৃষ্টি

রাখবেন, আপনি তাশুনেও শুনেননি। আজ এই দেখুন, এই ঘোর নিশাকালে স্বৈরিণী অন্তঃপুর হ'তে নির্গত হয়ে একটা পুরুষের সঙ্গে অভিসারে গমন কচ্ছিল।

ধৃষ্ট। কি এতদূর স্পর্দ্ধা! তুমি এখনও ওর শিরশ্ছেদন কর নাই, অগ্রে এর পাপের প্রতিফল প্রদান ক'রে, সংবাদ দিলেই হ'ত। তোমার হস্তে'ত তরবার রয়েছে, এই দণ্ডেই ওর দেহ খণ্ড খণ্ড কর।

মম। দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমি এর কিছুই জানিনা।

ধৃষ্ট। কথা কইতে তোর লজ্জা হ'চ্ছে না! তুই যদি কিছুই জানিস্ না, তবে অন্ধকার রাত্রে, অন্তঃপুর হ'তে একাকিনী বাহির হয়েছিলি কেন?

মম। মহারাজ! আমি আপনার সাক্ষাতে কখনই মিথ্যা বল্‌বনা; আপনি বিচার ক'রে,আমায় যে সাজা দিতে হয়,দিন। ইনি বিনাপরাধে একজনকে বিষ খাইয়ে মার্‌তে যাচ্ছিলেন।

লুব্ধ। চুপ্, চুপ্-উঃ মহারাজ! দেখুন, কুলটাস্ত্রীলোকের বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করে কার সাধ্য। (জনান্তিকে ধৃষ্টবুদ্ধির প্রতি) সর্ব্বনাশী আজ ও আমার সকল কৌশল বিফল করেছে, এ থাক্‌তে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হচ্চেনা, যা হয় একটা প্রতিকার করুন।

ধৃষ্ট। দাও তরবার দাও; দুশ্চরিত্রাস্ত্রীলোকবধে পাপ নাই।

মম। (চীৎকার করিয়া) মা রাজমহিষি! এমন সময় কোথায় রইলে, একবার এসে দেখ তোমার মমতা জন্মের মত বিদায় হয়।

নেপথ্যে। কি করেন! কি করেন! স্ত্রীহত্যা করবেন্‌না।

(সুমতি ও রতির প্রবেশ।)

সুম। (ধৃষ্টবুদ্ধির হস্ত ধারণ করিয়া) স্ত্রীহত্যার চেয়ে পাপ আর জগতে নাই; কেন, মমতা কি অপরাধ করেছে?

ধৃষ্ট। কি করেছে তোমার মমতাকেই জিজ্ঞাসা কর।

মম। মা! লুব্ধক মিথ্যা ক'রে আমার একটা দুর্নাম রটাচ্ছে, লুব্ধকের কথায় আপনার কি বিশ্বাস হয়?

সুম। লুব্ধক কেন! ইষ্টদেব এসে বল্লেও, মমতার চরিত্রে কোন দোষ আছে ব'লে বিশ্বাস হবেনা। লুব্ধক! আজ্‌ও কি তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ—হয়নি! এদগ্ধ হৃদয়ে আর কত যন্ত্রণা দেবে!

লুব্ধ। আজ বলে কেন! আপনিত কখনই আমার কথায় বিশ্বাস করেন্‌ না। কিন্তু, মহারাজের বিশ্বাস হয়েছে; আর এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণেও যদি বিশ্বাস না করেন, তবে আপনি ওর দোষ দেখেও দেখবেন না? ভাল আপনি ঐ মমতাকেই জিজ্ঞাসা করুন, ও অন্ধকার রাত্রে কিজন্য অন্তঃ-পুর হতে বাইরে এসেছে, শুদ্ধ আজ বলে নয়, আর একদিন রাত্রে মহেশ্বরের মন্দিরে কোন পুরুষের কাছে, গিয়েছিল কি না?

মম। তা গিয়েছিলাম সত্য, কিন্তু কুঅভিপ্রায়ে নয়; তুমি একজনকে বিনাপরাধে হত্যা কর্‌তে যাচ্ছিলে, আমি তাকে সতর্ক ক'রে দিতে গিয়েছিলেম!

লুব্ধ। হাঁ—হত্যা কর্‌তে গিয়েছিলাম, কিন্তু বিনাপরাধে

নয়, তোর প্রতি অনুরাগই তার অপরাধ। (মহিষীর প্রতি) শ্রী! শুন্‌লেন্ ত! ও আপনার মুখে সমস্ত স্বীকার কচ্চে।

মম। ধর্ম্ম বই আর আমার কেউ সাক্ষী নেই।

লুব্ধ। সেই ধর্ম্মই দেখিয়ে দিচ্চেন, ভাল আমার কথায় না প্রত্যয় হয়, ঐ রতিকে জিজ্ঞাসা করুন, মমতা সতী কি অসতী।

রতি। অধর্ম্মের কথা বল্‌ব না, লোকে কাণাকাণি করে বটে; আর এক দিন আমি দেখেছিলাম, মমতা এক জন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কি পরামর্শ কচ্ছিল।

মম। লুব্ধক সেই পুরুষটীর প্রাণ নষ্ট কর্‌তে গিয়েছিল বলে, আমি তাঁকে এদেশ থেকে পলায়ন কর্‌তে পরামর্শ দিয়েছি।

ধৃষ্ট। কেন তার জন্যে তোর এত মাথা ব্যাথা কেন? সুমতি! তুমি অন্তঃপুরে যাও, আর আমি ওর্ মুখ দেখব না, ওকে ছেড়ে দাও।

সুম। আমি বেঁচে থাক্‌তে তা কখনই হবে না, মহারাজ! একবার মনে মনে ভাবুন দেখি, এক পাপ রাজ্য লোভে, এই লুব্ধকের পরামর্শে আপনি কি পাপ না করেছেন?

ধৃষ্ট। রাক্ষসি! তবে শুদ্ধ মমতা নয়, তুইও এ দুষ্কার্য্যে লিপ্ত আছিস্; তোদের দুজনকেই যমালয়ে পাঠাব।

(অসি উত্তোলন।)

লুব্ধ। (অসিধারণ করিয়া) মহারাজ! করেন্ কি! করেন কি! (জনান্তিকে) একে ধর্ম্মরাজকে নির্ব্বাসিত করাকে

রাজ্যের সমস্ত প্রজা বিদ্রোহোন্মুখ হয়ে আছে ; তায় এ ঘটনা হ'লে, এখনি ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হবে। আমি বলি মমতাকেও না বিনাশ ক'রে নির্ব্বাসিত করুন। আর রাজমহিষীকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে দুট মিষ্ট কথা বলে সান্ত্বনা করুন।

ধৃষ্ট। সুমতি! চল অন্তপুরে চল, ভাল তোমার কথাই রইল,ওর প্রাণ নষ্ট কচ্চি না, ওকে নির্ব্বাসিত কচ্চি ; লুব্ধক! ওকে নিয়ে গিয়ে এমন স্থানে রেখে এস,যেন আর লোকালয়ে না আস্‌তে পারে।

সুম। তাও হ'বে না, আমি প্রাণ্ থাক্‌তে মমতাকে ছেড়ে যাব না।

ধৃষ্ট। তবে দুজনকেই বনবাস্ দিয়ে এস। (সুমতির হস্ত ধারণ করিয়া) ছাড়্ বল্‌চি, তোর প্রাণে যদি মমতা থাকে, তা হলে ওকে ছেড়ে দিয়ে, আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ, নচেৎ এখনি পদাঘাতে তোর মস্তক চূর্ণ করব।

সুম। তাতে যদি তুষ্ট হন, তবে অনায়াসে করুন, সুমতি তাতে কিছুমাত্র কাতর নয়, আমার প্রাণে আর কিছুমাত্র মমতা নেই। (সরোদনে) যে দিন আমার প্রাণের শান্তি আমাকে পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছে ; যে দিন আমার ধর্ম্মরাজ নিরুদ্দেশ হয়েছেন, সেই দিন হ'তেই আমি আমার প্রাণের মমতা ত্যাগ ক'রেছি।

ধৃষ্ট। বুঝেছি তুই সহজে যাবিনে। (হস্তাকর্ষণ করিয়া) চল্ পাপিয়সি!

(সুমতিকে লইয়া রাজার প্রস্থান।)

(নেপথ্যে)। লুব্ধক! আমার অনুমতি এই দণ্ডেই পালন কর।

লুব্ধ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

মম। মাগো! আমায় ফেলে, কোথায় যাও মা! আর একটীবার এস, একবার শেষ দেখা দেখে লই, একবার জন্মের মত প্রাণ ভ'রে মা ব'লে ডাকি।

লুব্ধ। এখন চল্, বনে ব'সে ব'সে, প্রাণ ভরে ডাকিস্।

রতি। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল; যাও এখন তপস্বিনী হ'য়ে, বনে ব'সে তপস্যা করগে।

(মমতাকে লইয়া লুব্ধকের প্রস্থান।)

রতি। চাঁদের ছায়া দেখে জলে।
ঝাঁপ দিলে চাঁদ ধর্‌বে বলে॥
সুখের কোলে দুখের বাসা।
গোপনপ্রেমের এই তামাসা॥

এইত প্রিয়সখীর শত্রু নিপাত হ'ল, এখন যাই তাঁকে গিয়ে সুসমাচার দিই।

(প্রস্থান।)

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিন্ধ্যাচল।

চন্দ্রহংস আসীন।

গীত।

প্রভো! কে জানে হে মহিমা তোমার।
তুমি অচিন্ত্য অনন্ত নাথ! তব অন্ত পাওয়া ভার ॥
চমৎকার তব তত্ত্ব ওহে চক্রধারী,
ভিখারীকে রাজা কর, রাজাকে ভিখারী,
পলকে করিতে পার, সৃষ্টি স্থিতি সংহার
আঁধারে আলোকময়,
আলোকে আঁধার।
সুষমা উষা গমনে শশী জ্যোতিহীন,
কারে বা তাহার সনে করিছ মলিন,
দ্বিজকুল সনে কারে, তুলিছ উল্লাসি ক'রে,
কারে হাসাইছ কারে—
কাঁদাইছ অপার ॥

(চন্দ্রহংসের অজ্ঞাতে খড়্গ হস্তে একজন চণ্ডালের প্রবেশ।)

চণ্ডা। (স্বগত) আর যায় কোথায়? এতদিন ঘুরে ঘুরে আর বাগে পাইনে। এইবার এক'শ ট্যাকা আর

ছাড়ায় কে? উঃ বাপ্‌রে এক'শ, পাঁচ কুড়ি—আমার বাবার বাবা, তার বাবা, তার বাবাও কখন দেখেনি। একটা মানুষ মার্‌লে, এত ট্যাকা পাব এ লোভ কি সামলান যায়। পুরস্কার ব'লে আরও বেশী দু'চার ট্যাঁকা নিতে পার্‌ব, সে ট্যাঁকাটা কিন্তু কেলোর মার কাছে প্রকাশ করবো না,সে ট্যাঁকায় নিজে মদ খাব, আর ঐ এক'শ ট্যাঁকার মধ্যে অর্দ্ধেক ট্যাঁকায়, কেলোর মার, গা ভরা গয়না গড়িয়ে দেব, মাগী গয়নার ভরে নড়তে না পারে; আর বাকী দুকুড়ি-দশ ট্যাঁকা তার সাম্‌নে ঝন্ ঝন্ ক'রে, ফেলে দেব, দেখ্‌ব এবারে হেসে কথা কয় কি না? গয়না দিতে পারিনে ব'লে, শালী একদিন মন্‌খুলে দুট কথা ক'ইলে না, এবার এতেও যদি না হাসে, তাহ'লে জান্‌ব যে, পোড়ার মুখীর পোড়ামুখে হাসি বেরুবে না। হায়রে ট্যাঁকা, হায়রে ট্যাঁকা! ট্যাঁকা এমনি জিনিস, ঘরের মাগ.ও ট্যাঁকা না হ'লে আপনার হয় না।

(ধীরে ধীরে চন্দ্রহংসের পশ্চাদ্ভাগে গমন পূর্ব্বক চন্দ্রহংসের মস্তকোপরি খড়্গ উত্তোলন এবং সহসা শরাহত হইয়া ভূতলে পতন।)

বাপ্‌রে গেলুম্‌রে এক'শ ট্যাঁকা খাওয়ালে রে।

চন্দ্র। (সচকিতে গাত্রোত্থান করিয়া) এ কি! কি সর্ব্বনাশ! এলোকটা কখন কোথা হ'তে এলো!

চণ্ডা। বাবা যাই—জল—উঃ—বড় তেষ্টা—জল—

চন্দ্র। আমি এখনি জল আন্‌চি—(নির্ঝর হইতে জল আনয়ন ও চণ্ডালের মুখে প্রদান।)

চণ্ডা। আঃ—যাই—

চন্দ্র। কে তুমি! তোমায় আঘাত কর্‌লে কে?

চণ্ডা। (কপালে করাঘাত করিয়া) বাবা—একশ টঁ্যাকা যাই—জল—

চন্দ্র। (পুনর্ব্বার মুখে জল দিয়া) কে তোমার প্রতি শর নিক্ষেপ কর্‌লে বল, আমি এই দণ্ডেই তার সমুচিত শাস্তি প্রদান করি।

চণ্ডা! (পুনর্ব্বার শিরে করাঘাত করিয়া) আঃ—পাপের ফল—এক—শো—টঁ্যাকা—

(মৃত্যু।)

চন্দ্র। একি? মৃত্যু হল না'কি?

(মৃগয়াবেশে সত্যব্রতের প্রবেশ।)

সত্য। হাঁ এই যে পড়ে আছে? এখন ও কি জীবিত আছে?

চন্দ্র। একি আপনারি কায? আপনি কি দূরহতে এই মনুষ্যটীকে মৃগ মনে করেছিলেন?

সত্য। মৃগ কেন? মনুষ্য মনে করেই মেরেছি।

চন্দ্র। এব্যক্তি কি আপনার কোন অনিষ্ট ক'রে ছিল?

সত্য। আমার নিজের বিশেষ কিছু অনিষ্ট করে নাই।

চন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! আপনাকে দেখ্‌তে বিজ্ঞের মত, কিন্তু আচরণে ঠিক বিপরীত, এ লোকটা যদি আপনার কোন অনিষ্ট করে নাই,তবে কি কৌতুক দেখ্‌বার জন্য একে বিনাশ কর্‌লেন?

সত্য। আপনি অকারণ কেন আমাকে এত গঞ্জনা দিচ্ছেন? একে বিনাশ করে, আপনার ত কিছু অপকার

চন্দ্র। কে ব'ল্লে অপকার হয় নাই! ক্ষত্রিয় হ'য়ে, শরণাগত ব্যক্তির জীবন রক্ষা কর্‌তে পাল্‌লেম্‌না, এ অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে! বোধ হয় ঐ ব্যক্তি প্রাণ ভয়ে আমার শরণ ল'তে এসেছিল।

সত্য। তুমি কি ক'রে ওকে রক্ষা কর্‌তে? তোমার হস্তে কোনরূপ অস্ত্র'ত দেখ্‌ছিনা।

চন্দ্র। অস্ত্র নাই থাক্‌, চন্দ্রহংসের এই বিশাল বক্ষ'ত ছিল! ঐ আঘাত আপনার হৃদয়ে ধারণ ক'রেও কি শরণাগত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা ক'র্‌তে পার্‌তেম্‌ না? মানবহৃদয় যে এত কঠিন থাকে তা আমি পূর্ব্বে জান্‌তেম্‌ না!

সত্য। বৎস্য! জগদীশ্বর করুন্‌ তুমি দীর্ঘজীবী হও। আমাপেক্ষা মানব হৃদয় যে, আরো কঠিন আছে, তা তুমি এখনি জান্‌তে পার্‌বে। রাজা সত্যব্রত কৌতুক দেখ্‌বার জন্যে নর হত্যা করে নাই; একটী পরম দয়াশীল নির্দ্দোষী ব্যক্তির জীবন রক্ষা কর্‌বার জন্যই ঐ নৃশংস দস্যুর প্রাণসংহার ক'রেছে; ঐ চণ্ডাল অলক্ষিতভাবে তোমার পশ্চাদ্ভাগে গমন ক'রে তোমার শিরশ্ছেদন ক'র্‌তে খড়্‌গ তুলেছিল; ঐ দেখ সে খড়্‌গ ওর নিকটে পড়ে আছে; আমি দূর হ'তে ঐ দুরাত্মার অসদভিপ্রায় বুঝ্‌তে পেরে, তন্মুহূর্ত্তেই তীক্ষ্ণ শরে পাপাত্মার পাপের [illegible]তিফল দিয়েছি, ভাগ্যে আমি দেখ্‌তে পেয়েছিলাম নতুবা তোমাকে আর এ পৃথিবীতে থাক্‌তে হত'না।

[illegible] রাজন্‌! অধমের অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা [illegible]মি আপনাকে চিন্‌তে না পেরে আপনার [illegible]যর ও কটুকাটব্য প্রয়োগ ক'রেছি!

সত্য। না বৎস! তজ্জন্য তুমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়ো না, তোমার ক্ষত্রিয়সুলভ উগ্রভাবে আমি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হই নাই; বরং তোমার বীরোচিত বাক্যে যারপর নাই প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে বল, তুমি কে? কেনইবা এই ভয়াবহ দস্যু ও হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ স্থানে একাকী এসেছিলে?

চন্দ্র। মহাত্মন্! এই ক্ষুদ্রজনের পরিচয় দিবার কিছুই নাই। আমার নাম চন্দ্রহংস, বাসস্থান পার্ব্বতীপুর, শৈশবাবধি মাতাভিন্ন আর কাকেও জান্‌তেম্ না; তাঁরই মুখে শুনেছি, ক্ষত্রিয় বংশে এ অভাগার জন্ম; বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পূর্ব্বেই, এ হতভাগ্য সেই একমাত্র স্নেহময়ী জননীকেও হারাইয়াছে।

(নেপথ্যে রণশঙ্খধ্বনি।)

চন্দ্র। (সচকিতে) ও কিসের শব্দ শোনা যাচ্চে?

সত্য। বোধ হয়, এই দস্যুর প্রাণ বধ্ করাতে, ওরই সঙ্গিগণ একত্রিত হ'য়ে আমাদের আক্রমণ কর্‌তে আস্‌চে।

চন্দ্র। তাতেই বা চিন্তা কি! এতক্ষণ নিরস্ত্র ছিলাম, এক্ষণে ঈশ্বরের কৃপায় অস্ত্র পেয়েছি; আর কারে ভয়! (মৃত চণ্ডালের খড়্গ গ্রহণ)

সত্য। আমারও সৈন্যগণ বোধ হয় নিকটে আছে! (শঙ্খধ্বনি)

(ছদ্মবেশে সসৈন্যে লুব্ধকের প্রবেশ।)

লুব্ধ। সত্যব্রত! আমার অনুচরের প্রাণবিন[১] গঞ্জনা চক'রনা নির্ব্বিঘ্নে ঘরে ফিরে যাবে। আজ্ হ[২] অপকার সিংহাসন শূন্য হ'ল!

সত্য। তুই কি এই দস্যুদের অধ্যক্ষ! তবে আয়, তোর অনুচর যে পথে গিয়েছে, তোরেও সেই পথে পাঠিয়ে বিন্ধ্যাচলে নরপিশাচের উপদ্রব নিবারণ করি।

চন্দ্র। মহারাজ! ও নরাধমের সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, অসির দ্বারা ওর পরিচয় গ্রহণ করুন্।

লুব্ধ। হাঁ, এই যে তুইও এখানে, তবে আয়, একসঙ্গে তোদের দুজনকেই যমালয়ে পাঠাই। (উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ।)

(নেপথ্যে হর, হর, হর,)

(বিজয়পুর রাজের সৈন্যগণের প্রবেশ)

সৈন্য। জয়—মহারাজ—সত্যব্রতের জয়।

(উভয় পক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

(একজন সৈনিকের প্রবেশ।)

সৈন্য। বাবা! ভারি পেলিয়েছি! "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু-খাঁক্ড়ার প্রাণ যায়"। মারি-ত একটা কি আধ্টা, আর মরিত জন্মের মত গেলাম্; আমি হ'চ্চি এক মায়ের এক ব্যাটা, কায কি বাবা ঐ ন্যাটায়। মায়ের বাছা মায়ের কাছে যাই। ভিক্ষে ক'রে খেতে হয়, সেও ভাল তবু এ পাজী কাযে আর যাব না, বাপ্‌রে তলয়ারের চোট্ লেগেছিল আর কি, আগে কি জানি যে এই রকম কাটাকুটী ক'র্‌তে হবে! তা হ'লে কি সৈন্যদলে নাম লেখাই! আমি বলি বসে বসে খাব আর বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ ক'র্‌ব।

(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ও বাবা! আবার এইদিকে কারা আস্‌চে যে। এই দিক দিয়ে যাই। (অন্যদি-

আমলো এদিকেও যে। কোন্ দিকে যাই ? (নিস্পন্দভাবে ভূতলে শয়ন)

(দুই জন সৈনিকের সহিত রক্তাক্ত কলেবরে সত্যব্রতের প্রবেশ।)

রাজা। চন্দ্রহংস কোথায় ?

১ম সৈ। চন্দ্রহংস কার নাম !

রাজা। সেই যে, যে যুবা পুরুষটী একমাত্র খড়্গ হস্তে শত্রুগণকে পরাস্ত ক'রেছেন্।

দ্বি-সৈ। ওঃ যে মহাত্মা আজ্ আমাদের সকলের প্রাণ-রক্ষা ক'রেছেন ! তাঁরি নাম চন্দ্রহংস। তিনি এইমাত্র পলায়িত শত্রুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ক'রেছেন্।

রাজা। একাকী ?

দ্বি-সৈ। আজ্ঞা না, আরও কতিপয় সৈনিক তাঁর সঙ্গে আছে।

রাজা। ওখানে একজন কে পড়ে আছে ?

প্র-সৈ। ঐ দেখ্ছি আমাদের সৈন্য, বোধ হয় গুরুতর আঘাত পেয়েছে।

(চন্দ্রহংসের পুনঃ প্রবেশ।)

রাজা। বৎস ! তোমায় না দেখে আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়েছিলাম্, তোমার সর্ব্বাঙ্গ যে ক্ষত বিক্ষত হ'য়েছে।

চন্দ্র। আপনি এক্ষণে কিঞ্চিৎ সুস্থ হ'য়েছেন্ ত ?

রাজা। তোমায় দেখে আমার সকল কষ্ট দূর হ'য়েছে, দস্যুগণ কোথায় পলায়ন ক'ল্লে ?

[illegible] দুর্গম অরণ্য মধ্যে পলায়ন ক'রেছে ; তাদের [illegible] যেরূপ আঘাত প্রাপ্ত হ'য়েছে, তাতে বোধ হয়,

এজন্মে আর তাকে পুনরায় অস্ত্রধারণ ক'রে দস্যুবৃত্তি ক'র্‌তে হবে না।

রাজা। চন্দ্রহংস! আজ তুমি আমার এবং আমার সৈন্যগণের প্রাণ রক্ষা ক'রেছ, তোমার এ ঋণ আমি পরিশোধ ক'র্‌তে পার্‌ব না, দেখ বৎস! তোমারও পিতা মাতা কেহই নাই, আমারও পুত্র কন্যা হয় নাই! তা বাপ, তুমি আজ্ হ'তে, আমার এই প্রৌঢ়াবস্থার সহায়, বার্দ্ধক্যের আশ্রয়, আর আমার পরলোক গমনের পর, বিজয়পুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হ'বে। তোমাকে যে প্রকার সাহসী ও বল-বীর্য্যশালী দেখ্‌চি, তাতে তোমা হ'তে আমার নাম ও কীর্ত্তির কিছুমাত্র লোপ হবার সম্ভাবনা নাই। তুমি আমার সঙ্গে রাজধানীই চল! আমি তোমাকে পুত্রের মত স্নেহ যত্নে প্রতিপালন ক'র্‌ব। বোধ করি আমার অনুরোধটী অগ্রাহ্য ক'র্‌বে না!

চন্দ্র। মহারাজ! আমি নিরাশ্রয়, যিনি আমাকে দুট মিষ্টি কথা বলেন্, আমি তাঁরিই অনুগত হ'য়ে থাকি, আপনি আমাকে এত যত্ন ক'রে ল'য়ে যেতে চাচ্চেন্ আমার প্রতি পিতৃ তুল্য স্নেহ প্রকাশ ক'চ্চেন্, সুতরাং আপনার আজ্ঞা আমি কি অবহেলা ক'রতে পারি?

রাজা। তবে চল, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, যুদ্ধ-শ্রমে সকলেই ক্লান্ত হ'য়েছে, (সৈন্যগণের প্রতি) দেখ, তোমরা ঐ আহত সৈন্যকে ল'য়ে গিয়ে শুশ্রূষা কর।

(সত্যব্রত ও চন্দ্রহংসের প্রস্থান।)

প্র-সৈ। ও ভাই! কে আর কাঁধে ক'রে নিয়ে যায়. — ওর পায় দড়ি বেঁধে নিয়ে যাই।

দ্বি-সৈ। তাহ'লে এখনি ম'রে যাবে!

প্র-সৈ। ও'ত ম'রেই রয়েছে, আর কি বাঁচ্‌বে?

ভূ-সৈ। (স্বগত) শালারা বলে কি? তবেইত মার্‌লে দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) ও ভাই এখন একটু সুস্থ হয়েছি, আর আমাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতে হবে না, আমার হাত ধর, হেঁটে যাচ্চি। (উভয়ের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া গাত্রোত্থান) উঃ সর্ব্বাঙ্গে যে বেদনা? এই হাতে যে কত মানুষ কেটেছি, তার লেখা জোখা নেই।

প্র-সৈ। তোমার গায়ে একটীওত অস্ত্রচিহ্ন নাই, আমার বোধ হয় তুমি ফাঁকি দিয়েছ, ভয়ে পলায়ন ক'রেছ?

ভূ-সৈ। (স্বগত) আ'রে মর্ শালা বুঝ্‌তে পেরেছে,এখন বুঝ্‌লেত ব'য়ে গেল। (প্রকাশ্যে) ভাই বিশ্বাস না হয়, আমার হাতে যারা মরেছে তাদের গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। থাক্ সে মীমাংসা পরে হবে, এখন আমার হাত ধর, আমি হেঁটে যাচ্চি।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

বিন্ধ্যাচলের অপর পার্শ্ব ।

যোগীর আশ্রম ।

একজন যোগী আসীন ।

(যোগিনীবেশে মমতার প্রবেশ ও যোগীর সম্মুখে করযোড়ে অবস্থান)

যোগী । (নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক) কে তুমি ?

মম । (প্রণামপূর্ব্বক) দুঃখিনী অনাথা, আমার আর কেউ নাই ।

যোগী । কি চাও ?

মম । আপনি আমার পিতাস্বরূপ, আপনি যদি দয়া ক'রে, আমাকে একটু আশ্রয় দান করেন, তাহ'লে আপনার আশ্রমে থেকে আপনার চরণ সেবা করি ।

যোগী । তুমি এই দুর্গম অরণ্য মধ্যে কোথা হ'তে কি প্রকারে এলে ?

মম । আমি কৌণ্ডিল্য নগরের রাজমহিষীর পরিচারিকা ছিলেম, আমার নাম মমতা । রাজা ধৃষ্টবুদ্ধি বিনাপরাধে আমাকে নির্ব্বাসিত ক'রেছেন ।

যোগী । বিনাপরাধে নির্ব্বাসিত ক'রেছেন ।

মম। মিথ্যা ক'রে আমার একটা অপবাদ রটনা ক'রে, আমার এই দুর্দ্দশা ক'রেছেন।

যোগী। কিরূপ অপবাদ ?

মম। আপনার কাছে সে কথা প্রকাশ কর্‌তে লজ্জা বোধ হচ্চে, কিন্তু আমি আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি কচ্ছি, আমি পাপিনী নই, রাজা ধৃষ্টবুদ্ধি তাঁর কুচক্রী সহচর লুব্ধকের কথায় আমার চরিত্রে অপকলঙ্ক রটনা ক'রে আমাকে দূর ক'রে দিয়েছেন্।

যোগী। তোমার উপর লুব্ধকের এরূপ ক্রোধের কারণ কি ?

মম। কারণ এই, লুব্ধক একটী নির্দ্দোষী ব্যক্তির জীবন নষ্ট ক'র্‌তে বার্‌বার্ চেষ্টা করেছিলেন, আমি তাঁর অভিপ্রায় জান্‌তে পেরে, সেই লোকটীকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলাম, সেইজন্যে আমার উপর এত রাগ। মিথ্যা ক'রে সেই যুবা পুরুষটীর সঙ্গে আমার এই অপবাদটি রটিয়ে(লজ্জায় অধোবদন) আপনি পিতা আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌চি, তাঁকে আমি সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করি।

যোগী। যে যুবা পুরুষটীর কথা ব'ল্লে তাঁর নাম কি ?

মম। তাঁর নাম চন্দ্রহংস।

যোগী। চন্দ্রহংস ? কোন্ চন্দ্রহংস ? গতরাত্রে চন্দ্রহংস নামে একটী লোক আমার এই আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন ; প্রাতঃকালেই প্রস্থান্ করেছেন। তিনিও বল্লেন নগর হ'তে আস্‌ছি।

[illegible]নি-দেখ্‌তে খুব সুন্দর।

যোগী। হাঁ যেমন সুন্দর আকৃতি, তেমনি অমায়িক স্বভাব। বিলক্ষণ ধার্ম্মিক ব'লেও বোধ হ'লো।

মম। তবে যাঁর কথা বল্‌ছি, ইনিই বোধ হয়—বোধ হয় কেন? নিশ্চয়ই সেই চন্দ্রহংস। তিনিও গতরাত্রে সেই পাপাত্মা লুব্ধকের ভয়ে, কৌণ্ডিন্যনগর পরিত্যাগ করেছেন; এক্ষণে তিনি কোথায় যাবেন বল্লেন?

যোগী। তাঁর ইচ্ছা একবার বিজয়পুরে গমন করেন; আর একবার এখানে আস্‌বেন স্বীকার করেছেন। তুমি স্বচ্ছন্দে আমার এই স্থানে থাক, আমি তোমাকে কন্যার মত প্রতিপালন ক'র্‌বো। ভাল মমতা! মা রাজমহিষী কেমন আছেন?

মম। প্রভু! তাঁর দুঃখের কথা কি বল্‌বো? তাঁর দুঃখের শেষ নাই। অনাহারে,অনিদ্রায়, আহা মায়ের এমন যে লাবণ্য, এমন যে রূপ, তা আর কিছুমাত্র নেই; রাজার বাক্যবাণে নিয়তই দগ্ধ হ'চ্চেন।

যোগী। আমি লুব্ধককেও জানি, রাজা ধৃষ্টবুদ্ধিকেও বিলক্ষণ জানি। তাদের অসাধ্য বা অকার্য্য কিছুই নাই। ভাল শান্তি কেমন আছে?

মম। আহা! সেই শোকেই তো,মা আমার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রেছেন, কেবল দিবা নিশি হা শান্তি—হা শান্তি ব'লে রোদন ক'চ্ছেন।

যোগী। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ওঃ তবে কি আমার শান্তি জীবিতা নাই? হা প্রিয়ে? তুমিও কি সে পাপ সংসার জন্মের মত পরিত্যাগ করেছ? তুমি নাকি সতী সা[illegible]

 [illegible]ত
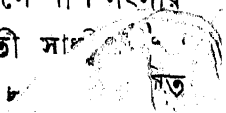
বতী, তাই এত শীঘ্র সে যন্ত্রণার হস্ত হ'তে পরিত্রাণ পেয়েছ। তুমিই ধন্যা। তুমি যে, পাপাত্মা ধৃষ্টবুদ্ধির পাপগৃহে বাস ক'র্‌তে পারবেনা, তা আমি পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরেছিলেম্‌। যে গৃহে পতির অপমান, সেগৃহে সতী কি কখন বাস ক'র্‌তে পারে! পতিব্রতা কি পতিবিরহে প্রাণ ধারণ ক'র্‌তে পারে? কিন্তু প্রিয়ে! তুমি আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে ক'রোনা, তোমার পবিত্র প্রেম, আমি বিস্মৃত হই নাই! তবে যে তোমার বিরহে এখন পর্য্যন্তও প্রাণ পরিত্যাগ করি নাই, সে কেবল, পাপীর পাপের শাস্তি দেখ্‌ব ব'লে!

মম। তবে কি আপনিই শান্তির প্রাণবল্লভ ধর্ম্মরাজ! হায়! হায়! আমি না জেনে শুনে কি কুকর্ম্মই করেছি। হতভাগিনীকে যদি হিংস্রজন্তুতে ভক্ষণ ক'র্‌তো, তা হ'লে আর এ নিদারুণ সংবাদ দিতে, আপনার আশ্রমে এসে উপস্থিত হ'তেম্‌ না।

যোগী। না মমতা! তুমি সেজন্য আক্ষেপ ক'রোনা, এতদিন পর্য্যন্ত শান্তির বিরহানলে আমার হৃদয় যেরূপ জর্জ্জরীভূত হয়ে আছে; তারএই বিয়োগ বার্ত্তায়, আমার হৃদয়ে অধিক আঘাত লাগে নাই, বরং শান্তি জীবিত থেকে সেই দুরাত্মার পাপগৃহে বাস করায়, আমি বেশী অসুখী ছিলেম। এখন তিনি যে অনন্ত শান্তিধামে গমন করেছেন, শুনে, আমার হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণা কতক পরিমাণে শান্ত হ'ল।

(মুমূর্ষু অবস্থায় লুব্ধকের প্রবেশ।)

লুব্ধ। বাবা? কে তোমরা? একটু জল—(পতন ও মূর্চ্ছা।)

। এ যে দেখ্‌ছি সেই লুব্ধক? সর্ব্বাঙ্গ যে ক্ষত

বিক্ষত, বোধ করি হিংস্র জন্তুতে আক্রমণ ক'রেছিল। ম'রে গেল না কি ?

যোগী। (নাসিকায় হস্তার্পণ করিয়া) না এখনও মরে নাই, এই যে নিশ্বাস পড়্ছে!

মম। (কমণ্ডলু হইতে জল আনিয়া লুব্ধকের মুখে প্রদান।)

লুব্ধ। (চেতনা প্রাপ্তে) আঃ—মা! কে তুমি? যেই হও তোমার এ ঋণ আমি পরিশোধ ক'র্‌তে পারব না।

মম। কেন পারবেনা, মনে কর্‌লেই পার!

লুব্ধ। কে—মমতা? আমি অকারণে নিরপরাধে তোমাকে এই কষ্ট দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা কর, চল আমি তোমাকে সঙ্গে ক'রে ল'য়ে গিয়ে মহারাজকে ব'লে, পুনর্ব্বার তোমাকে রাজবাটীতে রেখে দেব।

মম। না আমি আর সেখানে যেতে চাইনা, তবে যথার্থই যদি তোমার প্রত্যুপকার কর্‌বার অভিলাষ থাকে, তাহ'লে যে মুখে আমাকে কলঙ্কিনী ব'লে লোকের কাছে প্রচার করেছ, সেই মুখে আমার নিষ্কলঙ্কের কথা ঘোষণা কর; তাহলেই আমার যথেষ্ট উপকার করা হবে, আমি এই ধর্ম্ম— (যোগীকর্ত্তৃক সঙ্কেতে স্বীয় নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ) আমি এই মহাপুরুষের ধর্ম্মাশ্রমে, রাজভবন অপেক্ষা সুখে থাকৃব। ইনি কন্যার মত আমায় প্রতিপালন ক'রবেন্।

(দ্রুত পদে একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনি। মহাশয়! শীঘ্র আসুন, শত্রুসেনা,

পশ্চাতে অতি সন্নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছে, আর এখানে তিল মাত্র বিলম্ব ক'রবেন্ না।

লুব্ধ। আমার যে আর চল্‌বার শক্তি নাই।

সৈনি। আমার স্কন্ধে ভর্ দিয়া আসুন, এই আশ্রমের বাহিরে শিবিকা আছে।

(সৈনিক ও লুব্ধকের প্রস্থান।)

মম। পাপের প্রতিফল হাতে হাতে।

ধর্ম্ম। এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে।

(দ্বিতীয় যোগীর প্রবেশ।)

ধর্ম্ম। আসুন্—আসুন্।

দ্বি-যো। আপনার মঙ্গল ত? এ কন্যাটী কে?

ধর্ম্ম। নাম মমতা,আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পরিচারিকা। রাজা ধৃষ্টবুদ্ধি লুব্ধকের পরামর্শে, এর নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা ক'রে, রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত ক'রে দিয়েছে।

দ্বি-যো। আঃ—পাপাত্মা কি, লুব্ধক ব্যতীত আর কাঁকেও ভালচক্ষে দেখ্‌বে না!

ধর্ম্ম। আজ লুব্ধক, তার পাপের শাস্তি কতক পরিমাণে পেয়েছে।

দ্বি-যো। কি হ'য়েছে তার?

ধর্ম্ম। বোধ করি কার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে গিয়েছিল, নিজেই আহত হ'য়ে মুমূর্ষু অবস্থায় এখানে এসে উপস্থিত হ'য়ে ছিল।

দ্বি-যো। তারপর তারপর?

চেতনাপ্রাপ্ত হ'য়ে, পলায়ন ক'রেছে।

সেনাপতি মহাশয়! আর শুনেছেন্—শান্তিদায়িনী শান্তি আমার, আর এ জগতে নাই।

দ্বি-যো। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধের পর) ওঃ—আরও যে অদৃষ্টে কি আছে, তা জানি না। শোকের উপর শোক, তার উপর শোক, আর যে সহ্য হয় না। আহা! মা আমার দারুণ অভিমানিনী, তিনি কি পতির সেই অসহনীয় অপমান সহ্য কর্‌তে পারেন? হা পাপাত্মন্ কাল ধৃষ্টবুদ্ধি! কি কুক্ষণেই তুই রাজভবনে প্রবেশ ক'রেছিলি? আজ্‌ও তোর মস্তকে বজ্রপতন হ'ল না! আজও তোকে আশীবিষে দংশন ক'র্‌লে না? আজও তোর শরীর শতবিষের জ্বালায় দগ্ধ হ'ল না। হা ভগবন্! ক্ষত্রিয়হস্তের এই তরবার কি শেষে অঙ্গের ভূষণ মাত্র হ'ল। কিছু মাত্র এর কার্য্য দেখাতে পারলেম্ না! প্রতিহিংসাতৃষ্ণা নিবারণ হ'ল না! ধর্ম্মরাজ! সহায় হ'ন, অনুমতি করুন্, দেখি দুরাত্মাকে রাজ্যচ্যুত ক'র্‌তে পারি কি না। একবার চেষ্টা বিফল হ'য়েছে ব'লে, কি বার্‌বার্ হবে! আমি আপনার সম্মুখে এই তরবার রেখে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি! হয় এবার সেই নরাধমের মস্তক পদাঘাতে চূর্ণ ক'র্‌ব, না হয় প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে এ দেহ ত্যাগ ক'রে, মহারাজ দধিমুখের শোকানল নির্ব্বাপিত ক'র্‌ব।

ধর্ম্ম। সেনাপতি মহাশয়। স্থির হ'ন, স্থির হ'ন, ধৈর্য্য ধারণ করুন্। যে সহিষ্ণুতায় এত দিন প্রাণ ধারণ ক'রে আছেন; সেই সহিষ্ণুতা অবলম্বন ক'রে অপেক্ষা করুন্, এখনও উপযুক্ত সময় হয় নাই, সে সময় উপস্থিত [illegible] আপনাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে ব'লব।

যে সমস্ত রাজাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য গমন ক'রেছিলেন, তাঁদের কাছে কি অভীষ্টসিদ্ধির কোনরূপ আশ্বাস পেলেন ?

দ্বি-যো।—মহাশয়! সে দুঃখের কথা কেন আর জিজ্ঞাসা করেন্! আক্ষেপে হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। প্রকৃত ক্ষত্রিয়-বীর আর আর্য্যক্ষেত্রে নাই। এখন কতকগুলি মেষশাবক ধৃষ্টবুদ্ধির অনুগ্রহের পাত্র, ক্রীড়ার পুত্তলি হ'য়ে আছে। সে তাদের ও'ঠ ব'ল্লেই উঠে, ব'স ব'ল্লেই বসে। কি আশ্চর্য্য! শত শত অপমানেও কাপুরুষেরা একবার মস্তক উত্তোলন করে না! একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকাকে প্রহার ক'র্‌লে সেও দংশন করে, পীড়নে পতঙ্গও পাখশাট্ মারে, কিন্তু এ নির্বীর্য্য কাপুরুষেরা কুক্কুরের মত তাদের প্রভু ধৃষ্টবুদ্ধির সামান্য আদরে নৃত্য করে, প্রহারে রোদন করে।

ধর্ম্ম। তবেইত! অন্যের সাহায্য না পেলেই বা একাকী কিরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যায় ?

দ্বি-যো। এক্ষণে সে আশা পরিত্যাগ করুন্। আমি পুনঃপুনঃ উত্তেজনা ক'রে দেখেছি, ধৃষ্টবুদ্ধির বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ ক'র্‌তে, এক প্রাণীও সাহসী হয় না; বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করা দূরে থাক্, সেই কুলাঙ্গারগণের ব্যবহার শুন্‌লে, আপনি আশ্চর্য্য হবেন। হতভাগ্যেরা সেই পাপমতি ধৃষ্টবুদ্ধির রথ পর্য্যন্ত স্কন্ধে বহন করে! এরূপ অদ্ভুত ঘটনা কখনও শুনেছেন্? শুন্‌লে হাসিও পায়, দুঃখও হয়।

র্ম্ম। (সবিস্ময়ে) বলেন্ কি সেনাপতি মহাশয়! রথ ন্ধে ?

দ্বি-যো। আজ্ঞা হাঁ, অশ্বের স্থানে রাজপুত্র।

ধর্ম্ম। কি ঘৃণা! কি লজ্জা! হা ভারত; আর কেন? তুমি তোমার এই সমস্ত কাপুরুষ সন্তানগণের সহিত রসাতলে যাও। হা ধিক্! হা ধিক্! যে ক্ষত্রিয়বীর্য্যে একদিন পরশুরামের দর্পচূর্ণ হ'য়েছিল, যে ক্ষত্রিয় সন্তান দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্বযুদ্ধেও পরাঙ্মুখ হয় নাই; সেই ভুবনবিজয়ী ক্ষত্রিয় বীর্য্যে জন্ম গ্রহণ ক'রে, আজ কি না নীচাশয়েরা বিধর্ম্মী ধৃষ্টবুদ্ধির দাস! সে সকল রাজাদের নিকট সাহায্য প্রত্যাশা দূরে থাক্, হয় ত দেখ্‌বেন্ নরাধমেরা শীকারি কুক্কুরের মত ধৃষ্টবুদ্ধির সাহায্যার্থে তার পশ্চাদ্গামী হবে। বিজয়পুরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ হ'য়েছিল কি?

দ্বি-যো। বিজয়পুরে গিয়েছিলেম, সেখানে গিয়ে শুন্‌লেম্, বিজয়পুরের রাজা মৃগয়ায় গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে একটী সুসংবাদ পেলেম্, সত্যব্রতকে যদি ধৃষ্টবুদ্ধি পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি না দেয়, তথাপি তিনি পোষ্যপুত্র লবেন ব'লে দৃঢপ্রতিজ্ঞ হ'য়েছেন।

ধর্ম্ম। এ একটী শুভ সংবাদ বটে, তা হ'লে উভয়ের মনান্তর হবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ধৃষ্টবুদ্ধি যে সহজে অনুমতি দেবে বোধ হয় না। যাইহোক্, অন্ততঃ একজনরাজার সাহায্য না পেলেই বা কেমন ক'রে এই মহাসমরে লিপ্ত হওয়া যায়? যদি এতদিন গিয়েছে, তবে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন্, চিরদিন কখনই এক রকম যাবে না, দুঃখের পর সুখ আছেই আছে; কখনই দুর্দ্দিন থাক্‌বে না। মৃত্যুর পর শান্তি আছে ব'লেই ধার্ম্মিক লোকেরা মৃত্যু

কাতর হন্ না! সহস্র বিপদ আসুক, শত সহস্র শোকে হৃদয়কে আক্রমণ করুক্, দুঃখের অসংখ্য তরঙ্গ এক কালে উত্থিত হ'য়ে হৃদয়কে আলোড়িত করুক্, তথাপি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম পথে অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান থাক্‌লে, অবশ্যই সেই কৃপা-ময় কৃপা ক'রে আমাদের কুল দেবেন্। এক্ষণে চলুন্ স্নানাহ্নিক করিগে। মমতা! তুমি কুটীরে যাও।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয়াঙ্ক।

—:০:—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সত্যগড় দুর্গ।

লুব্ধক রুগ্নশয্যায় শয়ান।

(রামদাস কর্ত্তৃক সুশ্রূষা।)

লুব্ধ। উঃ—বড় যাতনা—রামদাস! প্রাণ যায়।

রাম। (স্বগত) মা জগদম্বা কি এমন দিন দেবেন? (প্রকাশ্যে) তাইত কেন এমন হ'চ্চে? একটু বাতাস্ দেব? (তালবৃন্ত সঞ্চালন)।

লুব্ধ। ওগো মাগো—যাইগো—আর সহ্য হয় না—কোথায় যাই?

রাম। (স্বগত) বিজয়পুরে যাও।

লুব্ধ। উঃ—বড় বেদনা—বড় পিপাসা।

রাম। (স্বগত)সত্যব্রতের সঙ্গে যুদ্ধ কর। (মুখে জলদান)

লুব্ধ। আঃ—রামদাস!

রাম। আজ্ঞা।

লুব্ধ। এ যাত্রা বুঝি আর বাঁচলেম না।

রাম। (স্বগত) আহা তাই হো'ক, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, মা মহামায়া তাই করুন্, সৃষ্টি রক্ষা হ'ক। (কৃত্রিম রোদনস্বরে) বাপরে, অমন অলক্ষণে কথা কি ব'লতে আছে! শুনে আমার বুকের ভিতর কেমন ক'চ্চে, তাহলে আর আমরা কারে সেবা ক'রে এমন সুখী হব? এমন দয়ার সাগর প্রভু আর কোথায় পাব?

লুব্ধ। রাম দাস! আমি মনে মনে তোমায় বড় ভাল বাসি।

রাম। (স্বগত) তার কথায় কাজ কি? (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা তাকি আমি বুঝতে পারিনে।

লুব্ধ। এমন প্রভু আর পাবে না।

রাম। (স্বগত) শত্রুও যেন না পায়। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা পূর্ব্বজন্মে কত তপস্যা ক'রেছিলাম, তাই এমন প্রভু অদৃষ্টে মিলেছে।

লুব্ধ। উঃ—গেলেম— গেলেম—

রাম। আবার কি হ'ল? এই যে বেশ কথা কচ্ছিলেন?

লুব্ধ। বড় বেদনা রামদাস! বোধ হচ্চে যেন কাঁটাবনে শুয়ে আছি।

রাম। (স্বগত) দেখ্‌ছি শয্যাকণ্টকী হ...

লুব্ধ। ওরে বাপ রে—পুড়ে মলুম, পুড়ে মলুম, আমার চার্‌দিকে আগুণ জ্বেলে দিলে কে? ঘরে কি আগুণ লেগেছে?

রাম। (স্বগত) ঘরে নয়, তোমার কপালে।

লুব্ধ। জল দাও—জল দাও নির্ব্বাণ কর।

রাম। (স্বগত) এ পাপের আগুণ,একি জলে নেবে! চন্দ্রহংসকে বিষ খাইয়ে মার! (প্রকাশে) কৈ এখানে আগুণ ত কোথায়ও নেই, বোধ হয় আপনার গায়ের জ্বালা হয়েছে।

লুব্ধ। উহুঁ—হু—মলুম্—মলুম্ ভারি দুর্গন্ধ! প্রাণ যায় যে, আমার সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠা দিলে কে? ওয়াক্— ওয়াক্!

রাম। (স্বগত) হবেনা! ওই মুখে অনেক যে দুর্ব্বাক্য বলেছ। এক দিনের জন্য একটা মিষ্টি কথা কওনি।

লুব্ধ। কেও—কেও—ধর্‌লে—ধর্‌লে।

রাম। ভয়কি! ভয়কি! কেউ কোথায় ত নেই।

লুব্ধ। ঐযে ঐযে—গদা হাতে—অতি ভীষণ মূর্ত্তি, আমাকে প্রহার ক'র্‌তে আসছে! রামদাস! রামদাস! আমায় ধর—ধর রক্ষাকর!

রাম। (স্বগত) এরই নাম যমদণ্ড প্রহার! লোকে আবার মানে না। এখন আমি যে মহাবিপদে পড়্‌লাম। আর কারেও ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনা! আমি একা কি করি,—কারে ডাকি!

(ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ।)

ধৃষ্ট। রামদাস! বয়স্য কেমন আছেন?

রাম। আজ্ঞা কেমন কচ্ছেন, এলোমেলো কত কি ...র ...বোধ হয় ঘোর বিকার!

লুব্ধ। সর্প—সর্প—সর্প—চতুর্দ্দিকে সর্প! আমায় দংশন কর্‌লে, রক্ষাকর—রক্ষাকর!

ধৃষ্ট। ভয়কি? ভয়কি? তাইত পূর্ণ বিকার!

রাম। কর্ত্তামশাই! মহারাজ যে আপনাকে দেখ্‌তে এসেছেন।

লুব্ধ। কই! মহারাজ? প্রাণ যায়, বুঝি আর রক্ষা পেলাম না!—

ধৃষ্ট। ভয় কি সখে! যাতে তুমি শীঘ্র আরোগ্য হও, তার উপায় কচ্চি। তোমার কি বড় যাতনা বোধ হচ্চে?

লুব্ধ। যন্ত্রণার কথা বলবার নয়। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল! মরি তায় দুঃখ নাই—কিন্তু আপনার শত্রু নিপাত ক'রে, আমার প্রতিজ্ঞা যে পালন কর্‌তে পারলাম না, এই বড় দুঃখ রইল।

রাম। (স্বগত) অঁ্যা—বলে কি! মরে তবু পরহিংসা ত্যাগ করেনা!

লুব্ধ। মহারাজ? সেদিন আপনাকে পরিহাস ক'রে-ছিলাম, কিন্তু এখন আমি দেখছি, যথার্থই দধিমুখের প্রেত-পুরুষ।

ধৃষ্ট। তাহোক্ অমন হয়ে থাকে, তা কিছু ভয় নাই, (স্বগত) সর্ব্বনাশ কর্‌লে—বুঝি সব প্রকাশ করে, রামদাসকে স্থানান্তরে পাঠাতে হ'ল। (প্রকাশ্যে) রামদাস তুমি একবার শীঘ্র রাজ বৈদ্যকে ডেকে ল'য়ে এস।

রাম। যে আজ্ঞা।

ধৃষ্ট। (স্বগত) এদিকে ত লুব্ধকের এই অবস্থা, ওদিকে সত্যব্রত সুযোগ পেয়ে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ ক'রেছেন, শুন্‌লাম পোষ্য পুত্র আবার সত্যই সেই চন্দ্রহংস হয়েছে,কোথায় শত্রু নিপাত হবে, তা না হয়ে ক্রমশই তার শ্রীবৃদ্ধি হ'তে রইল। যাইহোক বিজয়পুর রাজ্য পাই আর নাপাই এখন কোন কৌশলে চন্দ্রহংসকে নিপাত ক'রে কৌণ্ডিন্য রক্ষা কর্‌তে পারলেই হয়।

লুব্ধ। মহারাজ! ঐ দেখুন্—ঐ দেখুন, দধিমুখ আপনার পশ্চাতেদাঁড়িয়ে,আপনাকে কাট্‌লে—কাট্‌লে—পলায়ন করুন!

ধৃষ্ট। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) অ্যাঁ—অ্যাঁ—কৈ—কোথায়? আমিত দেখ্‌তে পাচ্চিনা!

লুব্ধ। ঐ যে-ঐ যে-ও আবার কে—দধিমুখের পশ্চাতে একটী স্ত্রীলোক! ওঁর মহিষী! মহারাজ দেখ্‌ছেন কি! পলায়ন করুন রক্ষা নাই! সসৈন্যে পুরী আক্রমণ ক'রেছে, আর কেন! বৃথা চেষ্টা, চন্দ্রহংসকে তার পৈতৃক রাজ্য অর্পণ করুন!--

ধৃষ্ট। ভয়ানক প্রলাপ।

লুব্ধ। মার্—মার্—মার্—অসি দাও? বাণ দাও? মহারাজ! চন্দ্রহংস দ্বারে উপস্থিত মার্—মার্ (সহসা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান)

ধৃষ্ট। (লুব্ধককে ধারণ করিয়া) কর কি? কর কি? স্থির হও! স্থির হও!

(লুব্ধকের পুনরায় শয্যায় পতন ও মূর্চ্ছা)

[illegible] কি হ'ল! একেবারে নিস্পন্দ যে—

(কবিরাজ সমভিব্যাহারে রামদাসের পুনঃ প্রবেশ।)

ধৃষ্ঠ। এইযে কবিরাজ মহাশয় এসেছেন!

কবি। আজ্ঞা যখন আপনি লোক পাঠায়েছেন, তখন আমি কি বিলম্ব কর'তে—পারি। এখন কেমন আছেন?

ধৃষ্ঠ। আপনি একবার ভালক'রে দেখুন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছেন।

কবি। যখন আমি এসেছি, তখন আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন, মনে করুন, উনি আরোগ্য হয়েছেন! (লুব্ধকের নাড়ী টিপিয়া স্বগত) এতো দেখছি—শেষ হয়েএসেছে, এখন মৃত্যুর পূর্ব্বে দর্শনীটা নিয়ে বিদায় হ'তে পারলে হয়।

ধৃষ্ঠ। পীড়া নিতান্ত সহজ নয়!

রাম। আমি যখন কবিরাজ মশাইকে ডাকৃতে যাই, তখন যে বেশ কথা কচ্ছিলেন্।

ধৃষ্ঠ। তারপর হঠাৎ একবার উঠে দাঁড়িয়ে সেই যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন—সেই পর্য্যন্ত আর কথা নাই।

রাম। (স্বগত) তবে বুঝি ভগবান্ মুখ তুলে চাইলেন। (প্রকাশ্যে) কই কবিরাজ মশাই কিছুই বলছেন না যে?

কবি। তোমরা অত ব্যস্ত হচ্চ কেন? যখন রোগী আমার হাতে পড়েছে, তখন যদি পরমায়ু থাকে তো একে আরোগ্য না ক'রে উঠ্‌ছিনে। ধন্বন্তরির নিজহস্তের প্রস্তুত কতক গুলি ঔষধ আমার কাছে আছে মৃত্যুঞ্জয়রস আর মৃত-সঞ্জীবনী বটীকার নাম শুনেছেন্‌ত, তাতে রোগ তো সা[illegible] কথা, লিখেছে, "মৃতব্যক্তি ও পুনর্জীবিত হয়"।

রাম। মরা মানুষকে ওযুদ্ খাওয়ান্ কেমন ক'রে?

কবি। তুই চাষা বুঝিস্ কি? তা ছাড়া আমি স্বয়ং একটী ঔষধ আবিষ্কার করেছি, তাতে আরোগ্য না হয় এমন রোগই নাই, নবজ্বর, সন্নিপাতকজ্বর, প্লীহা ও যকৃত্সংযুক্ত-জ্বর, বিষমজ্বর, দ্বৌকালিকজ্বর, ত্রিকালিকজ্বর, জ্বর যতপ্রকার আছে; তারপর উদরাময়, শ্বাস, যক্ষ্মা, সূতিকা, বিস্ফোটক, শিরঃপীড়া, বাত, চক্ষুরোগ, চর্ম্মরোগ, সমস্ত আরোগ্য হয়; এমন কি বাঁজা স্ত্রীলোকও গর্ভবতী হয়।

ধৃষ্ট। (স্বগত) এরত দেখছি মুখেই সব, (প্রকাশ্যে) কবিরাজ-মহাশয় আপনি সাধ্যমত চেষ্টাক'রে দেখুন, আমি আরও তুজন পাঁচজন কবিরাজ লয়ে আসি, পাঁচজনে পরামর্শ ক'রে একটা কায করা উচিত।

কবি। যেআজ্ঞা, আর কারে নিয়ে আস্‌বেন্? আসুন! সে তো ভাল কথা, (স্বগত) কিন্তু শিব এলেও আর কিছু হ'চ্চেনা।

(ধৃষ্টবুদ্ধির প্রস্থান।)

কবি। রামদাস! একটু জল আন ত।

রাম। আর জল এনে কি হবে!

কবি। এই ওষধটী সেবন করিয়ে একবার দেখা যাক্।

রাম। আর সেবন করাবেন কারে? ওঁর কি গেলবার্ শক্তি আছে?

কবি। তবে জিহ্বায় লাগায়ে দাও!

রাম। (স্বগত) এইবারে উৎপাত করলে শেষে কাম-...নাকি? (প্রকাশ্যে) কবিরাজ মশাই, আপনি লাগায়ে ...র ...মায় ওষুধ খাওয়ালে গুণ হয় না।

কবি। তুইত আর ওঁর মা ন'স্।

রাম। আজ্ঞা আমি চিরদিন ওঁকে, পেটের সন্তানের মত দেখি।

কবি। রামদাস! আর দেখ্ছ কি? ধর, শয্যাহইতে নিচে নামিয়ে রাখি।

রাম। ওষুধ বারকর্ত্তে হলনা! ধন্য হাতযশ বাবা, ছুঁতে না ছুঁতেই কাবার।

কবি। আরে ব্যাটা এখন ধর্।

রাম। কবিরাজ মশাই! (জনান্তিকে) কেমন হাঁ কচ্চে যে, যদি কামড়ায়।

কবি। ওরে ব্যাটা হাঁ নয়, ও খাবি, শীঘ্র ধর্!

রাম। মশাই আমি ভৃত্য পায়ের দিকে ধরি!

কবি। আর ধরতে হবেনা হ'য়ে গেছে।

রাম। তবেকি সত্য সত্যই প্রভু আমাদের ছেড়ে গেলেন। (স্বগত) আঃ জগৎসংসার জুড়ুলো। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে) কর্ত্তামশাই গো আমাদের একা ফেলে কোথায় গেলে গো!

কবি। রামদাস! আমি মহারাজকে সংবাদ দিয়ে যাই, তুমি ওঁর সদ্গতির চেষ্টা কর।

রাম। সদ্গতি না অধোগতি?

কবি। (ঈষৎহাস্য করিয়া) তাজানি, পাপাত্মার মরণে এখন যদি সৃষ্টিরক্ষা হয়।

(প্রস্থান।

রাম। (উঠিয়া) সত্যি মরেছেত! আমার [illegible] [illegible]ত

হয়না, এযে যমের অরুচি—(একদৃষ্টে ক্ষণকাল লুব্ধককে দেখিয়া) ও বাবা—কি ভয়ানক মূর্ত্তি হয়েছে? যেন খেতে আস্‌চে, যদি ভূত হয়! কায্‌নেই বাবা দরজা বন্দক'রে পালাই, এখানে থাক্‌লে আবার ছুঁতে হবে।

(প্রস্থান।)

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৌণ্ডিন্য নগর।

উদ্যানমধ্যস্থিত সরোবরতীর।

তরুমূলে চন্দ্রহংস নিদ্রিতাবস্থায় শয়ান।

উদ্যানের অপর পার্শ্ব হইতে গান করিতে করিতে বিষয়াসহ, মায়া (আশা ও রতির প্রবেশ।)

গীত।

চল সইকাননে করি সবে গমন।
পূজিতে মহেশে করি ফুল চয়ন॥

—পুষ্প চয়ন করিতে করিতে—

এ মধুমাখা হাসি, যে দিয়েছে ফুলরাশি,
আয় মুখ মুখী বসি,
করি তাঁরে অর্চ্চন॥

রতি। (অদূরে চন্দ্রচংসকে দেখিয়া)।

যে যারে ধায়।

সে তারে পায়॥

প্রিয়সখি! ঐ দেখ কে শুয়ে আছেন। আজ সকালে ভাই কার মুখ দেখে উঠেছিলে?

বিষ। (সহাস্যে) আশার!

রতি। ওলো তোর মুখের এমন গুণ! কাল সকালে মায়াকে একবার দেখাবি?

আশা। কেন?

রতি। যদি প্রিয়সখীর মত মায়াও একটী পায়!

আশা। আমি তোকে দেখাবো।

রতি। আমি তোর পোড়ারমুখ দেখতে চাইনা।

মায়া। ওসব কথা এখন রাখ, ওভাই দেখ, তখন ওঁর সামান্য পরিচ্ছদ দেখেছিলাম, এখন যে দেখ্‌ছি রাজপরিচ্ছদ, তবে কোন রাজপুত্র হবেন।

রতি। প্রিয়সখীর কথাই সত্য হ'ল, তখন তবে ছদ্মবেশেই এসেছিলেন। পরশমণি কেউ চিনে নিতে পারে কিনা? তাই জেনে গিয়েছিলেন। আয় ভাই! ওঁর পাকড়িতে কি বাঁধা আছে খুলে নিই।

মায়া। দূর—তাকি নিতে আছে!

রতি। দোষ কি? আমরা কি চুরি কর'ব! তবে সেই ছুতয়, নতায় ওঁর—নাম, ধাম, জাত কুল, সব জেনে নেব। প্রিয়সখীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব!

আশা। বেস বলেছিস তাই কর!

রতি। প্রিয়সখি! তুমি নেও।

বিষ। না ভাই, আমি পা'রবনা।

রতি। তুমি ধরা পড়েছ,না পড়তে আছ ; তুমিই নেও।

বিষ। ক্ষমা কর ভাই—আমি পারব না।

রতি। (সতর্কভাবে চন্দ্রচংসের মস্তকের বসন হইতে পত্র আনিয়া) একখানি পত্র! দেখ দেখি কার পত্র ? হয়ত তোমাকে দেবার জন্যে এনেছেন।

বিষ। এ যে দেখ্‌চি দাদার নামের পত্র! বাবার হাতের লেখা !

রতি। (সানন্দে) তবে হ'য়েছে—হ'য়েছে। হয়ত তোমার বিয়ের কথাই লিখেছেন !

মায়া। (মৃদুস্বরে) চুপকর্‌ চুপকর্‌। (বিষয়ার প্রতি) পড়ে দেখনা কি লিখেছেন।

বিষ। (পত্র পাঠ করিয়া সজল নয়নে) হ্যাঁ—আমার বিয়ের কথাই বটে—কিন্তু—এ জনমে নয়। (শিরে করাঘাত পূর্ব্বক ভূতলে উপবেশন)।

মায়া। (সবিস্ময়ে) উঠ উঠ ! কি হ'য়েছে ?

রতি। কেঁদনা, চুপ কর, উনি এখনই জেগে উঠ্‌বেন। কিসের পত্র ?

আশা। কি লেখা আছে, পড়না শুনি !

(বিষয়ার পত্র পাঠ।)

প্রাণাধিক চৈতন্য!

পত্রবাহক চন্দ্রহংসকে রাজা সত্যব্রত পীড়িত বলিয়া ব... আনিবার ছলে, পাঠাইতেছি। কৌশলে "বিষ" দান

কর্‌বে, আমার অপেক্ষা কর্‌ও না। এ কার্য্য কর্‌তে পার্‌লে ভবিষ্যতে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে নির্ব্বিঘ্নে পরম সুখে থাক্‌বে। কারণ পরে জান্‌তে পার্‌বে। অলমতি-বিস্তরেণ।

শ্রীধৃষ্টবুদ্ধি।

মায়া। (শিহরিয়া) কি সর্ব্বনাশ!

রতি। তাইত ভাই! এঁর প্রাণ নষ্ট করলে, মহারাজের কি লাভ হবে? উনি কি মহারাজের শত্রু?

আশা। ওলো তা কেন! কোন রূপ অর্থের লালসায়, কি রাজ্যের লালসায় এ কায কচ্চেন, আমি তোরে নিশ্চিৎ ব'ল্লুম। পত্রের ভাবে বুঝ্‌ছিস্‌নে? "পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে সুখে থাক্‌বে" আর কি সে।

মায়া। তা মিছে নয়, অর্থের জন্য তিনি সব ক'র্ত্তে পারেন। আর না কচ্চেনই বা কি?

আশা। যাই হোক প্রিয়সখি! তুমি এক কায কর, অগ্রে গিয়ে তোমার দাদার কাছে বল যে, "আমি এঁকে পতিত্বে বরণ করেছি।" তাহ'লে তিনি তোমার মুখ চেয়ে, ওঁর প্রাণরক্ষা ক'র্ত্তে পারেন। তোমার দাদা তোমাকে প্রাণা-পেক্ষা ভাল বাসেন। আর স্বভাবতঃই তাঁর দয়ার শরীর, বোধ হয় তিনি এমন নিষ্ঠুর কায ক'র্ত্তে পারবেন না।

বিষ। না সখি! যদি তাতে কৃতকার্য্য না হই, তা হ'লে ত ওঁর প্রাণ রক্ষার উপায়ান্তর নাই, তা আমি পারব না; আমার নিজের স্বার্থের জন্য প্রাণেশ্বরকে মৃত্যুমুখে পাঠাব কি ব'লে। আমার এ বিশুদ্ধ প্রণয়ানুরাগ স্বার্থপর[illegible]নিত

করব না। যদি আমার প্রিয় কার্য্য কর্‌তে তোমাদের বাসনা থাকে, তবে ওঁকে জাগরিত ক'রে সতর্ক ক'রে দাও,—উনি স্বদেশে ফিরে যান। প্রাণেশ্বরকে আসন্ন বিপদ হতে মুক্ত করে যে আনন্দ অনুভব কর্‌ব সেই আনন্দই আমার পবিত্র প্রেমের পুরস্কার, সন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তি, বিচ্ছেদ যাতনার শমতা। আমি এ জনমে আর কিছুই চাই না, আমার বিবাহের সাধ পূর্ণ হয়েছে।

আশা। তবে আর এক কায কর, তাতে দুদিক রক্ষা হবে। মহারাজ লিখেছেন, "ন্দ্রহংসকে বিষ দান করিবে"। তুমি সেই বিষ কথাটির পর একটি "য়া" লিখে দাও!

মায়া। তা হ'লে কি হবে?

আশা। বিষ কথার পর "য়া" লিখে দিলে, "বিষয়া" হ'ল, তা হ'লে বিষ দান করিবে না হ'য়ে, "বিষয়া" দান করিবে হ'ল।

রতি। (আনন্দে করতালি দিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ—প্রিয়সখি! তাই কর। (আশার প্রতি) দিদি আমার তুই বেঁচে থা'ক্, প্রিয়সখীর একটী বর হবে; তোর যেন সাতটী হয়।

মায়া। ভাল রতি! তোরে একটা কথা বলি, এমন সময় কি পরিহাস ভাল লাগে?

রতি। ভাল, আমিও তোরে একটা কথা বলি, অত ভয় কর্‌লে কি লোকের কোন কায করতে হাত আসে! বড় বড় পণ্ডিতের মুখে শুনেছি, বিপদের সময় ধৈর্য্য ধর্‌তে হয়, সাহস করতে হয়।

আশা। এখন আর অন্য কথায় কায নাই, প্রিয় সখি! তুমি লেখ দাও।

বিষ। তোমরা বল্‌চ বটে, কিন্তু আমার ভাই গা কাঁপ্‌চে।

রতি। ভয় কি! যখন জান্‌তে পেরেছি, তখন আমাদের সকলের প্রাণ দিয়েও কি ওঁর প্রাণ রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না?

বিষ। কি দিয়ে লিখ্‌ব?

রতি। আমি জল এনে দিচ্চি, তোমার চখের কাজল দিয়ে কালি কর।

("য়া" লিখিয়া রতির হস্তে বিষয়ার পত্র প্রদান, রতি কর্ত্তৃক চন্দ্রহংসের মস্তকের বসনে পত্র বন্ধন। চন্দ্রহংসের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন।)

রতি। ও ভাই বোধ হয় জাগ্‌ছেন্ চল আমরা এখান হ'তে যাই।

(সকলের প্রস্থান।)

চন্দ্র। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আর যে বেলা নাই—কি কর্‌লাম্! কখন্ বা মমতার সঙ্গে একবার দেখা ক'র্‌ব; আর কখন্ বা কবিরাজ মহাশয়কে ল'য়ে যাব! যাই হোক আমার শত্রু লুব্ধক জীবিত নাই, যত রাত্রি হোক্ কবিরাজ মহাশয়কে ল'য়ে যাব। এখন অগ্রে চৈতন্যের সঙ্গে দেখা ক'রে মহারাজ ধৃষ্টবুদ্ধির পত্র দিইগে।

(প্রস্থান।)

চতুর্থাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মহেশ্বরের মন্দির।

বিষয়া আসীনা।

বিষ। কেনই বা আশার পরামর্শ শুনে এই দুষ্কর্ম্ম কর্‌লাম্? তার চেয়ে তাঁকে যদি সতর্ক ক'রে দিতাম্, তা হ'লে এতক্ষণ তিনি পলায়ন ক'রে নিরাপদ হ'তে পার্‌তেন। পত্র পেয়ে দাদা হয়ত বিবাহের সমুদয় উদ্যোগ ক'র্‌বেন, বিবাহ হয়েও যেতে পারে, তারপর পিতা এলে যে কি সর্ব্বনাশ ক'রবেন তা ভাব্‌তে গেলে আর জ্ঞান থাকে না। তিনি ত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, রাগ হ'লে আত্মপর জ্ঞান থাকে না, তিনি কি আমার মুখের দিকে চাইবেন? হা ভগবন্! কি কর্‌লে! বাবা আশুতোষ! তোমার শরণাপন্ন হ'লাম! দাসীর প্রতি প্রসন্ন হও! একটীবার কৃপা নেত্রে চাও! তা হ'লেই আমার সকল বিপদ্ দূর হবে।

স্তব।

ত্রিশূলী ত্রিপুরান্তক! ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি হে।
শঙ্কা হর শিব শম্ভো শঙ্কিতা কিঙ্করী হে॥
প্রাণপতি পতিত বিপদে, উমাপতি রাখহ শ্রীপদে।
বিঘ্নহর, দাসী কাঁদে বিশ্ববিঘ্নহারি হে॥

আশা, মায়া ও রতির প্রবেশ।

মায়া। (করজোড়ে) বাবা আশুতোষ! তুষ্ট হ'য়ে আজ প্রিয়সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। সতীনাথ! সতীর শঙ্কা দূর কর।

আশা। হে কৃপাসিন্ধো! কৃপা ক'রে প্রিয়সখীর অভিলষিত বর প্রদান কর।

রতি। সে বর্ ত দিয়েছেন্! এখন গললগ্নীকৃতবাসে করজোড়ে বল, "হে বাবা বলদবাহন! এই সঙ্গে তোমার বুড় বলদটী দিয়ে, আশার চির আশা পূর্ণ কর।"

আশা। (রতির গাল টিপিয়া) পোড়ার মুখী, দেবতার সঙ্গেও পরিহাস!

রতি। পরিহাস আবার কি! আমি ত ভালই বলেছি! এখনকার অকাল কুষ্মাণ্ড একগুঁয়ে হতভাগা পুরুষ গুলো অপেক্ষা, এমন শিষ্ট শান্ত বাবার ষাঁড়টী তোর মনে ধরে না? তবে কি না দোষের মধ্যে চারটা পা, তেমন দুখানা হাত নাই; হরণ পুরণ ক'রে নিলেই সমান হবে।

আশা। দূর হ'ক ছাইয়ের কথায় আর কায নাই, এখন সে পত্র খানার কথা কিছু শুন্‌লি!

রতি। না ভাই! বোধ হয় এতক্ষণ যুবরাজ পেয়ে থাক্‌বেন!

মায়া। ওলো মা আস্‌চেন, চুপকর!

(সুমতীর প্রবেশ।)

সুম। ওমা তোমরা সকলেই এখানে আছ?

সকলে। (শশব্যস্তে) কেন মা?

সুম। আমার বিষয়ার যে বিবাহ!

মায়া। কোথায় মা?

আশা। কবে মা?

রতি। কার সঙ্গে মা?

সুম। (সহাস্যে) তোমাদের মহারাজ বিজয়পুরে গিয়ে, রাজা সত্যব্রতের পুত্র চন্দ্রহংসকে পাঠাইয়ে দিয়েছেন! আর চৈতন্যের নামে এক খানা পত্র দিয়েছেন, তাতে লিখেছেন "গমন মাত্রেই চন্দ্রহংসকে বিষয়া দান করিবে।"

বিষ। (স্বগত) পিতা যে কি দান করতে লিখেছেন, তাত মা তুমি কিছুই জান্‌তে পার নাই, তাই তোমার এত আনন্দ হচ্চে।

রতি। (আশার গা টিপিয়া জনান্তিকে) ওলো হয়েছে। (প্রকাশ্যে) মা! রাজপুত্র দেখ্‌তে কেমন?

সুম। আমার বিষয়ার যোগ্য পাত্র বটে, যত রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহের কথা হ'য়েছে এঁর তুল্য রূপবান্ কেহই নয়। বোধ হয় তাতেই মহারাজের মন হ'য়েছে।

রতি। (স্বগত) মত কেমন হয়েছে। মহারাজ রূপ দেখে ভোলবার লোকই বটে! (প্রকাশ্যে) আহা তাহলেই ভাল হয়, আমাদের রাজকুমারী যেমন রূপবতী তেমনি একটী রূপবান্‌পাত্র হ'লেই আমাদের সাধ পূর্ণ হয়।

মায়া। হ্যাঁ মা কবে বিয়ে হবে?

সুম। হয় ত আজই হবে।

রতি। বল কি মা! আজই! প্রিয়সখীর বিয়ের ফুল ফুটে কি পাতা ঢাকা ছিল?

সুম। পত্র পেয়ে চৈতন্য তো বিবাহের সমস্ত আয়োজন ক'রেছে। এখন ভগবানের ইচ্ছায় চন্দ্রহংসের মত হ'লে হয়।

আশা। কেন! তাঁর কি মত নেই?

সুম। একথা এখনও তাঁকে কিছু বলা হয় নেই। তবে পত্রের ভাবে বোধ হয়, তাঁর না হয় তাঁর পিতার মত নেই; কেন না মহারাজ লিখেছেন, "চন্দ্রহংসকে ছলক্রমে পাঠাচ্ছি কৌশলে এঁকে বিষয়া দান করবে।" যদি মত থাক্‌তো তা হ'লে ছল ক'রে পাঠিয়ে কৌশলে কন্যাদান করবার কথা লিখবেন কেন?

রতি। তা সত্য বটে, কিন্তু মা! অমন পাত্র যখন হাতে পেয়েছ, আর মহারাজ—মতক'রে পাঠিয়েছেন, তখন যেমন ক'রে হউক বিবাহ দিতেই হবে।

সুম। এতো মা! বলপ্রকাশের কর্ম্মনয়, তবে দেখি যদি বিধাতার মনে থাকে। (বিষয়ার চিবুক ধরিয়া) আহা! কদিন অসুখে অসুখে মার আমার মুখ্‌খানি শুখিয়ে গেছে! ভবিতব্যের কথা বলা যায় না, যদি তাঁর মত হয়, তাহ'লে এরকম অসুস্থ শরীরে কেমন ক'রে আজ বিবাহ হবে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা।

রতি। কেন! প্রিয়সখী আজ্‌তো ভাল আছেন?

মায়া। মা! ঐ দেখুন্‌ যুবরাজের সঙ্গে কে একজন এই দিকে আস্‌ছেন।

সুম। ঐ উনিই রাজা সত্যব্রতের পুত্র চন্দ্রহংস। ওঁরা এই দিকেই আস্‌ছেন, আর বোধ করি বিবাহের কথাই হচ্চে। চল আমরা মন্দিরের পশ্চাতে গিয়ে শুনি।

(সকলের মন্দিরের পশ্চাতে গমন।)

(চৈতন্য ও চন্দ্রহংসের প্রবেশ, উভয়ের শিবপ্রণাম।)

চৈত। সেজন্য আপনার কোন চিন্তা নাই,। আমি এই দণ্ডেই একজন বিশ্বাসী লোকের সঙ্গে কবিরাজকে একখানি দ্রুতগামী রথে ক'রে বিজয়পুরে পাঠিয়ে দিচ্চি। আর আপনার না যাওয়ার কারণ আপনার পিতাকে লিখে পাঠাচ্চি।

চন্দ্র। ভাল! আপনিই বা এত ব্যস্ত হ'চ্চেন্ কেন?

চৈত। আমার ব্যস্ত হবার কারণ আপনাকে তো ব'ল্লেম, পিতা অদ্যই আপনাকে বিষয়া দান কর্‌তে লিখেছেন।

চন্দ্র। মহারাজ তো বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথাই সেখানে উত্থাপন করেন নাই।

চৈত। বোধ হয়, আপনার পিতা পীড়িত ব'লে বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা সেখানে উত্থাপন হয় নাই।

চন্দ্র। তাঁর পীড়া আরোগ্য হ'লে তো বিবাহ হ'তে পারে?

চৈত। ঈশ্বর না করুন্, তাঁর যদি শারীরিক কোন অমঙ্গল ঘটে, তাহ'লে শীঘ্র আর এ বিবা হ হ'তেপারে না।

রতি। (মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগ হইতে মুখ বাড়াইয়া) দাদা! মা বল্‌চেন, "যদি উনি—বিবাহ না করেন, তাহ'লে আমি আত্মঘাতিনী হব।"

চৈত। হ্যাঁ ভাল কথা, আমার ব্যস্ত হবার বিশেষ কারণ, আমার বিমাতার একটী কন্যা ছিল, কিছুদিন হ'ল সেটীর কাল হওয়াতে, তার শোকে মা, অত্যন্ত কাতরা হ'য়ে আছেন।

আবার সেই ভগ্নীটীর মৃত্যুর পূর্ব্ব হ'তেই ভগ্নীপতিটী যে, কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়েছেন, সেই অবধি তাঁরও কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্চে না। সুতরাং মাকে আর কিছুতেই সান্ত্বনা ক'রে রাখ্‌তে পারিনা। আজ এই বিবাহের কথা শুনে অবধি, ওঁর সে শোকটা অনেক লাঘব হ'য়েছে, অনেক দিন পরে ওঁর মুখে আজ হাসি বেরিয়েছে।

সুম। (মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগ হইতে, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইয়া) বাপ! আজ তোমায় দেখে, আমি ধর্ম্মরাজকে পুনরায় পেয়েছি ব'লে বোধ হ'চ্চে।

চৈত। উনিই আমার বিমাতা, ওঁরই জামাতা, যিনি নিরুদ্দেশ হ'য়েছেন, তাঁর নাম ধর্ম্মরাজ।

চন্দ্র। মা! আপনাকে প্রণাম করি! (প্রণাম)

সুম। এস বাপ! দীর্ঘজীবী হ'য়ে সুখে থাক। তুমি আমার বিষয়ার পাণিগ্রহণ কর্‌লে, আমি সকল শোক ভুলে গিয়ে, তোমাদের নিয়ে পুনরায় সংসারের আমোদে মন দিতে পার্‌ব।

রতি। লোকে কথায় বলে, "যাচাকন্যা, কাচা কাপড়," ত্যাগ কর্‌তে নাই।

চৈত। তুই পোড়ারমুখী চুপ্‌কর।

সুম। দেখ বাপ, তোমায় দেখে অবধি, তোমার উপর আমার পুত্র-স্নেহ জন্মেছে।

চন্দ্র। আমারও মা নাই, আজ হ'তে আপনি আমার "মা" হ'লেন।

রতি। তাহ'লে রাজকুমারীর সঙ্গে ওঁর বিয়ে হবে কেমন ক'রে? সম্বন্ধে ওঁরা যে ভাই বোন্ হ'লেন।

চৈত। তুই যে ভারি হাড় জ্বালাতে লাগ্‌লি, তুই এখান হ'তে চ'লে যা!

সুম। আমার বিষয়াকে উনি যদি দেখ্‌তে চান্ তো দেখুন্।

চন্দ্র। না! আর দেখ্‌বার প্রয়োজন নাই। মা আপনি ব্যস্ত হবেন্ না, বিবাহ আমি নিশ্চয়ই ক'র্‌ব। তবে, বিবাহের পূর্ব্বে একবার পিতাকে জানান যুক্তিসঙ্গত কি না আপনিই কেন বিবেচনা ক'রে দেখুন না?

চৈত। সুতরাং, তবে তাই হবে। কিন্তু, আপনাকে আমি ছেড়েদিতে পারিনে, আমি বরং একজন লোকের হাতে পত্র লিখে, আপনার পিতার মত আনাই, আর সেই সঙ্গে কবিরাজ মহাশয়কে পাঠিয়ে দিই। আপনি সেই পর্য্যন্ত অনুগ্রহ ক'রে এইখানেই থাকুন।

চন্দ্র। কি করি, তবে তাই হ'ক্।

(চৈতন্য ও চন্দ্রহংসের প্রস্থান।)

(মন্দিরের পশ্চাৎ হইতে সুমতি প্রভৃতির পুনঃ প্রবেশ।)

আশা। কেমন ভাই! একগুঁয়ে; সেই যে "না" ব'লে-ছেন, কিছুতেই আর হ্যাঁ—বলাতে পার্‌লেন্ না।

রতি। আমি যদি হ্যাঁ বলাতে পারি!

আশা। মা পার্‌লেন্ না, দাদা পার্‌লেন্ না, আর উনি মত করাবেন।

মায়া। তা ভাই ওর অসাধ্যি কায নাই।

রতি। দাদা যে বক্‌তে লাগ্‌লেন্, তা না হ'লে, আমি এখনি মত করাতেম।

সুম। মা! তবে তোমরা একবার চেষ্টা ক'রে দেখ, আমি এখন যাই!

(সুমতির প্রস্থান।)

বিষ। এই তো ভাই আমার আশা ভরসা সব জলাঞ্জলি হ'ল। উনি আমায় বিবাহ না করুন্ তায় আমার দুঃখ নেই, এখন ওঁর জীবন রক্ষা হ'লে হয়; সেই জন্যেই আমি তখন ব'লেছিলাম, ওঁকে সতর্ক ক'রে দাও, উনি পলায়ন ক'রে নিরাপদ হ'ন, এখনও ভাই তাই কর!

রতি। সে জন্যে তোমার কিছুই ভাবনা নেই। সত্যব্রতের কাছে লোক পাঠান বন্দ ক'র্‌ব। আজ রাত্রের মধ্যেই তোমার বিয়ে দেওয়াব।

রতি এম্‌নি মন্ত্র জানে।
যোগ ছাড়ে যোগী জনে॥

ঘটককে কিন্তু ভাল ক'রে বিদেয় ক'র্‌তে হবে। প্রিয়সখি! তুমি কিন্তু ভাই! অমন ক'রে বিষণ্ণ বদনে থেকোনা; তাহ'লে মাকে গিয়ে ব'লে দেবো যে, প্রিয়সখীর এখনও অসুখ আছে, আজ বিয়ে হবেনা।

মায়া। আজই হ'ক, তুই তাই কর্ দেখি!

রতি। পার্‌বনা? আশা! আমার সঙ্গে আয়ত ভাই!

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থাঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদকাননস্থ বিশ্রাম গৃহ।

(চন্দ্রহংস পালঙ্কোপরি অৰ্দ্ধশয়ান।)

চন্দ্র। (স্বগত) এখানকার পরিচিত অপরিচিত সকলের সঙ্গেই দেখা হ'ল,কেবল আমার জীবনদায়িনী মমতাকে একটী-বার দেখ্‌তে পেলাম না। বোধ হয়, আমি এসেছি জান্‌তে পারেনি। নিজের সহোদরা ভগ্নীতেও তত মমতা জানাতে পারেনা, আমি কি কখনও তার সে ঋণ পরিষোধ কর্‌তে পারব? একমাত্র তারই যত্নে এখনও আমি এ পৃথিবীতে জীবিত আছি, নচেৎ এতদিনে লুব্ধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ত, সে যে কেন আমার শত্রু হ'য়েছিল বুঝ্‌তে পারিনে; এতদিনে বোধ হয় মমতা জান্‌তে পেরেছে, লুব্ধক কেন আমার শত্রু হয়েছিল। এখানে রাজকুমারীকে বিবাহ ক'র্‌লে মমতাকে আমি সৰ্ব্বদা দেখ্‌তে পাব, মমতাও আমাকে সৰ্ব্বদা দেখ্‌তে পাবে; আর সেই যদি এখানে বদ্ধহয়ে থাকৃতে হ'ল, তখন আজই বিবাহ হ'লে হ'ত, মহারাজ ধৃষ্টবুদ্ধি অনুরোধ ক'র্‌লে যে, পিতা অমত ক'র্‌বেন তাতো বোধ হয় না। পূর্ব্বে দুই এক বার রাজকুমারীকে দেখেছি, সুন্দরী বটে, লোকের মুখেও

শুনেছি, বুদ্ধিমতী ও শান্ত স্বভাবা; কিন্তু আমার প্রতি তাঁর কিরূপ অনুরাগ মমতা থাক্‌লে জান্‌তে পার্‌তাম, যাইহো'ক যখন যুবরাজ আর মা রাজমহিষীর নিকট স্বীকার করেছি, তখন বিবাহ কর্‌তেই হবে।

(রতি ও আশার প্রবেশ।)

আশা। চোক্ চেয়ে কি মানুষ ঘুমায় ভাই ?

রতি। কেন ?

আশা। তা নাহ'লে ঘরের ভিতর মানুষ এলে, মানুষের চোকে পড়েনা ?

রতি। সকলের চোকে কি সকলে পড়ে! তুই যদি মমতা হতিস্, তাহ'লে চোক্ দূরে থাক্—

চন্দ্র। অঁ্যা! কি বল্লে! মমতা! কৈ মমতা ?

রতি। ওলো শুন্‌লি! ঐ শোন্!

চন্দ্র। আপনারা বল্‌তে পারেন, মমতা কোথায় ?

(রতি ও আশার উচ্চ হাস্য)

চন্দ্র। (অপ্রতিভ হইয়া) কেন ? কেন ? আমিত হাসির কথা কিছু বলি নাই, মমতার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে ব'লে, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি!

আশা। তা আমরা বেশ জানি, পরিচয় ব'লে পরিচয়!

চন্দ্র। না পরিহাসের কথা নয়, যদি জানেন্ ত বলুন্, মমতা কোথায় ?

রতি। সতীন হবে শুনে, সে গলায় দড়ি দিয়ে ম'রেছে!

চন্দ্র। আপনারা দেখ্‌ছি কেবল পরিহাসই কর্ব্বেন্, সত্য কি মমতা জীবিতা নাই ?

রতি। সে যদি মর্‌বে তবে লোকের পাকাধানে মই দেবে কে?

চন্দ্র। একথার ভাব কি?

রতি। ভাব আমার মাথা, আহা! যেন কিছুই জানেন না, আপনি কি মনে করেছেন, আপনাকে আমরা চিন্‌তে পারিনে; না আপনার গুণাগুণ আমরা কিছুই জানিনে?

ওহে বংশীধারি! এই ব্রজপুরী, ছিল হে তোমারি, বিলাসধাম।
চরাইতে ধেনু, বাজাইতে বেণু, মজাইতে গোপ- ললনা, শ্যাম॥
এবে ত্যজি ধড়া, মুড়াইয়ে চুড়া, পরিয়াছ এই, মোহন সাজ।
আমরা তাব'লে, যাইব কি ভুলে, ও বাঁকানয়নে, হে রসরাজ॥

এখন আবার কেমন ভাল মানষ হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন, "মমতা কোথায়" আহা! যেন কিছুই জানেন্ না! সে এখন রাজা সত্যব্রতের পুত্ত্রবধূ হ'য়ে বিজয়পুরে বাস ক'র্‌ছে!

চন্দ্র। আপনি দেখ্‌ছি ওবিষয়ে বিশেষ পণ্ডিতা!

রতি। মমতার মত তত নয়, তার কাছেই, আমাদের শিক্ষা। যাই হোক্ আপনি আর মমতাকে পাচ্চেন্ না, তার আশা ছেড়ে দিন!

চন্দ্র। আমি আর কিছুই চাই না, আপনারা অনুগ্রহ ক'রে ব'লে দিন্, মমতা কোথায়?

রতি। কথায় বলে—

তুই রে! আমার্ মিছরির্‌ছুরী।
যাক্ প্রাণ, খেয়ে মরি॥

মমতা কোথায়, কোথায় গেলে তার সঙ্গে দেখা হবে, ব'লে দিলে আমায় কি দেবেন্?

চন্দ্র। আমার সাধ্য হয়ত, যা চাইবেন, তাই দেব।

রতি। ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বলছেন, যা চাইব, তাই দেবেন!

চন্দ্র। হ্যাঁ যদি সাধ্য হয়!

রতি। সাধ্য না হলেই বা চাইব কেন? আমার একটী অনুরোধ আপনাকে রক্ষা করতে হবে!

চন্দ্র। কি অনুরোধ বলুন!

রতি। যুবরাজ ও রাজমহিষী যে জন্যে আপনাকে অনুরোধ করেছেন, আমারও সেই ভিক্ষা, আমাদের রাজকুমারীকে আপনার বিবাহ ক'র্‌তে হবে!

চন্দ্র। তা'ত স্বীকার করেছি যে, যদি কখনও বিবাহ করি—

রতি। যদি কখন করেন! যদির জন্য আমি অনুরোধ জানাতে আসিনেই, বিবাহ আজই ক'র্‌তে হবে!

চন্দ্র। (স্বগত) আর কেন, স্বীকার করি, তবে মমতা কোথায় আছে এই সুযোগে জেনে নিই।

আশা। কৈইলো! চুপক'রে রইলেন যে, কিছুই ব'ললেন না কেন?

রতি। ব'লবেন আর কি, "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্"।

চন্দ্র। ভাল সে কথা পরে হবে, অগ্রে বলুন মমতা কোথায়?

রতি। হায়রে কপাল—পাখিরে যত বলি—

তুই রাধা রাধা বল,
তোরে দিব পাকা ফল।
স্বভাবগুনে, আপন মনে,
কাটে সে শিকল।॥

চন্দ্র। (আশার প্রতি) আপনি বলুন ত মমতা কোথায়?

রতি। আমি ভিন্ন মমতার সম্বন্ধে আর কেউ কিছু জানেনা, আপনি যদি আমার কথা না রাখেন, তাহ'লে মমতার সঙ্গে আপনার আর এজন্মে দেখা হবে না, তাছাড়া লোকের কাছে আপনার কলঙ্ক রটিয়ে বেড়াব।

চন্দ্র। মিথ্যা কলঙ্ক কতদিন থাকে! আমরা ত ধর্ম্মের দ্বারে খাঁটি আছি।

রতি। ভালই, আশা আয়লো আয়, আমরা যুবরাজ ও রাজমহিষীকে বলিগে,আপনারা বৃথা কেন আয়াস পাচ্চেন, তিনি বিবাহ ক'র্‌বেন না! মমতা তাঁকে—

চন্দ্র। যাবেন না, যাবেন না! বসুন্ অগ্রে আমার কথাটাই শুনুন!

রতি। শুনবো আর কি! আপনি ক্ষত্রিয় হয়ে, প্রতিজ্ঞা ক'রে, যদি সেই প্রতিজ্ঞা পালন না করেন, নাই ক'র্‌বেন।

চন্দ্র। আপনিও ত এখন বলেন নাই মমতা কোথায়?

রতি। তাই বল্লেই আপনি স্বীকার ক'র্‌বেন?

আশা। আপনার ভাবনা নেই, সে জীবিতা আছে! তবে পাঁচজনে পাঁচকথা বলে, ব'লেই, তাই লজ্জায় দেখা কচ্চেনা।

চন্দ্র। রাজকুমারীর কি ইচ্ছা, আজই বিবাহ হয়?

রতি। স্ত্রীলোক পরাধীনা, তাদের ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় কি আসে যায়।

(চৈতন্যের প্রবেশ।)

দাদা! ইনি আজই বিবাহ ক'র্‌তে স্বীকার ক'রেছেন।

চৈত। (সোৎসাহে) অ্যাঁ—সত্য?

চন্দ্র। অগত্যা।

রতি। কেন! উপরোধে ঢেঁকি গেলা নাকি?

চৈত। আমি পিতার পত্র পেয়ে অগ্রেই সমস্ত আয়োজন ক'রেছি, অবশিষ্ট যা বাকি আছে, এখনি গিয়ে সম্পাদন ক'র্‌ছি। (রতি ও আশার প্রতি) তোমরা তবে ওঁকে সঙ্গে ক'রে অন্তঃপুরে লয়ে এস।

(চৈতন্যের প্রস্থান।)

চন্দ্র। (রতির প্রতি ঈষৎ হাস্যে) এই ত আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল, এখন বলুন মমতা কোথায়?

রতি। বল্‌ব আর কি! চলুন একবার দুইপাশে দুজনকে বসিয়ে দিইগে।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থাঙ্ক।

—০ঃ০—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বিষয়ার গৃহ।

বিষয়া আসীনা।

(বসন ভূষণ লইয়া আশা ও রতির প্রবেশ।)

রতি। (বিষয়ার চিবুক ধারণ করিয়া গান)

বদন তব চন্দ্র জিনি মরি কিবা শোভন।
দিব কি বল সজনি, তব ভূষণ্‌॥

প্রচুর ধর লাবণ্য, মুনি মানস মোহন।
নাগরের লোচন বিনোদন্ ॥
লয়ে প্রেমময়ি ফুল্ল ফুল প্রেম উপহার ;
মিনতি সখি সাজলো, করিবে বঁধু আদর,
প্রাণ মন করিয়ে অর্পণ্ ॥
রসিক মন রঞ্জন, নয়নে দিব অঞ্জন,
চারু ললাটে দিব চন্দন্—
চিকুর তব বাঁধিব, মদন মন মাতাব,
প্রেয়সী জ্ঞানে যাচিবে চুম্বন্ ॥

আশা। বাঁধলো কুন্তল সই কনক প্রসূনে।
শোভিবে তারকা যথা সুনীল গগণে ॥
অঞ্জন রঞ্জিত তব বঙ্কিম নয়নে,
রঞ্জিবে রসিক আঁখি, পীড়িবে পরাণে ॥
ঢল ঢল এ লাবণ্যে, টল টল মুনি মন,
প্রাণেশ অধীর হবে অধর চুম্বনে ॥

রতি। (বিষয়ার নতবদন উত্তোলন করিয়া) ওলো তোরা দেখ দেখি ?

এ চাঁদ দেখে কে না ভোলে।
এ চাঁদ দেখে কে না জ্বলে ॥

প্রিয়সখি! ছি ভাই, এখনও তোমার বিরস বদন! আজ শুভ দিন, আজ তোমার চিরআশা সফল হবে, আজ কি এমন বিষণ্ণ বদনে থাক্‌তে আছে।

বিষ। কি করি ভাই ? পরিণাম ভাবনা ভেবেই, আমার মন অত্যন্ত অস্থির হ'য়েছে।

রতি। ছি ভাই? তুমি আপনার অমঙ্গল, আপনিই ডেকে আন্‌ছ, তুমি যে দেখ্‌তে পাই, আপনিই সব প্রকাশ ক'রে ফেল!

বিষ। যত মনে করি ভাব্‌বোনা,বিধাতার মনে যা আছে তাই হবে; তত যেটী মন্দ সেইটীই আগে মনে এসে। তিনি যে পিতার মনের কথা কিছুই জানেন না।

রতি। সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নেই, এমন সরল প্রাণা যে, তার পরমেশ্বর কখনই মন্দ ক'র্‌বেন না। তুমি ওসব কুচিন্তা পরিত্যাগ কর।

কাঁদেরে চাঁদেরে হেরে প্রাণ সখী নাহি ভোলে।
আয়রে মন চোরা চাঁদ চিক্‌ দিয়ে যা সখীর ভালে॥
কতদিন মেঘের কোলে, লুকোচুরি খেলে ছিলে,
অমেঘে আজ কুতূহলে,
কর খেলা সখীর কোলে॥

(মায়ার প্রবেশ।)

মায়া। ওলো তোরা এখনও গাওনা বাজনা কচ্চিস্‌! ওদিকে যে বিয়ের সময় হ'য়ে এলো, প্রিয়সখীর সাজগোজ সব হয়েছে? এইযে, আমরি মরি—ঠিক যেন সোণার প্রতিমা খানি, ইচ্ছে হচ্ছে আমিই ওঁকে বিয়ে ক'রে ফেলি।

রতি। তানয়, তোমার মনে মনে হিংসা হচ্ছে যে প্রিয়সখীর বিয়ে হ'ল আর্‌ আমার হ'ল না।

মায়া। তুই ভাই আজ্‌ যা ব'ল্‌বি, তাই সহ্য ক'র্‌ব যেখানে যাই, সেই খানেই তোর্‌ প্রশংসা; হ্যাঁ ভাই! তুই কি কোন রকম্‌ মন্ত্র জানিস্‌?

রতি। তা জানিনে ত কি! বল্‌না, মন্ত্রের জোরে তোদেরও এক একটী বর এনে দিই!

মায়া। আর্ তোর্ নিজের্?

রতি। নিজের বেলা মন্ত্র ফোরে না।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি।)

আশা। ওলো শুন্‌ছিস্! আর বিলম্ব ক'রে কায্ নাই।

(নেপথ্যে) ওমা! রতি! মায়া! আশা! তোমরা, বিষয়াকে নিয়ে এস!

আশা। ওলো মা ডাক্‌ছেন্, চল্ শীঘ্র যাই!

বিষ। আমার ভাই পা থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে, বুক দুর্ দুর্ ক'র্‌ছে।

মায়া। বিয়ের দিন্ অমন হ'য়ে থাকে!

রতি। আমি ভাই! একবার এম্‌নি জোরে ঠাকুর জামা-য়ের কাণ মলে দেব, তা মনেই আছে, আমাদের বড় কষ্ট দিয়েছেন্।

(সকলের প্রস্থান।)

——:০:——

চতুর্থাঙ্ক।

—০ঃ০—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজ-ভবন—বিলাস-মন্দির।

(প্রতিবাসিনীদ্বয় উপবিষ্টা।)

১ম প্র। ওলো! এ কিরকম বিয়ে ভাই? কেউ জান্‌লো না শুন্‌লো না চুপী চুপী বিয়ে হয়ে গেল, রাজারাজড়ার কাণ্ডই এক স্বতন্তর।

২য় প্র। ওলো তা নয়, বরেদের নাকি এ বিয়েতে মত হয় নেই, তাই ফাঁকি দিয়ে ছল ক'রে বরকে আনিয়ে বিয়ে দিচ্ছে, যাইহোক যেমন মেয়ে, তেম্‌নি জামাই হয়েছে।

১ম প্র। আহা! ভাল হলেই ভাল, একে মেয়েটীর মা নেই?

২য় প্র। নিজের মা নেই বটে, কিন্তু সৎমা, বড় ভাল! আপনার পেটের সন্তানের চেয়েও ওদের ভাই-বোন্‌কে বেশী ভালবাসে, ওদের যে মা নেই, তা ওরা জান্‌তে পারেনা।

(চন্দ্রহংস এবং বিষয়াকে লইয়া আশা, মায়া, ও রতির প্রবেশ।)

রতি। ঠাকুরজামাই! আর ভাই মশাই মশাই কর্‌তে পারিনে। (বিষয়ার চিবুক ধরিয়া) বল দেখি সেই মুখখানি ভাল, কি এই মুখখানি ভাল?

চন্দ্র। আর কোন মুখখানি?

রতি। যে মুখখানি তোমার হৃদয়পটে আঁকা আছে!

চন্দ্র। কেন আপনি মমতাকে অকারণ নিন্দা করেন?

রতি! ওলো তোরা শুন্‌লি ভাই; "ঠাকুরঘরে কে, না আমি কলা খাইনে।" আমি কি মমতার কথা কিছু বল্‌ছি?

আশা। যা হবার হয়েছে, আর কেন ওঁকে লজ্জা দিস্!

চন্দ্র। সতীকে অসতী বলা মহাপাপ।

রতি! আর কলঙ্কভঞ্জনে কাজ কি!

কুন্তী তোমার বড়সতী।
আইবুড়তে পুত্রবতী॥

চন্দ্র। আপনি কি তবে সত্য সত্যই আমাদের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করেন্?

রতি। সন্দেহ? না, না, তাকি পারি। শ্রীকৃষ্ণ ব'লে ছিলেন—

পরনারী নাহি হরি!
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করি॥

তুমি ভাই আমাদের শাপভ্রষ্ট সেই শ্রীকৃষ্ণ।

১ম প্র। হ্যাঁলা! আমরা কি বসে বসে তোদের ঠারের কথা শুন্‌ব? তোদের ঠাকুরজামাইকে একটা গান ক'র্‌তে বল্‌না!

মায়া। আমি ভাই কিছু সন্দেহ করিনা, তুমি একটী গান কর?

চন্দ্র। ওঁরা সন্দেহ ক'রে সুখী হন, হোন্, ধর্ম্ম জানেন।

রতি। ওভাই! শাপ দেন্ যে—

যে মনে মনে গাল দেবে।
সে একজনের মাথা খাবে॥

২য় প্র। ওহে ভাই, নাত্‌জামাই। তুমি একটা গান করত বসি, নাহ'লে উঠে যাই।

চন্দ্র। আমিত গান ভাল জানি না!

প্রম প্র। রতি! তবে তুই একটা গান কর্‌ত।

রতি। ঠাকুরজামাই আবার কি মনে কর্‌বেন্!

প্রম প্র। কি আর মনে কর্‌বেন!

চন্দ্র। বেশ্‌ত, গান করুন না।

রতি। তাহ'লে আমাকে ভাল বাসবেন?

চন্দ্র। ভাল কি বাসিনা!

রতি। আচ্ছা, তবে গাচ্চি।

গীত।

তার যেন না কাঁদে প্রাণ-মন।
সে সুখে থাক্, আমায় কাঁদাক্,
আমি হইরে জ্বালাতন॥
যারে সে দিয়েছে প্রাণ, যার প্রতি তার মন,
সে যেন হয়ে আপন,
(তারে) সুখে রাখে সর্ব্বক্ষণ॥

নেপথ্যে। চৈতন্য! চৈতন্য! ও চৈতন্য—

(চকিতভাবে মায়া, আশা, রতি ও বিষয়ার গাত্রোত্থান।)

(প্রতিবাসিনীদ্বয়ের প্রস্থান।)

বিষ। (সভয়ে) পিতার কণ্ঠস্বর যে?

আশা। চুপকর্! চুপকর্! ভয় কি!

নেপথ্যে। কুলাঙ্গার! আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লি! কোথায় গেল সে হতভাগা?

চন্দ্র। কি হয়েছে?

রতি। বোধ হয়, যুবরাজ কোন রকম দোষ করেছেন, তাই মহারাজ তিরস্কার কর্‌ছেন।

বিষ। (সরোদনে) আশা! কি হবে ভাই? দাদা কোথায়?

চন্দ্র। তোমরা অত ভয় পাচ্চ কেন?

মায়া। রাগ হ'লে মহারাজের জ্ঞান থাকে না, সামান্য কারণে প্রমাদ ঘটান্।

নেপথ্যে। আজ্ তোর নিস্তার নাই, তোর মত কুপুত্রের মুখদর্শন কর্‌তে নেই?

রতি। বোধহয় এই দিকেই আস্‌ছেন।

বিষ। মায়া! কি হ'লো ভাই?

চন্দ। আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা, আমি গিয়ে দেখি, কি হয়েছে।

মায়া। (চন্দ্রহংসের হস্ত ধারণ করিয়া) না,না, ওঁর রাগ বড় ভয়ানক, কারও কথা রাখেন্ না, এমন সময় সন্মুখে গেলে মান থাক্‌বে না!

আশা। ঐ যে এইদিকেই আস্‌চেন, চল আমরা অন্য-ঘরে যাই।

(চন্দ্রহংসকে লইয়া সকলের গৃহান্তরে প্রস্থান।)

(ধৃষ্টবুদ্ধি ও চৈতন্যের প্রবেশ।)

চৈত। আমার কি অপরাধ হয়েছে বলুন!

ধৃষ্ট। কুলাঙ্গার! এখন আমার সম্মুখে আসিস্ নে!

চৈত। কি করেছি বলুন, ব'লে ভৎর্সনা করুন?

ধৃষ্ট। পুনর্ব্বার কথা কচ্ছিস্! আমার সম্মুখে হ'তে এখনি দূর হ?

(সুমতির প্রবেশ।)

সুম। চৈতন্য যদি কোন মন্দ কায ক'রে থাকে, কাল না হয় তিরস্কার কর্‌বেন, আজ এ শুভকার্য্যের দিনে এমন ক'চ্চেন কেন?

ধৃষ্ট। ওঃ! এখন সকল সন্দেহ দূর হ'লো। এমন মায়াবিনী ডাকিনী যার ঘরে আছে, তার সর্ব্বনাশ হবে না! তুই যেজন্য বার বার আমাকে ব'লে, কৃতকার্য্য হ'তে পারিস্ নেই, মনে করেছিস্ আজ কৌশলে সেই কায উদ্ধার কর্‌বি? তা কখনই হবে না, কিছুতেই তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌তে দেবো না, এখনি তুই রাজবাটী হইতে দূর-হ, আজ হ'তে আমি তোর স্বামী নই—তুই আমার স্ত্রী ন'স্।

সুম। আমিত চিরদিনই আপনার কাছে অপরাধিনী আছি! কিন্তু আজ আমার কি অপরাধ দেখ্‌লেন? আমার উপর আপনার ক্রোধের কারণ কি?

ধৃষ্ট! ক্রোধের কারণ তোর মুখদর্শন, এখনও গেলি না! যা, দূর হ—(কেশাকর্ষণ)

চৈত। (ধৃষ্টবুদ্ধির চরণ ধরিয়া) ছাড়ুন, ছাড়ুন, সর্ব্ব-নাশ কর্‌বেন না।

সুম। (চক্ষের জল অঞ্চলে মুছিয়া) ভগবান্‌কে সাক্ষী-কর্‌লে, স্বামীর অধোগতি, স্বামিনিন্দায় নিজের অধোগতি,

শুভকার্য্যের দিন চোখের জল ফেল্লে, বাছার আমার অমঙ্গল হবে, চোখের জল চোখে রেখে স্বামীর আজ্ঞাই পালন কর্‌ব। নিষ্ঠুর! যদি সুমতি গৃহ পরিত্যাগ কর্‌লে তুমি স্বচ্ছন্দে থাক, তবে আমি তোমার সুখের বিঘ্ন কর্‌তে চাই নে,—আজই আমাকে গৃহের বাহির ক'রে দিয়ে সুখী হও!

(প্রস্থান।)

(সুমতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চৈতন্যের প্রস্থান।)

ধৃষ্ট। এমন স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যায় কায নাই, এ রাজবাটী শ্মশানভূমি ক'রে, পুনর্ব্বার নূতন রাজবাটী প্রস্তুত ক'র্‌ব। শত্রুর সহিত আজ সকলকেই নিপাত কর্‌ব। (অসি নিষ্কোষিত করিতে, হস্ত হইতে অসি পতন।) বিড়ম্বনা! নিতান্তই বিড়ম্বনা! ধৃষ্টবুদ্ধির হস্ত হইতে কখন অসি পতন হয় নাই! লুব্ধক!—এ দুঃসময়ে কোথায় রইলে,! তুমিই আমার প্রকৃত বন্ধু ছিলে, তোমার গুণে অসংখ্য বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পেয়েছি, আজ প্রাণের বন্ধুকে ফেলে কোথায় গেলে, একবার এস, বুদ্ধি দাও, আমি আজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়েছি! আমার রাজবাটী, যেন আমার নয়। অথবা ঠিক্ যেন কারাগারে বদ্ধ আছি বলে বোধ হচ্চে! আশা, ভরসা কিছুই হৃদয়ে স্থান পাচ্চে না। হতাশ! যেদিকে যাই হতাশেরই মলিন মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না। প্রাণের বন্ধু? এসময় একবার এস! একবার ধৃষ্টবুদ্ধিকে দেখা দাও, হুঙ্কার শব্দে মা—ভৈ, মা—ভৈ রবে অভয় প্রদান কর।

(অসিহস্তে পরিক্রমণ করিতে করিতে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ও ক্ষণেক চিন্তা করিয়া।)

না! প্রাণ-থাক্‌তে নয়! যতদিন জীবন থাক্‌বে, সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর্‌ব না। যে কৌশলে, যে মন্ত্রনায়, যে চাতুর্য্যে ধৃষ্টবুদ্ধির এই অতুল ঐশ্বর্য্য হয়েছে, আজও সেই উপায় অবলম্বন ক'রব, শত্রুকে মৌখিক হৃদ্যতা দেখাব।

(প্রস্থান।)

পঞ্চমাঙ্ক।

—০ঃ০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(গান করিতে করিতে নৈবেদ্য মস্তকে ভৃত্য ভরতের প্রবেশ।)'

গীত।

চিন্তে পারে কে তোমারে হে চিন্তামণি।
তুমি কারে সদয়, কারে নিদয়, হও গুণমণি॥

ভর। ক'চে—চ'লে আয় রে—ও ক'চে!

নেপথ্যে। যা—চ্চি, যা—চ্চি, রে—

ভর। দিনান্তে কেউ ভিক্ষা ক'রে, সুখে অন্ন দেয় উদরে,
ওরে—ও ক'চে—ক'চেরে—

নেপথ্যে। যাই রে—

ভর। দিনান্তে কেউ ভিক্ষাকরে, সুখে অন্ন দেয় উদরে,
রাজা ক'রেও কাঁদাও কারে,
দিবা যামিনী॥

(নৃত্য)

(ভৃত্য-কচ ও চন্দ্রহংসের প্রবেশ।)

ভর। ক'চে বলে দেব ?

কচ। কি ব'লে দিবি ?

ভর। রম্ভার কথা !

কচ। এক চড়ে চাপালি উড়িয়ে দেব, ফের্ সেই কথা ! তোকে বার বার বারণ কচ্চি, তবু সেই কথা। জামাইবাবু ! এই নৈবিদ্যী রইল, ওর সঙ্গে যে যাবে—সে এক হে—

ভর। সে এক কি বল্ ?

কচ। চুপকর্ বল্‌চি, থানে অথানে মেরে বস্‌ব, মশাই রম্ভা হ'চ্চেন আমার মামী, তাঁর এমন কি অদুষ্ট চরিত্র দেখেচে, যে, সেই নাগাত্ করে, তাঁর নামে অকলঙ্ক রটাচ্চে, তিনি আমায় সন্তানের তত্তুল্লি জ্ঞান করেন, একি সহিত্য হয়। ইচ্ছে করে নাতি মেরে ওর—(বস্ত্র হইতে রম্ভা পতন)

ভর। (উচ্চহাস্য করিয়া) ঐ দেখুন ! ঐ দেখুন ! ওকি বেরুলো রে ? এতক্ষণ যে বড় গলাবাজী কর্‌ছিলি ! এখন কি হয় ?

চন্দ্র। ওহে বাপু কচ, ভরত তোমার মামীর কথা বলে নি তুমি রাগ ক'রচ কেন ? তুমি কলা নিয়েছিলে, তাই বলেছে, পূজার কলা কি নিতে আছে ?

কচ। (ভরতের প্রতি) তাই বল যে পাতফল। (চন্দ্র-

হংসের প্রতি) তা ওটা—মাটিতে পড়েগিয়েছিল, তাই কাপড়ে ক'রে রেখে ছিলাম! তা ও—এক কথায়, আর এক কথা আন্‌লে কেন?

চন্দ্র। আর এক কথা নয়, পাতফলকেই রম্ভা বলে।

কচ। হো—খাঁদা বেটার নাম পদ্মলোচন! আমরা মুখ্যু মানুষ, বলি পাতফল, ওর বাপ দাদা বলে পাতফল, আর উনি সমাংস কর্‌তে শিখেচেন, বলেন "অম্বা" সাদেবলে চাসার বাপ নির্ব্বংশ হ'ক্‌।

(রক্তপ্লুত কলেবরে চৈতন্যের প্রবেশ।)

চৈত। চন্দ্রহংস! সর্ব্বনাশ হল! ভাই সর্ব্বনাশ হ'ল?

চন্দ্র। একি? হয়েছে কি? সর্ব্বাঙ্গ যে ক্ষত বিক্ষত।

চৈত। এত সামান্য আঘাত, এ অপেক্ষা গুরুতর আঘাত আমার হৃদয়ে হ'চ্চে, বুঝি মা আমার আজ প্রাণ হারান্‌।

চন্দ্র। কেন? কেন?

চৈত। বুঝি আজ আমাদের লক্ষ্মী ত্যাগ হয়! পিতা মাকে কাট্‌তে গিয়েছিলেন আমি রক্ষা কর্‌তে গিয়ে আমার এই দুর্দ্দশা। পিতা আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, হয় আজ মায়ের প্রাণদণ্ড কর্‌বেন, না হয় আজ তাঁকে বনবাস দেবেন। আমি কিছুতেই নিরস্ত কর্‌তে পারিনাই, একবার তুমি যাও! যদি তোমার অনুরোধে ক্ষান্ত হন।

চন্দ্র। মহারাজের এসব অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য! সামান্য কারণে, এত অধিক ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'তে নাই। আর কারণই বা কি! মহামায়ার মন্দিরে গিয়ে, তাঁর পূজা না দিয়ে বিবাহ হয়েছে, এর জন্য কি এতদূর করতে আছে!—রাজবাটীতে তো তাঁর পূজা হয়েছে।

চৈত। চন্দ্রহংস! আর বিলম্ব ক'রো না, এতক্ষণ বুঝি মা আমার নাই।

চন্দ্র। আচ্ছা আমি যাচ্চি, তুমি এক্ষণে সুস্থ হও।

চৈত। আমি মহামায়ার মন্দিরে গিয়ে সুস্থ হব, আর আমি সে পাপগৃহে ফিরে যাব না।

(চন্দ্রহংসের প্রস্থান।)

চল, আমরা মহামায়ার মন্দিরে যাই!

ভর। যুবরাজ! একটু সুস্থ হ'ন।

চৈত। এ হৃদয় এখানে সুস্থ হবে না, চল মহামায়ার কাছে গিয়ে সুস্থ হই।

(প্রস্থান।)

—০:০—

পঞ্চমাঙ্ক।

—:০:—

দ্বিতীয়-গর্ভাঙ্ক।

নদীকূল।

মহামায়ার মন্দির।

(ত্রিশূলহস্তে তুইজন প্রহরী দণ্ডায়মান।)

১ম প্র। এমন রাজ্যে বাস করতে নাই, এমন রাজার নিকট চাক্‌রি করতেও নাই—অন্যায় বিচার, অন্যায় আজ্ঞা, আবার সে আজ্ঞা পালন না করলে সপরিবারকে একগাড়ে

কাট্‌বে। আজ বল্লে কিনা, দশদণ্ড রাত্রের পর যে কেউ মহা-মায়ার পূজা দিতে আস্‌বে, তার প্রাণ নষ্ট কর্‌বে। আজ যে কার প্রতি নরদানবের কোপদৃষ্টি হয়েছে, তা কেমন করে জান্‌ব। আজ্ঞা পালন কর্‌তেই হবে! তা যদি আপনাদের আত্মীয় স্বজন কেউ আসে, তার ও প্রাণনাশ করতে হবে। মা মহামায়া! ধর্ম্মপরায়ণ প্রজাবৎসল দধিমুখের সিংহাসনে এক রাক্ষসকে বসালে?

২য় প্র। তাইত ভাই কি করি? ভাল কেউ যদি অপরাধ ক'রে থাকে, রাজসভায় বিচার ক'রে তার প্রাণদণ্ড কর্‌লে ত হয়।

১ম প্র। একি রাজা যে বিচার ক'রবে,! দস্যু কেবল ছলে, বলে, কৌশলে লোকের সর্ব্বস্ব লুঠে নিয়ে ধনাগার পূর্ণ ক'রবে। (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) কে বুঝি আস্‌চে?

২য় প্র। তবেইত, এইবেলা যা কর্‌তে হবে স্থিরকর।

১ম প্র। স্থির আর কি! যে আসবে মার্‌ব। না হলে যে আমাদের শির নেবে। মা, মহামায়া! আমাদের মা অপরাধ কিছু নিওনা।

(ভৃত্যদ্বয় সহ চৈতন্যের প্রবেশ।)

১ম প্র। জয়মা—(চৈতন্যের বক্ষে ত্রিশূলাঘাত) চৈতন্যের পতন ও মৃত্যু।—

(ভরতের প্রস্থান) ক'চের মূর্চ্ছা—

২য় প্র। কি সর্ব্বনাশ! ক'র্‌লি কিরে? যুবরাজ যে! না দেখেই মেরে ব'স্‌লি?—

১ম প্র। উত্তম হয়েছে। পাপী ব্যাটা নির্ব্বংশ হয়েছে, মহামায়াই আনিয়েছেন।

২য় প্র। তা যেন হ'ল, তারপর আমাদের উপায়? মহারাজ কি আপনার ছেলেকে কাট্‌তে অনুমতি দিয়েছিলেন?

১ম প্র। সে কথা সত্য বটে; তবে এখন উপায়?

২য় প্র। উপায় আর কি! চল পালাই, এই রাত্রের মধ্যে সপরিবারে, এ পাপ রাজ্য ছেড়ে অন্য কোন রাজ্যে যাই।

১ম প্র। সেই ভাল, চল আমরা বিজয়পুরে যাই, শুনেছি বিজয়পুরের রাজা ও রাজপুত্র দুজনেই অতি ধার্ম্মিক ও প্রজাবৎসল।

(প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।)

কচ। (গাত্রোত্থান করিয়া) বাবা নন্দী-ভৃঙ্গি! আমি কিছু জানিনে, বাবা আমায় মেরনা —বাবা—

(প্রস্থান।)

(নেপথ্যে)। মা মহামায়া! আমার পাপের ফল হাতে হাতে দিয়েছ।—

(ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ।)

ধৃষ্ট। (চৈতন্যকে কোলে লইয়া) বাপরে! আমায় একা ফেলে কোথায় যাস্? আমাকে সঙ্গে নিয়ে যা, বাবা! একবার আমার সঙ্গে কথা কও! একবার আমার মুখপানে চেয়ে দেখ! ধর্ম্মাত্মন্! তুমি আমাকে অসৎপথ ত্যাগ ক'রে, সৎপথে চলবার জন্য বার্ বার্ অনুরোধ ক'র্‌তে, আমি তোমার সেই অনুরোধ রক্ষা করি নাই ব'লে কি সেই অভিমানে কথা কচ্ছনা? সেই অভিমানে কি আমায় জন্মেরমত অসহায় ক'রে নিরাশ্রয়ে রেখে যাচ্ছ? (মহামায়ার প্রতি)

মা জগজ্জননি! তুমিত মা অন্তর্য্যামিণী, চৈতন্য আমার নিরপরাধী, এই পাতকীর অপরাধে আমার প্রাণ-পুত্র চৈতন্যের প্রাণদণ্ড ক'র্‌লে মা? কৃপাময়ি! কৃপাবিতরণে নারকী ধৃষ্টবুদ্ধির প্রাণ বিনাশ ক'রে চৈতন্যের প্রাণদান কর, মা! আমার অভেদ্য পাষাণ হৃদয় আজ পুত্র-শোক অশনিতে বিদীর্ণ হওয়ায় তন্মধ্যে জ্ঞানালোক প্রবেশ ক'রেছে। এখন আমি দিব্য-চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, দিব্য-জ্ঞানে জান্‌তে পাচ্ছি, পাপের পরিণাম কি! দুরাশার প্রতিফল কি! ধৃষ্টবুদ্ধির যে পাপ-হৃদয় নিকেতনে, দয়া, ধর্ম্ম, স্নেহ-মমতা কখনও স্থান পায় নাই, আজ সেই হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্চে। আর আমি দারুণ যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে পারিনা। পতিতপাবনি! ত্বরায় এ পতিত জনকে পরিত্রাণ ক'রে তোমার পতিত পাবনী নামের মহিমা রাখ, মা! পাপীর রোদনে কি তোমার করুণাসঞ্চার হ'লনা? বুঝেছি তা হবেনা, তুমি এ ঘোর পাতকীকে চরণ দান করা দূরে থাক্ এর প্রতি কটাক্ষপাত করতেও ঘৃণা ক'র্‌চ্ছ! কিন্তু মা! আর আমার সহ্য হয় না, আমি পাপ প্রাণীকে নিশ্চয়ই তোমার নিকট ব'লি প্রদান ক'রে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও প্রাণ-পুত্র চৈতন্যের শোক নিবারণ ক'র্‌ব। চৈতন্য! প্রাণাধিক! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার সঙ্গে যাব। তুমি মনে ক'রনা তোমাধনে বঞ্চিত হ'য়ে, আমি এ পাপপূর্ণ দেহভার বহন ক'রব, আমার বিষময় বিষয়বাসনা পূর্ণ হ'য়েছে, মা জগদম্বে! ব্রহ্মময়ি! চরণে স্থান দিও, মা! মহাপাপী ব'লে ঘৃণা ক'রনা, মা! তুমি পতিতপাবনী— (ত্রিশূলোত্তোলন।)

(চন্দ্রহংসের প্রবেশ।)

চন্দ্র। করেন কি! করেন কি!

ধৃষ্ট। কে তুমি! বৎস! এই দেখ পাপের ফল। (বক্ষে ত্রিশূলাঘাত করিয়া পতন)

চন্দ্র। মাগো ত্রৈলোক্য তারিণি! এ কি হ'লো মা? মহারাজের প্রতি তোমার এ বিড়ম্বনা কেন হ'ল মা? সৃষ্টি স্থিতি সংহার কারিণি! ভীরুজন ভয় হারিণি! মা ভক্ত-বৎসলে! ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে, ভয়ার্ত্তজনকে অভয় প্রদান কর মা! মা আর কেন যাতনা দিচ্ছ! দয়াময়ি! তোমার ভক্তবৎসলা নাম কলঙ্কিত ক'র না? আজ যদি মহারাজ কি যুবরাজের প্রাণ বিয়োগ হয় তাহ'লে দেশের সকল লোকে ব'লবে "কি কুক্ষণে চন্দ্রহংস রাজ-কন্যার পাণিগ্রহণ ক'রেছিল, তাইতে রাজবংশ নির্ম্মূল হ'ল" মাগো দীনের এ কলঙ্ক দূর কর মা!

স্তব।

জয় শিবে! শিবমোহিনী।
কালি! কাত্যায়নী, কলুষনাশিনী,
শিববিধায়িনী; অশিবনাশিনী॥
শশাঙ্কশেখরহৃদিরঞ্জিনী, ভৈরবী ভবানী
ভূভারহারিনী, কপালিনী নর-মুণ্ডমালিনী,
সদানন্দময়ি! মহিষমর্দ্দিনী॥
ত্রাহি ত্রাহি তারা ত্রিতাপহারিণী, এ ঘোর
বিপদে বিপদবারিণী, দীনদয়াময়ি, দীন-
জননী, দেহি দীনজনে শ্রীপদ দুখানি॥

মা! কিছুতেই কি তোমার দয়া হ'লনা, যদি একান্তই ভক্তের শোণিত পান ক'রে তোমার তৃপ্তি সাধন হয়, তবে এ দীন এখনি তোমার সে সাধ পূর্ণ ক'র্‌বে।

(হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিয়া বক্ষে আঘাত করিতে উদ্যত)

(অন্তরীক্ষ হইতে ভগবতীর আবির্ভাব ও ত্রিশূল সহ চন্দ্রহংসের হস্তধারণ)

ভগবতী। ছি! ছি! বৎস! কর কি! কর কি! আত্মহত্যা মহাপাপ, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

চন্দ্র। কে আপনি? কি জন্য আমার এ সঙ্কল্পে বাধা দিচ্চেন?

ভগ। বৎস! তুমি কাতর হয়ে যাঁকে স্মরণ ক'র্‌ছিলে, আমি তোমার সেই জননী।

চন্দ্র। (ভগবতীর চরণে পতিত হইয়া) আজ আমার জনম সফল, জীবন সার্থক হ'ল; মাগো যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিলেন, তবে যাতে এ দীনের কলঙ্ক দূর হয় তাই কর মা, যাতে মহারাজ ও যুবরাজ পুনর্জীবিত হন, তাই কর মা।

ভগ। বৎস! উঠ উঠ! তুমি আমার পরম ভক্ত, প্রিয়-সন্তান, তোমার প্রার্থনা আমি কি অগ্রাহ্য ক'র্‌তে পারি। স্থির হও, তোমার প্রার্থনায় ধৃষ্টবুদ্ধি এখনি চৈতন্য লাভ ক'র্‌বে।

চন্দ্র। মা! এই জন্যই তোমায় ভক্তবৎসলা বলে।

(ভগবতীর অন্তর্ধ্যান।)

চন্দ্র। কৈ! মা কোথায় গেলেন? মা! মা! যদি কৃপা-ক'রে দেখা দিলেন, তবে একটু অপেক্ষা করুন্। আমি একবার মনের সাধে আপনার পাদপদ্ম পূজা করি!

অন্তরীক্ষে। বৎস! তুমি মনে মনে ভক্তিভাবে আমাকে যে পূজাকর, আমি তাতেই তুষ্ট আছি; চিরদিন ভক্তের আমি, ভক্ত আমার।

চন্দ্র। এখন আমার মনে হ'চ্চে, শুভক্ষণে কৌণ্ডিন্য নগরে প্রবেশ ক'রেছিলাম, আজ আমার চিরআশা সফল হ'ল, যে চরণ মুনিঋষি ধ্যান ক'রে পান না, আমি সেই চরণ আজ পত্যক্ষ ক'র্লাম।

(ধৃষ্টবুদ্ধি ও চৈতন্যের গাত্রোত্থান)

ধৃষ্ট। (চন্দ্রহংসের হস্ত ধারণ করিয়া) চন্দ্রহংস! কেন বাবা এনরাধমের প্রাণ রক্ষা ক'র্লে, এমহাপাতকী যে তোমার ও তোমার পিতার পরম শত্রু। আমি কৌণ্ডিন্যনগরের রাজা নই, কৌণ্ডিন্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারীও নই। তুমিই কৌণ্ডিন্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, মহারাজ দধিমুখের এক মাত্র অপত্য। মহারাজ দধিমুখই এই কৌণ্ডিন্যের রাজা ছিলেন আমি কাল-রাজ্য লোভে, পাপ-বিষয় ভোগ লালসায় তোমার পিতা মহারাজ দধিমুখকে বিষ প্রয়োগ দ্বারা বিনাশ ক'রেছি। তোমারও প্রাণ নষ্ট ক'র্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম। তুমি যাকে জননী বলে জান্‌তে, তিনি তোমার জননী নন্। তিনি মা রাজমহিষীর পরিচারিকা ছিলেন। এই নৃশংস ধৃষ্টবুদ্ধির হস্ত হ'তে তোমাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য পার্ব্বতীপুরে লুকায়ে রেখেছিলেন, আমি সেই পার্ব্বতীপুর পর্য্যন্ত তোমার প্রাণ নষ্ট ক'র্তে গিয়েছিলেম। বাবা! খড়্গ ধর, তোমার শত্রুকে সমুচিত শাস্তি দাও, পিতৃহন্তাকে বিনাশ ক'রে পিতৃ ঋণহতে মুক্ত হও! কেন বাবা নীরবে রইলে? পাতকীর পরিত্রাণ ক'র্‌বে না? (করযোড়ে উর্দ্ধমুখে) বজ্রধর! তুমি এস, তুমি যে বজ্র দিয়ে দেবদ্রোহী বৃত্রাসুরকে বধ ক'রেছিলে, আজ সেই বজ্র নিক্ষেপ ক'রে, এই বিশ্বাস ঘাতক, প্রভুহন্তারক, প্রজাপীড়ক,

নরদ্রোহীকে নিপাত ক'রে, নরলোকের সেইরূপ প্রিয়কার্য্য সাধন কর। দণ্ডধর! মহাপাপীর দণ্ডবিধান কর, দণ্ডদ্বারা পাপীর মস্তক চূর্ণ কর! এ পাপ দেহ শৃগালের ভক্ষ্য হ'ক! পার্ব্বতীনাথ! আশুতোষ! প্রসন্ন হও, পাপের যাতনা হ'তে মুক্ত কর! এক বার সংহারমূর্ত্তি ধারণ ক'রে তোমার ত্রিভুবন সংহারক্ষম ত্রিশূল দিয়ে, ধৃষ্টবুদ্ধিকে সংহার কর। কমলানাথ! নারায়ণ! এ নারকীর জন্য নূতন নরকের সৃষ্টি কর, পাপাত্মার পঞ্চভূতাত্মা, পঞ্চভূতে মিলিতহ'লে গন্ধবহ সৌগন্ধ-বিহীন হবে, সলিল দূষিত হবে! অনল অপবিত্র হবে! দাহশক্তিশূন্য হবে! পৃথিবী রসাতলে যাবে।

চন্দ্র। মহারাজ ?—

ধৃষ্ট। বাবা ক্ষমা কর, আর মহারাজ ব'লনা, আমি মহারাজ নই, তোমার পিতার অকৃজ্ঞ ভৃত্য। মহারাজদধিমুখ! আপনার চরণ ভিন্ন এ অগতির আর গতি নাই, আপনার যে শত্রু-মিত্রে তুল্য স্নেহ ছিল, আজ এই ধৃষ্টবুদ্ধির প্রতি সদয় হয়ে ভবদীয় সেই অসীম অতুল্য গুণের পরিচয় দিন্। পাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হয়ে যাচ্চে, উঃ জ্বলে গেল জ্বলে গেল ;

(উন্মত্তের ন্যায় ধৃষ্টবুদ্ধির প্রস্থান।)

চন্দ্র। (চৈতন্যের প্রতি) দেখেন কি! চলুন, ওঁর যেরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হ'য়েছে, চাইকি আত্মঘাতী হলেও হতে পারেন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

——:o:——

পঞ্চমাঙ্ক।

—০ঃ০—

তৃতীয়-গর্ভাঙ্ক।

বিন্ধ্যাশ্রম।

যোগীবর ও মমতা আসীন।

ধর্ম্ম। মমতা! তুমি এখন যে এই নির্জ্জন বনে বাস ক'র্‌চ্ছ তোমার কি রাজবাটীতে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না? কিম্বা কারও জন্যে মন চঞ্চল হয় না?

মম। রাজবাটীতে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না। তবে মার জন্য মন কেমন করে, সর্ব্বদাই তাঁকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়, আহা! মা আমাকে আপনার কন্যার মতনই ভালবাস্‌-তেন, আমি যতক্ষণ তাঁর কাছে থাক্‌তেম, ততক্ষণ তিনি সকল দুঃখ ভুলে যেতেন্, এখন তাঁকে যে সান্ত্বনা করে এমন আর কেউ নাই।

(রোরুদ্যমানা সুমতির প্রবেশ।)

মম। ওমা! একি মা! তোমারও কি এই দুখিনীর দশা ঘটেছে? এ হতভাগীনীর মত মহারাজ কি তোমাকেও নির্ব্বাসিত ক'রেছেন? কৌণ্ডিন্যের রাজ্যেশ্বরী আজ ভিখা-রিণী! বনবাসিনী!!

সুম। মমতারে! তুই কি বেঁচে আছিস্ মা! আর যে তোর দেখা পাব, তা আমার মনে ছিল না। আয় মা! এক বার সুমতির হৃদয়ে এসে, হৃদয় শীতল কর!

সুম। আমি মা! বেঁচে থাক্‌তেম না, ধর্ম্মরাজ আমাকে রক্ষা ক'রেছেন, ধর্ম্মরাজের আশ্রমে এসে আমি প্রাণ পেয়েছি; (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) মা! ঐ দেখ তোমার ধর্ম্মরাজ বসে আছেন!

ধর্ম্ম। মা! প্রণাম করি! (প্রণাম)

সুম। শান্তি—রে! এ সময় কোথায় রইলি মা? তোর দুখিনী মাকে ফেলে কোথায় গেলি? এস মা হৃদয়ের ধন! আমার হৃদয়ে এস। আমার ধর্ম্মরাজকে পেয়েছি, তোমায় পেলে, আমি বনের মাঝে রাজত্ব করি। এস মা অভাগিনী সুমতির কোলে এস! অনেক দিন আমায় মা ব'লে ডাক নাই, একবার সেই চাঁদমুখে, সেই সুমিষ্ট স্বরে, আমায় মা ব'লে ডাক মা! মাগো আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি, আর আমি রাজভবনে যাব না, ঐশ্বর্য্যের মুখ দেখ্‌ব না। সতী সাধ্বী মা আমার, আর তোমাকে পতির অপমান চক্ষে দেখ্‌তে হবে না; আমি তোমায় নিয়ে, আর আমার ধর্ম্মরাজকে নিয়ে, এই নির্জ্জন বনে বাস কর্‌ব।

ধর্ম্ম। মা! আর রোদন কর্‌বেন না। বৃথা শোকে ফল কি! আমি জানি, আপনিত ইহকালের ক্ষণস্থায়ী সুখ প্রার্থনা করেন না। স্থির হ'ন, কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে ডাকুন, শোকে দুঃখে তাঁর নাম ভিন্ন সুস্থ হবার উপায়ান্তর নাই, ধৈর্য্য ধারণ করুন, আপনি সেই শান্তিধামে গিয়ে পুনর্ব্বার আপনার শান্তিকে পাবেন।

সুম। বাবা! অভাগিনীর কপালগুণে কি মুনিবাক্যও মিথ্যা হ'ল? মুনি ঋষিগণ বলেন যে, চিরদিন কখন কাহারও

সমান যায় না, লোকের এক কালে দুঃখ এক কালে সুখ হয়, কিন্তু আমার অদৃষ্টে তা হ'ল কৈ? চিরদিনই যে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গেল, কৈ এক দিনের জন্যেও যে আমার চক্ষের জল, শুকালো না?

ধর্ম্ম। মা! ইহজগতে কেহ চিরস্থায়ী নহে, কি পাপী, কি পুণ্যবান্ কেহই চিরদিন বাঁচ্‌বে না। এ সংসার কর্ম্ম-ভূমি, পরীক্ষার স্থান, যে, যেরূপ কর্ম্ম কর্‌বে, পরকালে সে সেইরূপ ফলভোগ কর্‌বে। আপনি যে অসীম সহিষ্ণুতা অবলম্বন ক'রে আছেন, অপার যন্ত্রণাতেও যে ধর্ম্মপথ ত্যাগ করেন নাই, মোহে অভিভূত হ'য়ে যে ঈশ্বরকে ভুলেন নাই, আপনার এ কঠোর তপস্যা কখনও বিফল হবে না, নিশ্চয়ই একদিন ইহার ফল পাবেন; আপনি সেই অনন্ত জগতে গিয়ে, অনন্ত সুখ ভোগকর্‌বেন, তখন নিয়তই আপনার হৃদয়ে শান্তি বিরাজ কর্‌বে, মুহূর্ত্তের জন্যেও শান্তিহারা হবেন্ না।

মম। মা! কি অপরাধে মহারাজ তোমার এ দুর্দ্দশা কর্‌লেন?

সুম। জানত মা, চিরদিনই আমার উপর তাঁর বিষদৃষ্টি; মধ্যে বিষয়ার বিবাহের দিন সহসা আমার উপর খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠলেন, কারণ বুঝ্‌তে পারলেম্ না, অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ব'ল্লেন "মহামায়ার পূজা না দিয়ে বিবাহ হ'ল কেন?" আমি তখন অপরাধ স্বীকার কর্‌লেম, পায়ে ধরে কাঁদ্‌-লেম, কিছুতেই তাঁর ক্রোধের শান্তি হ'ল না, শেষে প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন, হয় আমাকে বনবাসিনী কর্‌বেন, না হয় জীবিত রাখ্‌বেন না; চৈতন্য সে সময় উপস্থিত না হ'লে জীবিত থাক্‌-তেম না;—তা যদি হ'ত, তা' হ'লে সকল জ্বালা জুড়াত।

মম। কি আর ব'ল্‌ব, চিরদিনইত তিনি সামান্য কারণে প্রমাদ ঘটান্‌। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধের পর) হ্যাঁ মা! বিষয়ার বিবাহ কোথায়, কার সঙ্গে হ'ল?

সুম। বিজয়পুরের রাজা সত্যব্রতের পুত্র চন্দ্রহংসের সহিত বিবাহ হ'য়েছে।

মম। চন্দ্রহংস? (ধর্ম্মরাজের প্রতি) আপনি যাঁর কথা বলেছিলেন।

ধর্ম্ম। না, তাঁর বাস্‌ যে পার্ব্বতীপুর!

সুম। পূর্ব্বে ইনিও পার্ব্বতীপুরে ছিলেন, এক্ষণে রাজা সত্যব্রতের পোষ্যপুত্র হ'য়েছেন!

মম। তিনি মা দেখ্‌তে কেমন? আমি এক চন্দ্রহংসকে জান্‌তেম, মা! তেমন সুন্দর রূপ আমি কখনও চক্ষে দেখি নাই, তেমন মিষ্ট কথাও, আর কারও মুখে শুনি নাই।

সুম। তবে বোধ হয়, তিনিই হবেন, তিনি পুনঃ পুনঃ তোমার কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন। আর পূর্ব্বে তিনি না কি কৌণ্ডিন্যনগরে অনেকবার গিয়েছিলেন। আমার বিষয়া পূর্ব্বেই তাঁকে দেখে, মনে মনে তাঁকে পতিত্বে বরণ ক'রে ছিল।

মম। মা! তবে এখন বলি, ওঁকেই লুব্ধক মহেশ্বরের মন্দিরে কাট্‌তে গিয়েছিল, আর একদিন বিষ খাইয়ে মার্‌তে চেষ্টা ক'রেছিল, লুব্ধক তাঁর শত্রু—

সুম। সে কার না শত্রু ছিল, কিন্তু, লুব্ধক আর জীবিত নাই।

মম। লুব্ধক জীবিত নাই?

ধর্ম্ম। লুব্ধকের মৃত্যু হ'য়েছে? কি হয়েছিল?

সুম। দস্যুকর্ত্তৃক নাকি আহত হ'য়েছিল, তাইতেই মৃত্যু হ'য়েছে।

মম। হবে না! যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল।

ধর্ম্ম। আহা! লুব্ধক জগতে এসে, কেবল ছার অর্থের জন্য হাহাকার ক'রে প্রাণটা হারালে।

নেপথ্যে। পেয়েছি—পেয়েছি—পেয়েছি—

(উন্মত্তের ন্যায় ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ।)

ধৃষ্ট। আমার প্রাণেশ্বরীকে পেয়েছি, প্রিয়ে! প্রিয়তমে! পদাঘাতের প্রতিশোধ লও। (সুমতির চরণে পতন)

(সুমতিকর্ত্তৃক ধৃষ্টবুদ্ধির মস্তক অঙ্কে ধারণ ও মমতাকর্ত্তৃক মুখে জলদান।)

সুম। মমতা! একি হ'ল মা! নিস্পন্দ যে! মা মহামায়া! কি কর্‌লে মা? দুঃখিনীর দুঃখ শোকের বাকি যা ছিল, তাও কি পূর্ণ কর্‌লে? ধর্ম্মরাজ! তবে আর কেন বাপ্ উপদেশ দাও! সুমতির চিতা প্রস্তুত ক'রে দাও, আমি স্বামীর অনুগমন ক'রে, আমার প্রাণের শান্তির কাছে গিয়ে প্রাণ জুড়াই!

ধর্ম্ম। মা চিন্তা কর্‌বেন না, মহারাজের মৃত্যু হয় নাই, পুনর্ব্বার চৈতন্য হবে, মুখে জল দিন।

ধৃষ্ট। প্রিয়ে! ভয় কি, ধৃষ্টবুদ্ধির মৃত্যু নাই, তা থাক্‌লে এ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বে কে? এই দেখ জ্বল্‌ছে—হৃদয় ধু—ধু ক'রে জ্বলে যাচ্ছে, আর সহ্য হয় না, কঠোর প্রাণ! আর কেন নিজে যন্ত্রণা পাও, ধৃষ্টবুদ্ধিকেও যন্ত্রণা দাও, মিনতি কচ্ছি, বহির্গত হও (বক্ষে করাঘাত) তোকে অকারণ অনুনয় করছি

তুই যেমন কঠিন্ প্রাণ, তেমনি উপযুক্ত স্থান ধৃষ্টবুদ্ধির এই কঠিন হৃদয় পেয়েছিস্ ; তুই এ স্থান ছেড়ে আর কোথায় যাবি, এমন স্থান আর কোথায় পাবি ! তুই থাক্, জ্বল্‌তে থাক্, অনন্তকাল জ্বল্‌তে থাক্, ধৃষ্টবুদ্ধি অনন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হ'ক, জগতের লোক দেখুক, পাপীর শাস্তি কিরূপে হয়। প্রিয়ে ! তোমার তুল্য সাধ্বী জগতে নাই, আর আমার তুল্য অসাধু জগতে নাই ; একবার তোমার পবিত্র চরণ আমার এই অপবিত্র হৃদয়ে দাও, যদি হৃদয় কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়। (চরণ ধারণ করিতে উদ্যত)

সুম। (ধৃষ্টবুদ্ধির হস্ত ধারণ করিয়া) করেন্ কি ? করেন্ কি ? আমাকে আদর কর্‌লেও আপনার দাসী, অনাদর করলেও আপনার দাসী, আমাকে কি অমন কথা বল্‌তে আছে ? আপনার যে সুমতির প্রতি পুনর্ব্বার স্নেহদৃষ্টি পড়েছে, তাই-তেই আমার কসল শোক সকল দুঃখ দূর হয়েছে।

ধৃষ্ট। প্রিয়ে ! তুমি সাবিত্রী হ'তেও গুণবতী, সাবিত্রী সত্যবানের আদরের ধন ছিলেন, সত্যবান্ সাবিত্রীকে প্রাণের তুল্য দেখ্‌তেন, সাবিত্রীও গুণবান্ প্রিয়তমের জন্য নানা ক্লেশ সহ্য ক'রেছিলেন। কিন্তু আমার মত নির্গুণ নৃশংস পতির হাতে পড়ে, পদে পদে অপমানিত হ'য়ে জগতে কখনও কোন স্ত্রীলোক স্বামীর প্রতি এরূপ অবিচলিত ভাবে ভক্তি রাখ্‌তে পারে নাই। প্রিয়ে ! আমি একদিনের জন্য তোমাকে মিষ্ট কথা বলি নাই, একদিনের জন্য তুমি সুখে উদরে অন্ন দাও নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে সুখী করি নাই, আর এ চণ্ডালের মুখ দেখ না।

(বিষয়ার সহিত চৈতন্য ও চন্দ্রহংসের প্রবেশ।)

ধৃষ্ট। প্রিয়ে! এই লও তোমার জামাতা, মহারাজ দধি-মুখের পুত্র চন্দ্রহংসকে লও! তুমি যাকে তার পৈত্রিক সিংহাসন প্রত্যর্পণ করবার জন্যে, আমাকে বারবার অনুরোধ ক'রেছিলে, এই চন্দ্রহংসই সেই মহারাজ দধিমুখের পুত্র। যাও! লয়ে যাও! কৌণ্ডিন্যের সিংহাসনে লয়ে বসাও, ধৃষ্ট-বুদ্ধির পাপ-চক্ষের নিকট আর রেখনা।

সুম। চন্দ্রহংস মহারাজ দধিমুখের পুত্র? আজ আমার বিষয়ার পরমসৌভাগ্য।

ধৃষ্ট। আমি এমনি নৃশংস রাক্ষস যে, চন্দ্রহংস আমার বিষয়ার পাণিগ্রহণ ক'রলেও আমি নিজকন্যার মুখের দিকেও চাই নাই, চন্দ্রহংসের প্রাণ নষ্ট ক'রতে মহামায়ার মন্দিরে প্রহরী পাঠিয়ে ছিলাম। সেখানে আমার দুরভিসন্ধির প্রতিফলই পেয়েছি, মহামায়াই আমার চৈতন্যোদয় ক'রেছেন, আমার এ পাপের কি মোচন আছে?

ধর্ম্ম। মহারাজ! গত বিষয়ের আন্দোলনে ফল কি? এক্ষণে ঈশ্বরকে ডাকুন, তিনি আপনাকে ক্ষমা ক'রবেন, আপনার অনুতপ্ত হৃদয় পুনর্ব্বার সুস্থ হবে।

ধৃষ্ট। কে বাপ ধর্ম্মরাজ? হৃদয় বিদীর্ণ হও, পৃথিবী ধৃষ্ট-বুদ্ধিকে রসাতলে পাঠাও, আর আমি এ মুখ দেখাতে পারিনা, বাবা ধর্ম্মরাজ! তোমার প্রতি যে অহিতাচরণ ক'রেছিলাম এই দেখ তার প্রতিফল পাচ্ছি। কাল-লুব্ধকের উত্তেজনায় তোমা হেন ধনকেও বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম। বাবা! পাতকীকে কি ঈশ্বর ক্ষমা ক'রবেন?

ধর্ম্ম। কায়মনোবাক্যে ডাকুন্ অবশ্যই ক্ষমা ক'র্‌বেন।

ধৃষ্ট। দয়াময়! অধমতারণ! ধৃষ্টবুদ্ধির জীবনে কখনও তোমাকে ডাকে নাই, আজ অপার যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে ডাক্‌ছে, অধমকে পরিত্রাণ কর! না বাপ! এ পাপের ক্ষমা নাই, ধৃষ্টবুদ্ধি অনন্তনরকাগ্নিতে দগ্ধ হবে, বাবা! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমি নির্জ্জনবনে গিয়ে বাস করি। এই ক'র বাপ! যেন আমার উপর তোমাদের আর কারও কোপ না থাকে।

ধর্ম্ম। মহারাজ! হৃদয়কে সুস্থির করুন্। কুকার্য্যের জন্য, যখন আপনার অনুতাপ হ'য়েছে, তখন ঈশ্বর অবশ্যই আপনাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন।

ধৃষ্ট। ধৃষ্টবুদ্ধি ক্ষমার পাত্র নয়! আমি চল্লেম; তোমরা সকলে আমার কৃত অপরাধ বিস্মৃত হও। মা মমতা! তুমিও আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। আর তোমাদের কটু কথা ব'ল্‌তে এবং যন্ত্রণা দিতে আস্‌ব না। মা! তোমাহ'তেই চন্দ্র-হংসের জীবন রক্ষা হ'য়েছে, তুমি ধৃষ্টবুদ্ধির পাপ-মন্ত্রণা ব্যর্থ ক'রে তোমার স্বভাব-সুলভ-গুণে, মমতা নাম সার্থক ক'রেছ, কিন্তু আমি লুব্ধকের পরামর্শে কাল-রাজ্যভোগ-লালসায় অন্ধ হ'য়ে, তোমার পবিত্র চরিত্রে অপবাদ দিয়েছি, এখন অপরাধ স্বীকার ক'র্‌ছি, আমায় ক্ষমা কর!!

মম। পিতঃ! আমি আপনার কন্যা, অমন কথা ব'লবেন্ না।

ধৃষ্ট। বৎস চন্দ্রহংস! আজ হ'তে তোমার পৈত্রিক সিংহাসন পুনরায় অধিকার ক'রে সুখে রাজত্ব কর। মমতা তোমাকে সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করে, তুমিও মমতাকে সহোদরার ন্যায় প্রতিপালন ক'র।

চন্দ্র। মহারাজ! আমি সরলান্তঃকরণে ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে ব'ল্‌ছি, আপনি এবং আপনার অবর্ত্তমানে, আপনার উত্তরাধি-কারীগণ নির্ব্বিবাদে কৌণ্ডিন্য সিংহাসন অধিকার করুন্।

ধৃষ্ট। না বৎস! যখন সেই দুর্জ্জয় বিষয়-তৃষ্ণা একবার নিবৃত্তি পেয়েছে, তখন আর আমি আশার কুহকে, লোভের প্রলোভনে, মোহের ছলনায় ভুল্‌ব না।

চন্দ্র। একান্তই যদি সংসারে আপনার বিরাগ জন্মে থাকে, তবে আপনার চৈতন্যের উপর রাজ্যভার অর্পণ করুন্, তাতে আমার আপত্তি নাই।

চৈত। আমি আপনার দাসের দাস, আমাকে এরূপ উপহাস ক'রবেন না।

ধৃষ্ট। আমার চৈতন্য বিষয়াকে, তোমার শত্রুর পুত্র-কন্যা ব'লে ঘৃণা বা অনাদর না ক'রে, একটু স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখো, তাহ'লেই যথেষ্ট। এক্ষণে তোমরা সকলে, আমাকে সরলান্তঃকরণে ক্ষমা ক'রে, বিদায় দাও, আমি নির্জ্জনবনে গিয়ে বাস করি।

ধর্ম্ম। মহারাজ! এ অপেক্ষা নির্জ্জন স্থান আপনি কোথায়পাবেন? এই আশ্রমে থেকে তপস্যা করুন্, আমি যথাসাধ্য আপনার সেবা ক'রব।

সুম। ধর্ম্মরাজ ভাল কথাই ব'লেছেন, আসুন কিছুদিন এই স্থানেই থাকা যা'ক।

চৈত। মা! তবে কি আপনিও আর গৃহে ফিরে যাবেন না?

সুম। স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন আর গতি নাই, স্বামী-সেবাই স্ত্রীলোকের সার ধর্ম্ম।

ধৃষ্ট। এস তবে আমরা ধর্ম্মরাজের কুটীরে যাই।

(ধৃষ্টবুদ্ধি ও সুমতির প্রস্থান।)

চৈত। তবে আমিও এই খানে থেকে পিতা-মাতার সেবা করি।

ধর্ম্ম। সেকি চৈতন্য? তোমার পিতা-মাতা এক্ষণে বৃদ্ধ হ'য়েছেন, এঁদের ঈশ্বর-আরাধনার সময় হয়েছে, তা ব'লে কি এঁদের সঙ্গে তোমারও থাকা উচিত?

চন্দ্র। তোমরা সকলেই যদি এই স্থানে থাক, তবে আমার রাজ্য গ্রহণে ফল কি?

ধর্ম্ম। চৈতন্য! নিরস্ত হও, চন্দ্রহংস অত্যন্ত দুঃখিত হবেন।

চন্দ্র। ধর্ম্মরাজ! আপনার সহিত কেবল চোখের দেখা ছিল; এখন নিকট সম্বন্ধ হ'ল, চলুন তবে আমরা সকলে কৌণ্ডিন্যনগরে যাই।

ধর্ম্ম। আমি আর গিয়ে কি ক'র্‌ব?

চন্দ্র। আমি রাজ-পুত্র বটে; কিন্তু রাজ-কার্য্য এখনও কিছুই জানিনা, আপনি আমার সহায় হবেন। আপনি যদি না যান, তবে আমার রাজত্বে প্রয়োজন নাই, আমিও আপনার আশ্রমে থাকি।

ধর্ম্ম। আমার যাওয়ার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আমি গেলে মহারাজ ও মা রাজমহিষীর কে সেবা-শুশ্রূষা করে, তবে আমি স্বীকার ক'র্‌ছি, মধ্যে মধ্যে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব।

মম। (বিষয়ার প্রতি জনান্তিকে) রাজকুমারি! তুমি যে কেন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হ'য়েছিলে, তার কারণ এখন বুঝ্‌তে পার্‌লেম, এখন তুমি তোমার স্বামী পেলে ত?

বিষ। দিদি! তুমি দেবী, আমি মানবী, আমি তোমায় চিন্তে পারি নাই আমায় ক্ষমা কর। (চরণ ধারণ)

মম। ছিঃ ছিঃ দাসী আমি। (হস্ত ধারণ)

বিষ। আজ হ'তে আমি তোমার দাসী, আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, কৌণ্ডিন্যে চল, আমি তোমার চরণ সেবা ক'র্‌ব।

মম। (বিষয়ার কণ্ঠ ধারণ করিয়া) আমি কি তোমার উপর রাগ ক'র্‌তে পারি? তবে আমি কৌণ্ডিন্যে গেলে, সকলে যে আমায় দেখে উপহাস ক'র্‌বে?

বিষ। আমি কাকেও কোন কথা ব'ল্‌তে দেবনা, আমিই তোমার কলঙ্ক ঘোষণা ক'রেছি, আমিই আবার সকলের দ্বারে দ্বারে তোমার সেই কলঙ্ক ভঞ্জন ও গুণ কীর্ত্তন ক'রে বেড়াব।

মম। (চন্দ্রহংসের প্রতি) আজ আপনি রাজ-পুত্র, তাই কথা কইতে কুণ্ঠিত হ'চ্ছি, আমাকে চিন্তে পারেন্ কি?

চন্দ্র। এজন্মেত ভুল্‌ব না, যেন জন্মান্তরেও তোমাকে না ভুলি। এখন বিষয়ার যে অনুরোধ, আমারও সেই অনু-রোধ, আমাদের সঙ্গে চল, তুমি না গেলে, আমাদের কারও যাওয়া হবেনা; তুমি যেমন আমাকে প্রাণের সখা ব'লে জ্ঞান কর, আমি তেম্‌নি তোমাকে সখীর ন্যায় জ্ঞান করি, তোমায় না দেখে আমি ইন্দ্রত্ব পদও বাঞ্ছা করি না।

মম। অত ব'লনা, তা হ'লে তোমার বিষয়া রাগ ক'রবে।

বিষ। দিদি! আর কেন লজ্জা দাও, আমার সহস্র অপরাধ হয়েছে, তোমার পায়ে ধরি আমাকে ক্ষমা কর।

মম। (বিষয়ার মুখ চুম্বন করিয়া) ছিঃ ভাই! অমন কথা কি ব'ল্‌তে আছে, জগতের সকল লোক আমার কলঙ্ক ঘোষণা ক'রুক্‌ আমি তোমাদের পবিত্র প্রেমে বাঁধা থাক্‌লেম্‌।

(দ্বিতীয় যোগীর প্রবেশ।)

ধর্ম্ম। সেনাপতি মহাশয়! দেখুন আজ বিনা যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হ'য়েছে, মহারাজ ধৃষ্টবুদ্ধি স্ব-ইচ্ছায় মহারাজ দধিমুখের পুত্রকে রাজ্য প্রত্যর্পণ ক'রে, বনবাস আশ্রয় ক'রেছেন। এতদিনের পর তাঁর সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হ'য়েছে, ঐ দেখুন আপনার সম্মুখে মহারাজ দধিমুখের পুত্র চন্দ্রহংস দণ্ডায়মান আছেন। (দ্বিতীয় যোগীর প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) চন্দ্রহংস! ইনিই তোমার পিতার সেনাপতি ছিলেন।

সেনা। ভগবন্‌! তোমার অপার মহিমা! ছার অসি, চর্ম্ম, বর্ম্ম (অস্ত্র পরিত্যাগ) ছার বীরগণের বীর দর্প! তোমার কৃপাই মূলাধার। চন্দ্রহংস! এস বাপ! একবার হৃদয়ে এস আজ তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে মহারাজের শোক বিস্মৃত হই, হৃদয়ের অসীম জ্বালা নিবারণ করি।

উভয়ের আলিঙ্গন।

(সকলের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।